ইহাকেই যোনিমুদ্রা বলে, এই মুদ্রা সকলমুদ্রার শ্রেষ্ঠ। এইরূপ যোনিমুদ্রাবন্ধন কথিত হইল। যে যোগী যোনিমুদ্রা সাধন করিতে পারে, সে সাধন করিতে না পারে এইরূপ কোন কার্য্যই নাই॥ ৫॥

ছিন্নরূপাস্তু যে মন্ত্রাঃ কীলিতাঃ স্তম্ভিতাশ্চ যে। দগ্ধমন্ত্রাঃ শিখাহীনা মলিনাস্তু তিরস্কৃতাঃ। মন্দা বালা স্তথা বৃদ্ধাঃ প্রৌঢ়া যৌবনগর্ব্বিতাঃ। অরিপক্ষে স্থিতা যে চ নির্ব্বীর্য্যাঃ সত্ত্ববর্জ্জিতাঃ। তথা সত্ত্বেন হীনা যে খণ্ডিতাঃ শতধাঃ কৃতাঃ। বিধানেন তু সংযুক্তাঃ প্রভবন্তি চিরেণ তু। সিদ্ধিমোক্ষপ্রদাঃ সর্ব্বে গুরুণা বিনিযোজিতাঃ। দীক্ষয়িত্বা বিধানেন অভিষিচ্য সহস্রধা। ততো মন্ত্রাধিকারার্থমেষা মুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা॥ ৬॥

যে সকল মন্ত্র ছিন্ন, কীলিত, স্তম্ভিত, দগ্ধ, শিখাহীন, মলিন, তিরস্কৃত, মন্দ, বাল, বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যৌবনগর্ব্বিত, শত্রুপক্ষস্থিত, নির্ব্বীর্য্য, প্রাণবর্জ্জিত, সত্ত্বরহিত, খণ্ডিত ও শতধাকৃত, উক্ত মন্ত্রসকল বিধিপূর্ব্বক আরাধনা করিলে বহুকালে প্রভাবসম্পন্ন হয়, আর সকল মন্ত্রই গুরুকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলে সিদ্ধ হইয়া মোক্ষপ্রদান করে। সাধক বিধানক্রমে দীক্ষিত হইয়া সহস্রবার অভিষিক্ত হইবে, অনন্তর মন্ত্রাধিকারার্থ এই যোনিমুদ্রা সাধন করিতে থাকিবে॥ ৬॥

ব্রহ্মহত্যা সহস্রাণি ত্রৈলোক্যমপি ঘাতয়েৎ।
নাসৌ লিপ্যতি পাপেন যোনিমুদ্রানিবন্ধনাৎ॥ ৭॥

যে সাধক যোনিমুদ্রা সাধন করে, সেই ব্যক্তি সহস্র ব্রহ্মহত্যা ও ত্রিভুবনের সকল প্রাণী বিনাশ করিয়া থাকিলেও কদাচ পাপে পরিলিপ্ত হয় না॥ ৭॥

গুরুহা চ সুরাপী চ স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ।
এতৈঃ পাপৈর্নবধ্যেত যোনিমুদ্রানিবন্ধনাৎ॥ ৮॥

যে যোগী বিধিপূর্ব্বক যোনিমুদ্রা সাধন করিয়া থাকে, সে যদি গুরুহত্যা, সুরাপান, স্বর্ণচৌর্য্য ও গুরুপত্নী গমন, এই সকল মহাপাপকর কার্য্য করে, তথাপি সে কখনও পাপে পতিত হয় না॥ ৮॥

তস্মাদভ্যসনং নিত্যং কর্ত্তব্যং মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ।
অভ্যাসাজ্জায়তে সিদ্ধিরভ্যাসান্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥ ৯॥

যোনিমুদ্রার অভ্যাস করিলে সাধকের সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয় এবং মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, অতএব মোক্ষলাভে সমুৎসুক যোগিগণ প্রতিনিয়ত যোনিমুদ্রা অভ্যাস করিবে॥ ৯॥

সম্বিদং লভতেঽভ্যাসাৎ যোগাভ্যাসাৎ প্রবর্ত্ততে। মুদ্রাণাং সিদ্ধিরভ্যাসাদভ্যাসাদ্বায়ুসাধনং। কালবঞ্চনমভ্যাসাৎ তথা মৃত্যুঞ্জয়োভবেৎ॥ ১০॥

যদি কোন সাধক উক্ত যোনিমুদ্রা অভ্যাস করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার জ্ঞানলাভ হয়, যোনিমুদ্রার অভ্যাসে যোগসাধনে প্রবৃত্তি জন্মে, এই মুদ্রার অভ্যাসবলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিতে পারে এবং যোনিমুদ্রার অভ্যাস বলেই সাধক মুক্তিপদ পায়॥ ১০॥

বাক্‌সিদ্ধিকামচারিত্বং ভবেদভ্যাসযোগতঃ। যোনিমুদ্রা পরং গোপ্যা ন দেয়া যস্য কস্যচিৎ। সর্ব্বথা নৈব দাতব্যা প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি॥ ১১॥

ইতি যোনিমুদ্রাফলকথনং।

যোনিমুদ্রা অভ্যস্ত হইলে সেই সাধকের বাক্‌সিদ্ধি হয়, অর্থাৎ যোনিমুদ্রাসাধক ব্যক্তির মুখ হইতে যেরূপ বাক্য নির্গত হয়, তাহাই ঘটিয়া থাকে এবং উক্ত মুদ্রাসাধক আপন ইচ্ছাবশত সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে সমর্থ হয়। এই যোনিমুদ্রা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং অতি গোপনীয় এবং প্রাণান্তেও এই মুদ্রা সাধারণ ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিবে না॥ ১১॥ ইতি যোনিমুদ্রা।

অধুনা কথয়িষ্যামি যোগসিদ্ধিকরং পরং।
গোপনীয়ং সুসিদ্ধানাং যোগং পরমদুর্ল্লভং॥ ১২॥

হে পার্ব্বতি! আমি এইক্ষণ যোগসিদ্ধির প্রধান কারণস্বরূপ মুদ্রাযোগ কহিতেছি, এই যোগ যোগিদিগের অতি গোপনীয় বস্তু এবং পরম দুর্ল্লভ॥ ১২॥

সুপ্তা গুরুপ্রসাদেন যদা জাগর্ত্তি কুণ্ডলী।
তদা সর্ব্বাণি পদ্মানি ভিদ্যন্তে গ্রন্থয়োঽপি চ॥ ১৩॥

যখন শ্রীগুরুর প্রসাদে প্রসুপ্তা কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিতা হন, তখন অধারাদি ষট্‌চক্রস্থিত পদ্ম সকল প্রকাশ পায় ও তাহাদিগের গ্রন্থিভেদ হয়॥ ১৩॥

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন প্রবোধয়িতুমীশ্বরং।
ব্রহ্মরন্ধ্রমুখে সুপ্তাং মুদ্রাভ্যাসং সমাচরেৎ॥ ১৪॥

কুণ্ডলী জাগরিতা হইলেই আত্মার জ্ঞানোৎপত্তি হইয়া থাকে, অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে ব্রহ্মমুখে প্রসুপ্তা পরমেশ্বরী কুণ্ডলীশক্তির প্রবোধার্থ মুদ্রাযোগ অভ্যাস করিবে॥ ১৪॥

মহামুদ্রা মহাবন্ধো মহাবেধশ্চ খেচরী। জালন্ধরো মূলবন্ধো বিপরীতকৃতি স্তথা। উড্ডানঞ্চৈব বজ্রোণী দশমং শক্তিচালনং। ইদং হি মুদ্রাদশকং মুদ্রাণামুত্তমোত্তমং॥ ১৫॥

মহামুদ্রা, মহাবন্ধ, মহাবেধ, খেচরী, জালন্ধর, মূলবন্ধ, বিপরীতকরণ, উড্ডান, বজ্রোণী ও শক্তিচালন, এই দশবিধ মুদ্রা, শাস্ত্রে উক্ত আছে। যতপ্রকার মুদ্রা কথিত আছে, তাহাদিগের মধ্যে এই দশ মুদ্রাই প্রধান জানিবে॥ ১৫॥

মহামুদ্রাং প্রবক্ষ্যামি তন্ত্রেঽস্মিন্ মম বল্লভে।
যাং প্রাপ্য সিদ্ধাঃ সংসিদ্ধিং কপিলাদ্যাঃ পুরাগতাঃ॥ ১৬॥

হে প্রাণবল্লভে! পার্ব্বতি! সম্প্রতি এই তন্ত্রে আমি তোমার নিকট

মহামুদ্রা বলিতেছি। কপিলাদি পুরাতন যোগিগণ এই মহামুদ্রা সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন ॥ ১৬ ॥

অপসব্যেন সংপীড্য পাদমূলেন সাদরং। গুরূপদেশতো যোনিং গুদমেঢ্রান্তরালগাং। সব্যং প্রসারিতং পাদং ধৃত্বা পাণিযুগেন বৈ। নবদ্বারাণি সংযম্য চিবুকং হৃদয়োপরি। চিত্তং চিত্তপথে দত্ত্বা প্রভবেদ্বায়ুসাধনং। মহামুদ্রা ভবেদেষা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা। বামাঙ্গেন সমভ্যস্য দক্ষাঙ্গেনাভ্যসেৎ পুনঃ। প্রাণায়ামসমং কৃত্বা যোগী নিয়তমানসঃ ॥ ১৭ ॥

ইতি মহামুদ্রাবন্ধঃ।

গুরুর উপদেশানুসারে বাম পদদ্বারা যোনিমণ্ডল অর্থাৎ গুহ্যদেশ ও শিশ্ন এই উভয়ের মধ্যভাগ সংপীড়ন করত দক্ষিণপাদ প্রসারিত করিয়া তাহা উভয় হস্তদ্বারা ধারণ করিবে এবং শরীরস্থ নবদ্বার সংযত করিয়া হৃদয়ের উপরি চিবুক স্থাপন করিতে হইবে। অনন্তর চিত্তকে যথাস্থানে স্থাপন করিয়া পূরণ, কুম্ভক ও রেচকরূপ প্রাণায়ামদ্বারা বায়ুধারণ অভ্যাস করিবে। ইহারই নাম মহামুদ্রা। এই মহামুদ্রা সমস্ত তন্ত্রেই গোপনীয় আছে। প্রথমত বামাঙ্গে এই মহামুদ্রাসাধন অভ্যাস করিয়া পুনর্ব্বার দক্ষিণাঙ্গে অভ্যাস করিবে। উভয়াঙ্গে সাধন করিলেই যোগীব্যক্তি নিয়তচিত্ত হইয়া আপন শক্তি অনুসারে সমান নিয়মে প্রাণায়াম করিতে পারিবে ॥ ১৭ ॥

অনেন বিধিনা যোগী মন্দভাগ্যোঽপি সিদ্ধ্যতি। সর্ব্বেষামেব নাড়ীনাং চালনং বিন্দুধারণং। জীবনস্তু কষায়স্য পাতকানাং বিনাশনং। সর্ব্বরোগোপশমনং জঠরাগ্নিবিবর্দ্ধনং। বপুষঃ কান্তিমমলাং জরামৃত্যুবিনাশনং। বাঞ্ছিতার্থফলং সৌখ্যমিন্দ্রিয়াণাঞ্চ মারণং। এতদুক্তানি সর্ব্বাণি যোগারূঢ়স্য যোগিনঃ। ভবেদভ্যাসতোঽবশ্যং নাত্রকার্য্যা বিচারণাঃ ॥ ১৮ ॥

পূর্ব্বে যেরূপ মহামুদ্রাসাধনের প্রণালী উক্ত হইল, ঐ প্রণালী অবলম্বন করিয়া নিয়তরূপে মহামুদ্রা অভ্যাসকরিলে মন্দভাগ্য যোগীও সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। আর উক্ত মহামুদ্রার সাধন করিলে শরীরস্থ সমস্ত নাড়ীর পরিচালন হয়, নাড়ী সকল পরিচালিত হইলেই সাধকের শুক্রধারণে ক্ষমতা জন্মে, শুক্রধারণে সক্ষম হইলেই সেই ব্যক্তি আপন জীবন আকর্ষণ করিয়া রাখিতে পারে, তখন তাহার সকল পাপের বিনাশ হয়, সর্ব্বপ্রকার রোগের শান্তি হইয়া থাকে, জঠরাগ্নি বৃদ্ধি পায়, শরীরে বিমলকান্তি প্রকাশ পায়, জরামৃত্যু বিনষ্ট হয়, অভিলষিত ফললাভ হইতে পারে, সর্ব্বপ্রকার সুখ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, ইন্দ্রিয় সকল পরাজিত হয়, মহামুদ্রা সাধনরূপ যোগাভ্যাসে উক্ত ফলসকল অবশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাতে কোন বিচার বা সন্দেহ নাই ॥ ১৮ ॥

গোপনীয়া প্রযত্নেন মুদ্রেয়ং সুরপূজিতে।
যান্তু প্রাপ্য ভবাম্ভোধেঃ পারং গচ্ছন্তি যোগিনঃ ॥১৯॥

হে দেবারাধ্যে পার্ব্বতি! এই মহামুদ্রা অতিযত্নে গোপন করিয়া রাখিবে। যোগিগণ এই মহামুদ্রা সাধন করিলে সংসারসাগরের পারে গমন করিতে পারে ॥ ১৯ ॥

মুদ্রাকামদুঘা হ্যেষা সাধকানাং ময়োদিতা।
গুপ্তাচারেণ কর্ত্তব্যা ন দেয়া যস্য কস্যচিৎ ॥ ২০ ॥

ইতি মহামুদ্রা ফলকথনং।

হে পার্ব্বতি! আমি যে মহামুদ্রা কহিলাম, ইহা সাধকদিগের কামধেনুস্বরূপ। যোগিগণ এই মহামুদ্রা অভ্যাসকরিয়া যাহা কামনা করেন, মহামুদ্রা তাহাই সাধককে প্রদান করিয়া থাকে। সাধকগণ অতি গোপনে এই মহামুদ্রা অভ্যাস করিবে, সাধারণ লোকের নিকট ইহা প্রকাশ করিবে না ॥ ২০ ॥

ততঃ প্রসারিতঃ পাদো বিন্যস্য তমূরূপরি। গুদযোনিং সমাকুঞ্চ্য কৃত্বা চাপানমূর্দ্ধগং। যোজয়িত্বা সমানেন কৃত্বা প্রাণমধোমুখং। বন্ধয়েদুদরেঽত্যর্থং প্রাণাপানাদ্বয়ং সুধীঃ। কথিতোঽয়ং মহাবন্ধঃ সিদ্ধিমার্গপ্রদায়কঃ। নাড়ীজালাদ্রসব্যূহো মূর্দ্ধানং যাতি যোগিনঃ। উভাভ্যাং সাধয়েৎ পদ্ভ্যামেকৈকং সুপ্রযত্নতঃ ॥ ২১ ॥

ইতি মহাবন্ধঃ।

অতঃ পর মহাবন্ধ কথিত হইতেছে। প্রথমতঃ দক্ষিণপাদ প্রসারিত করিয়া তাহা বাম উরুর উপরি স্থাপন করিবে, অনন্তর গুহ্যদেশ ও যোনিদেশকে আকুঞ্চিত করিয়া উর্দ্ধগত অপানবায়ুকে নাভিস্থিত সমানবায়ুর সহিত সংযুক্ত করত হৃদয়স্থ অধোমুখ প্রাণবায়ুকে ঐ সংযুক্ত বায়ুদ্বয়ের সহিত কুম্ভকদ্বারা উদরমধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিবে। ইহারই নাম মহাবন্ধ। সাধকদিগের সর্ব্ববিধ সিদ্ধির পথপ্রদর্শক এই মহাবন্ধ সাধন করিলে যোগিগণের শারীরিক নাড়ীর রস মস্তকাভিমুখে গমন করে, তাহা হইলেই সাধকের দেহ অতি দৃঢ় হইতে পারে। যেমন মহামুদ্রা সাধনকালে প্রথমে দক্ষিণপাদে অভ্যাস করিয়া ক্রমত বামপাদে ঐ মুদ্রা সাধন করিতে হয়, সেইরূপ এই মহাবন্ধসাধনেও ক্রমত উভয়পাদে সাধন করিতে হইবে ॥ ২১ ॥

ভবেদভ্যাসতো বায়ুঃ সুষুম্নামধ্যসঙ্গতঃ। অনেন বপুষঃ পুষ্টির্দৃঢ়বন্ধোঽস্থিপঞ্জরে। সংপূর্ণ হৃদয়োযোগী ভবন্ত্যেতানি যোগিনঃ। বন্ধেনানেন যোগীন্দ্রঃ সাধয়েৎ সর্ব্বমিপ্সিতং ॥ ২২ ॥

ইতি মহাবন্ধমুদ্রাভ্যাসফলকথনং।

উক্ত মহাবন্ধের অনুষ্ঠান করিলে শারীরিক বায়ু সুষুম্নাচ্ছিদ্রমধ্যে গমন করিতে পারে, তাহাতে সাধকের শরীরে পুষ্টি এবং অস্থিপঞ্জরের বন্ধনগুলি সুদৃঢ় হয়। আর তাহার মন সর্ব্বপ্রকার আনন্দপূর্ণ [illegible] করিতে থাকে। এই মহাবন্ধপ্রভাবে উক্তপ্রণালীর ফললাভ হয়, [illegible] যোগী আপন অভিলাষানুসারে সমস্ত সুখলা[illegible]রিতে পারে
ইতি মহাবন্ধ।

অপানপ্রাণয়োরৈক্যং কৃত্বা ত্রিভুবনেশ্বরি। মহাবেধস্থিতো যোগী কুক্ষিমাপূর্য্য বায়ুনা। স্ফিচৌ সংতাড়য়েদ্ ধীমান্ বেধোঽয়ং কীর্ত্তিতোময়া ॥ ২৩ ॥

ইতি মহাবেধঃ।

অনন্তর মহাবেধ কথিত হইতেছে। মহাদেব বলিতেছেন, হে ত্রিভুবনেশ্বরি! মহাবেধের অনুষ্ঠানকারী সাধক প্রাণ ও অপানবায়ুর ঐক্য করিয়া জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাতে বায়ুদ্বারা উদর পূরণ করতঃ উদরের উভয়পার্শ্ব সন্তাড়ন করিতে থাকিবে, ইহারই নাম মহাবেধ। পার্ব্বতি! আমি তোমার নিকট এই মহাবেধ বলিলাম ॥ ২৩ ॥

বেধেনানেন সংবিধ্য বায়ুনা যোগিপুঙ্গবঃ।
গ্রন্থিং সুষুম্নামার্গেণ ব্রহ্মগ্রন্থিং ভিনত্ত্যসৌ ॥ ২৪ ॥

যোগিশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তপ্রকারে মহাবেধের অনুষ্ঠান করিলে বায়ুদ্বারা সুষুম্নামার্গস্থিত ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করিতে পারে ॥ ২৪ ॥

যঃ করোতি সদাভ্যাসং মহাবেধং সুগোপিতঃ।
বায়ুসিদ্ধির্ভবেত্তস্য জরামরণনাশিনী ॥ ২৫ ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা অতি সংগোপনে পূর্ব্বোক্ত মহাবেধমুদ্রার অভ্যাস করে, তাহার বায়ু সিদ্ধ হইয়া থাকে। তাহা হইলে সেই ব্যক্তির জরা ও মরণ বিনাশ পায়, অর্থাৎ কদাচ তাহার শরীর জীর্ণ হয় না ও মৃত্যু ঘটে না ॥ ২৫ ॥

চক্রমধ্যে স্থিতা দেবাঃ কম্পন্তি বায়ুতাড়নাৎ।
কুণ্ডল্যপি মহামায়া কৈলাসে সা বিলীয়তে ॥ ২৬ ॥

মহাবেধের অভ্যাস করিলে শরীরস্থ ষট্‌চক্রাধিষ্ঠিত দেবতাসকল কম্পিত হয়েন এবং কুলকুণ্ডলিনীরূপা মহামায়াও কৈলাসাখ্য বিন্দুস্থানে লয় পাইয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

মহামুদ্রামহাবন্ধৌ নিষ্ফলৌ বেধবর্জ্জিতৌ।
তস্মাদ্‌যোগী প্রযত্নেন করোতি ত্রিতয়ং ক্রমাৎ ॥ ২৭ ॥

মহাবেধমুদ্রার সাধন না করিলে পূর্ব্বোক্ত মহামুদ্রা ও মহাবন্ধ নিষ্ফল হয়, অর্থাৎ মহাবেধ অভ্যাস না করিলে মহামুদ্রা ও মহাবন্ধের কোন ফললাভ হয় না, অতএব সিদ্ধিকামী যোগিগণ মহামুদ্রা, মহাবন্ধ ও মহাবেধ এই মুদ্রাত্রয় সাধন করিবে ॥ ২৭ ॥

এতত্ত্রয়ং প্রযত্নেন চতুর্ব্বারং করোতি যঃ।
ষণ্মাসাভ্যন্তরং মৃত্যুং জয়ত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥

যে যোগী ব্যক্তি প্রতিদিন মহামুদ্রা, মহাবন্ধ ও মহাবেধ এই মুদ্রাত্রয় চারিবার করিয়া অভ্যাস করে, সেই ব্যক্তি ছয়মাসপর্য্যন্ত উক্তরূপে যোগাভ্যাস করিলেই মৃত্যুকে জয় করিতে পারে ॥ ২৮ ॥

এতত্ত্রয়স্য মাহাত্ম্যং সিদ্ধো জানাতি নেতরঃ।
[illegible]জ্ঞাত্বা সাধকাঃ সর্ব্বে সিদ্ধিং সম্যক্ লভন্তি চ ॥ ২৯ ॥

[illegible]বন্ধ ও মহাবেধ এই তিনের যেরূপ মাহাত্ম্য, তাহা সিদ্ধ যোগীরাই জানেন, অপরে তাহা জানে না। উক্ত মহামুদ্রা প্রভৃতি জানিতে পারিলে সকল সাধকই সর্ব্ব বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে ॥ ২৯ ॥

গোপনীয়া প্রযত্নেন সাধকৈঃ সিদ্ধিমিপ্সুভিঃ।
অন্যথা চ ন সিদ্ধিঃ স্যান্মুদ্রাণামেব নিশ্চয়ঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি মহাবেধস্য ফলং।

সিদ্ধিকামী সাধকগণ উক্ত মুদ্রা সকল অতি গোপনে রাখিবে, এই সকল মুদ্রা প্রকাশ করিলে কোনক্রমেও সিদ্ধি হইতে পারে না, ইহা নিশ্চয় বলিয়া জানিবে ॥ ৩০ ॥ ইতি মহাবেধ।

ভ্রুবোরন্তর্গতাং দৃষ্টিং নিধায় সুদৃঢ়াং সুধীঃ। উপবিশ্যাসনে বজ্রে নানোপদ্রববর্জ্জিতঃ। লম্বিকোর্দ্ধস্থিতে গর্ত্তে রসনাং বিপরীতগাং। সংযোজয়েৎ প্রযত্নেন সুধাকূপে বিচক্ষণঃ। মুদ্রৈষা খেচরী প্রোক্তা ভক্তানামনুরোধতঃ ॥ ৩১ ॥

ইতি খেচরীমুদ্রা।

অনন্তর খেচরীমুদ্রা কথিত হইতেছে। যোগসাধনপটু সাধক উভয় ভ্রূর মধ্যে দৃষ্টি স্থাপনকরিয়া সর্ব্বপ্রকার উপদ্রবরহিত স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক সাতিশয় যত্ন সহকারে জিহ্বাকে বিপরীতগামিনী করিয়া সুধাকূপস্বরূপ তালুছিদ্রে সংযোজিত করিবে। ইহার নাম খেচরীমুদ্রা। হে পার্ব্বতি! আমি ভক্তগণের অনুরোধে এই খেচরীমুদ্রা প্রকাশ করিয়াছি ॥ ৩১ ॥

সিদ্ধীনাং জননী হ্যেষা মম প্রাণাধিকাধিকে। নিরন্তরকৃতাভ্যাসাৎ পীযূষং প্রত্যহং পিবেৎ। তেন বিগ্রহসিদ্ধিঃ স্যাৎ মৃত্যুমাতঙ্গকেশরী ॥ ৩২ ॥

হে প্রাণপ্রিয়ে! উক্ত খেচরীমুদ্রা সকলপ্রকার সিদ্ধির জননীস্বরূপা। যে যোগী ব্যক্তি নিরন্তর এই খেচরীমুদ্রার অভ্যাস করিয়া সহস্রারকমল হইতে তালুমূলে বিগলিত অমৃতধারা রসনাদ্বারা পান করে, তাহার সমস্ত শরীর সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ সুধারসে শরীর সিক্ত হইয়া সুদৃঢ় হইয়া থাকে। এই খেচরীমুদ্রা মৃত্যুরূপ হস্তীর সিংহস্বরূপ। যেমন সিংহদর্শনমাত্র হস্তী পলায়ন করে, সেইরূপ এই খেচরীমুদ্রার সাধনবলে মৃত্যু নিবারিত হয় ॥ ৩২ ॥

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
খেচরী যস্য শুদ্ধা তু স শুদ্ধো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

কোন ব্যক্তি পবিত্রই হউক বা অপবিত্রই হউক কিম্বা অন্য কোন অবস্থাপন্নই হউক, সে যদি এই খেচরীমুদ্রার সাধন করে, তাহা হইলে তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে শুদ্ধ বলিয়া জানিবে। ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৩৩ ॥

ক্ষণার্দ্ধং কুরুতে যস্তু তীর্ণঃ পাপমহার্ণবাৎ।
দিব্যভোগান্ প্রভুক্ত্বা চ সৎকুলে স প্রজায়তে ॥ ৩৪ ॥

যে ব্যক্তি ক্ষণকালমাত্র খেচরীমুদ্রা সাধন করে, সেই যোগী পাপ

রূপী মহাসাগর হইতে উত্তীর্ণ হয় এবং স্বর্গলোকে গমনপূর্ব্বক বিবিধ স্বর্গীয় সুখ ভোগকরিয়া ভোগাবসানে মর্ত্ত্যলোকে সৎকুলে জন্মপরিগ্রহ করে ॥ ৩৪ ॥

মুদ্রৈষা খেচরী যস্ত স্বস্থিতোহ্যামতন্দ্রিতঃ।
শতব্রহ্মাগতেনাপি ক্ষণার্দ্ধং মন্যতে হি সঃ ॥ ৩৫ ॥

যে যোগী ব্যক্তি অতন্দ্রিত হইয়া স্থিরচিত্তে এই খেচরীমুদ্রা সাধন করে, সেই ব্যক্তি বর্ত্তমান শরীরেই শত ব্রহ্মার পতনকালকে ক্ষণার্দ্ধ বলিয়া গণ্য করে ॥ ৩৫ ॥

গুরূপদেশতো মুদ্রাং যো বেত্তি খেচরীমিমাং।
নানাপাপরতঃ সোপি লভতে পরমাং গতিং ॥ ৩৬ ॥

যে সাধক গুরুর উপদেশানুসারে এই খেচরীমুদ্রা সাধন করিতে পারে, সেই ব্যক্তি নানাপ্রকার পাপকার্য্যে রত হইলেও পরমাগতি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

সা প্রাণসদৃশী মুদ্রা যস্মিন্ কস্মিন্ ন দীয়তে ॥
প্রচ্ছাদ্যতে প্রযত্নেন মুদ্রেয়ং সুরপূজিতে ॥ ৩৭ ॥

ইতি খেচরীমুদ্রায়াঃ ফলং।

উক্ত খেচরী মুদ্রা সাধকের প্রাণতুল্যা, ইহা সাধারণ লোকদিগকে প্রদান করিবে না, এই মুদ্রা অতি সাবধানে আচ্ছাদন করিয়া অতি গোপনে রাখিবে ॥ ৩৭ ॥ ইতি খেচরী মুদ্রা।

বদ্ধা গলশিরাজালং হৃদয়ে চিবুকং ন্যসেৎ। বন্ধো-জালন্ধরঃ প্রোক্তো দেবানামপি দুর্লভঃ। নাভিস্থ বহ্নির্জন্তূনাং সহস্রকমলচ্যুতং। পিবেৎ পীযুষবিসরং তদর্থং বন্ধয়েদিমাং ॥ ৩৮ ॥

ইতি জালন্ধরবন্ধঃ।

অনন্তর জালন্ধর বন্ধ কথিত হইতেছে। সাধক গলদেশের শিরা সমূহকে আবদ্ধ করিয়া হৃদয়দেশে চিবুক স্থাপন করিবে। সকল মুদ্রাতেই কুম্ভক অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া এই জালন্ধর বন্ধেও কুম্ভক করিতে হইবে। ইহার নাম জালন্ধর বন্ধ। আমি এই দেবদুর্লভ মুদ্রা কহিলাম। জীবের নাভিদেশে জঠরানল আছে, সহস্রার কমল হইতে বিগলিত হইয়া অমৃত ধারা ঐ জঠরানলে পতিত হইলে অগ্নি তাহা পান করে, এই অমৃতধারা অগ্নিতে পতিত হইতে না পারে, এই নিমিত্তই এই জালন্ধর বন্ধের অনুষ্ঠান করিবে। যখন অমৃতধারা গলিত হইয়া পতিত হইতে থাকে, তখনই এই মুদ্রাদ্বারা জিহ্বাকে ঊর্দ্ধগামিনী করিয়া তদ্দ্বারা সেই অমৃত-পান করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

বন্ধেনানেন পীযূষং স্বয়ং বিপতি বুদ্ধিমান্।
অমরত্বঞ্চ সম্প্রাপ্য মোদতে ভুবনত্রয়ে ॥ ৩৯ ॥

বুদ্ধিমান্ সাধক জালন্ধর বন্ধের অনুষ্ঠান করিয়া সহস্রার-বিগলিত অমৃতধারা [illegible] থাকেন, এই অমৃতধারা পানের বলে সাধক অমরত্ব [illegible] এই শরীরেই ত্রিভুবনে বিচরণ করত আমোদ পাইতে থাকে[illegible]

জালন্ধরোবন্ধ এষ সিদ্ধানাং সিদ্ধিদায়কঃ।
অভ্যাসঃ ক্রিয়তে নিত্যং যোগিনা সিদ্ধিমিচ্ছতা ॥৪০॥

ইতি জালন্ধরবন্ধফলং।

এই জালন্ধরবন্ধ সিদ্ধযোগিদিগের সিদ্ধিপ্রদান করে, অতএব সিদ্ধি-কামী যোগিগণ নিরন্তর এই জালন্ধরবন্ধের অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৪০ ॥ ইতি জালন্ধরবন্ধ।

পাদমূলেন সংপীড্য গুদমার্গং সুযন্ত্রিতং। বলাদ-পানমাকৃষ্য ক্রমাদূর্দ্ধং সমভ্যসেৎ। কল্পিতোহয়ং মূলবন্ধো জরামরণনাশনঃ ॥ ৪১ ॥

ইতি মূলবন্ধঃ।

অনন্তর মূলবন্ধ কথিত হইতেছে। সাধক পাদমূলদ্বারা গুহ্যদ্বার পীড়ন করিয়া সম্যক্‌প্রকারে আবদ্ধ করিবে এবং অপানবায়ুকে ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করিতে থাকিবে। ইহারই নাম মূলবন্ধ, এই মূলবন্ধ সাধকের জরামরণ বিনাশ করে ॥ ৪১ ॥

অপানপ্রাণয়োরৈক্যং প্রকরোহত্যধিকল্পিতং।
বন্ধেনানেন সুতরাং যোনিমুদ্রা প্রসিধ্যতি ॥ ৪২ ॥

যদি সাধক এই মূলবন্ধদ্বারা প্রাণ ও অপানবায়ুর ঐক্যসাধন করিতে পারে, তাহা হইলেই যোনিমুদ্রা সিদ্ধি হয় ॥ ৪২ ॥

সিদ্ধায়াং যোনিমুদ্রায়াং কিং ন সিধ্যতি ভূতলে। বন্ধস্যাস্য প্রসাদেন গগনে বিজিতালসঃ। পদ্মাসনে স্থিতো যোগী ভুবমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে ॥ ৪৩ ॥

যদি কোন সাধক যোনিমুদ্রা সিদ্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে এই ভূতলে তাহার কোন কার্য্যই অসিদ্ধ থাকে না। এই বন্ধপ্রভাবে সর্ব্ব-প্রকার অলসতা নিবৃত্তি হয় এবং সেই সাধক অনায়াসে আকাশে গমন করিতে পারে, আর পদ্মাসনস্থ যোগী পৃথিবী ত্যাগ করিয়া থাকিতে সক্ষম হয় ॥ ৪৩ ॥

সুগুপ্তে নির্জ্জনে দেশে বন্ধমেনং সমভ্যসেৎ।
সংসারসাগরং তর্ত্তুং যদিচ্ছেদ্‌যোগিপুঙ্গবঃ ॥ ৪৪ ॥

ইতি মূলবন্ধস্য ফলকথনং।

যদি কোন যোগী সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে নির্জ্জনস্থানে উপবেশন করিয়া এই গোপনীয় মূলবন্ধের অভ্যাস করিবে ॥ ৪৪ ॥ ইতি মূলবন্ধ।

ভূতলে স্বশিরো দত্ত্বা খেলয়েচ্চরণদ্বয়ং।
বিপরীতকৃতিশ্চৈষা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা ॥ ৪৫ ॥

ইতি বিপরীতকরণীমুদ্রা।

অনন্তর বিপরীতকরণীমুদ্রা কথিত হইতেছে। ভূমিতলে মস্তক রাখিয়া চারিদিকে পাদদ্বয় ঘুরাইবে। ইহাকেই বিপরীতকরণী মুদ্রা কহে, সমস্ত তন্ত্রেই এই মুদ্রা গোপনীয় আছে। এই মুদ্রা অভ্যাস কালেও

কুম্ভকদ্বারা বায়ু রোধ করিয়া এই মুদ্রা সাধন করিতে হয় ॥ ৪৫ ॥ ইতি বিপরীতকরণী মুদ্রা।

এতদ্যঃ কুরুতে নিত্যমভ্যাসং যামমাত্রকং।
মৃত্যুং-জয়তি যোগী স প্রলয়ে নাপি সীদতি ॥ ৪৬ ॥

উক্ত বিপরীতকরণী মুদ্রা যে ব্যক্তি প্রতিদিন এক প্রহর কাল করিয়া অভ্যাস করিতে পারে, তাহার নিকট মৃত্যু পরাজিত হয়, মহাপ্রলয় কালেও তাহার মৃত্যু হইতে পারে না। ॥ ৪৬ ॥

কুরুতেঽমৃতপানং যঃ সিদ্ধানাং সমতামিয়াৎ।
স সিদ্ধঃ সর্ব্বলোকেষু বন্ধমেনং করোতি যঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি বিপরীতকরণী মুদ্রায়াঃ ফলকথনং।

যে সাধক সহস্রারবিগলিত, অমৃত পান করিতে পারে, সেই ব্যক্তি সিদ্ধগণের তুল্য হইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি উক্ত মুদ্রা বন্ধন করে, সেই যোগী সর্ব্বলোকে খ্যাতিলাভ করে ॥ ৪৭ ॥

নাভেরূর্দ্ধমধশ্চাপি তানং পশ্চিমমাচরেৎ। উড্ডানো বন্ধ এষস্যাৎ সর্ব্বদুঃখৌঘনাশনঃ। উদরে পশ্চিমং তানং নাভেরূর্দ্ধন্তু কারয়েৎ। উড্ডাননামা বন্ধোঽয়ং মৃত্যুমাতঙ্গকেশরী ॥ ৪৮ ॥

ইতি উড্ডানবন্ধঃ।

অতঃপর উড্ডানবন্ধ কথিত হইতেছে. নাভির ঊর্দ্ধ ও অধোভাগস্থিত নাড়ী সমস্তকে একভাবে আকুঞ্চিত করিবে। অর্থাৎ নাভির অধঃস্থিত নাড়ী সকলকে কুম্ভকদ্বারা নাভির ঊর্দ্ধভাগে উত্তোলন করিবে। ইহার নাম উড্ডানবন্ধ, এই বন্ধ সাধকগণের সকল দুঃখ বিনাশ করে। উদরের অধোভাগস্থিত নাড়ী প্রভৃতির উর্দ্ধীকরণের নাম উড্ডানবন্ধ, এই বন্ধ সাধকের মৃত্যুরূপ হস্তীর পক্ষে সিংহস্বরূপ, অর্থাৎ যেমন সিংহদর্শনে হস্তী পলায়ন করে, সেইরূপ উড্ডানবন্ধ মানুষের মৃত্যু বিনাশ করে ॥ ৪৮ ॥

নিত্যং যঃ কুরুতে যোগী চতুর্ব্বারং দিনে দিনে।
তস্য নাভেস্তু শুদ্ধিঃ স্যাদ্যেন শুদ্ধোভবেন্মরুৎ ॥ ৪৯ ॥

যদি কোন যোগী প্রতিদিন চারিবার করিয়া এই উড্ডানবন্ধের অনুষ্ঠান করিতে পারে, তাহা হইলে সেই সাধকের নাভি শুদ্ধি হয় এবং নাভির পরিশুদ্ধি হইলেই শরীরস্থ বায়ুও শুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

ষণ্মাসমভ্যসন্ যোগী মৃত্যুং জয়তি নিশ্চিতং।
তস্যোদরাগ্নির্জ্জ্বলতি রসবৃদ্ধিস্তু জায়তে ॥ ৫০ ॥

কোন সাধক যদি ছয়মাসপর্য্যন্ত উক্ত নিয়মে উড্ডানবন্ধের অনুষ্ঠান করিতে পারে, তাহা হইলে আর সেই ব্যক্তির মৃত্যু হয় না এবং এই বন্ধের অনুষ্ঠানে উদরাগ্নি প্রদীপ্ত হয়, তাহা হইলেই ভুক্তদ্রব্য সকলের উত্তমরূপ পরিপাক হইতে পারে, তাহাতেই শারীরিক পুষ্টি বৃদ্ধিপায় ॥ ৫০ ॥

অনেন সুতরাং সিদ্ধির্ব্বিগ্রহস্য প্রজায়তে।
রোগাণাং সংক্ষয়শ্চাপি যোগিনো ভবতি ধ্রুবং ॥ ৫১ ॥

পূর্ব্বে যেরূপ উড্ডানবন্ধের ফল উক্ত হইল, ইহাতে জানা যায় যে, উক্ত বন্ধের অনুষ্ঠান করিলে শরীর সর্ব্ববিষয়ে সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ শারীরিক দুর্ব্বলতা ও রোগাদি ক্ষয় পায় এবং শরীর আপনবশে থাকিতে পারে ॥ ৫১ ॥

গুরোর্লব্ধ্বা তু যত্নেন সাধয়েত্তু বিচক্ষণঃ।
নির্জ্জনে সুস্থিতে দেশে বন্ধং পরমদুর্ল্লভং ॥ ৫২ ॥

ইতি উড্ডানস্য ফলকথনং।

সাধক গুরুর উপদেশ লইয়া অতিশয় যত্ন সহকারে নির্জন স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক এই পরম দুর্লভ বন্ধ সাধন করিবে ॥ ৫২ ॥ ইতি উড্ডান বন্ধ।

বজ্রোণীং কথয়িষ্যামি সংসারধ্বান্তনাশিনীং।
স্বভক্তেভ্যঃ সমাসেন গুহ্যাদ্গুহ্যতমামপি ॥ ৫৩ ॥

অনন্তর বজ্রোণীমুদ্রা কথিত হইতেছে। মহাদেব কহিতেছেন, হে পার্ব্বতি! আমি ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিয়া অতি গুহ্যতম বজ্রোণীমুদ্রা সংক্ষেপে বলিব। এই মুদ্রা সংসারে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করিয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

স্বেচ্ছয়া বর্ত্তমানোপি যোগোক্তনিয়মৈর্ব্বিনা।
মুক্তোভবেদ্গৃহস্থোঽপি বজ্রোণ্যভ্যাসযোগতঃ ॥ ৫৪ ॥

যদি কোন সাধক বজ্রোণীমুদ্রার অভ্যাস করিতে পারে, তাহা হইলে সেই গৃহস্থ স্বেচ্ছাচারী হইয়া যোগশাস্ত্রোক্ত কোন নিয়ম পালন না করিলেও মুক্তিলাভ করিতে পারে ॥ ৫৪ ॥

বজ্রোণ্যভ্যাসযোগোঽয়ং ভোগযুক্তোঽপি মুক্তিদঃ।
তস্মাদতিপ্রযত্নেন কর্ত্তব্যো যোগিভিঃ সদা ॥ ৫৫ ॥

যাহারা সাংসারিক সুখভোগে অনুরক্ত আছে, তাহারাও যদি বজ্রোণী মুদ্রার সাধন করে, তাহা হইলেই মুক্ত হইতে পারে, অতএব যোগিগণ অতি যত্নসহকারে অবশ্য এই বজ্রোণীমুদ্রার অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৫৫ ॥

আদৌ রজঃ স্ত্রিয়োযোন্যা যত্নেন বিধিবৎ সুধীঃ। আকুঞ্চ্য লিঙ্গনালেন স্বশরীরে প্রবেশয়েৎ। স্বকং বিন্দুঞ্চ সম্বন্ধ্য লিঙ্গচালনমাচরেৎ। দৈবাচ্চলতি চেদূর্দ্ধে নিরুদ্ধো যোনিমুদ্রয়া। বামভাগেঽপি তদ্বিন্দুং নীত্বা লিঙ্গং নিবারয়েৎ। ক্ষণমাত্রং যোনিতো যঃ পুমাংশ্চালনমাচরেৎ। গুরূপদেশতো যোগী হুংহুঙ্কারেণ যোনিতঃ। অপানবায়ুমাকুঞ্চ্য বলাদাকৃষ্য তদ্রজঃ ॥ ৫৬ ॥

অনেন বিধিনা যোগী ক্ষিপ্রং যোগস্য সিদ্ধয়ে।
গব্যভুক্ কুরুতে যোগী গুরুপাদাব্জপূজকঃ ॥ ৫৭ ॥

যেরূপ বজ্রোণীমুদ্রা সাধনের বিধি পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে, ঐ বিধি অনুসারে শীঘ্র যোগসিদ্ধির নিমিত্ত গব্যভোজী হইয়া গুরুসেবা-তৎপর সাধক বজ্রোণীমুদ্রার সাধন করিবে। কিন্তু কুম্ভকাভ্যাস বিস্মৃত হইবে না, যে সকল যোগ উক্ত হইয়াছে, ঐ সকল যোগেই কুম্ভকের আবশ্যকতা আছে, অতএব এই বজ্রোণীমুদ্রা সাধনেও কুম্ভক করিতে হইবে ॥ ৫৭ ॥

বিন্দুর্বিধুময়ো জ্ঞেয়ো রজঃ সূর্য্যময় স্তথা।
উভয়োর্ম্মেলনং কার্য্যং স্বশরীরে প্রযত্নতঃ ॥ ৫৮ ॥

বিন্দু চন্দ্রময় এবং রজঃ সূর্য্যময়, যোগিগণ সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক আত্ম-শরীরে বিন্দু ও রজঃ এই উভয়ের মেলন করিবে। তন্ত্রান্তরে ইহাকে শিবশক্তির সঙ্গমরূপ রাহুগ্রহণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ৫৮ ॥

অহং বিন্দূরজঃ শক্তিরুভয়োর্ম্মেলনং যদা।
যোগিনাং সাধনাবস্থা ভবেদ্দিব্যং বপুস্তদা ॥ ৫৯ ॥

আমি বিন্দুরূপী এবং শক্তি রজোরূপী, এইরূপ জ্ঞান করিয়া যখন উক্ত উভয়ের মিলন করিতে পারে, তখনই যোগিদিগের সাধনাবস্থা হয়, তাহা হইলেই সেই সাধকের দেবতুল্য শরীর হইয়া থাকে। অর্থাৎ "প্রকৃতি পুরুষাত্মক ব্রহ্মই আমি" সাধকের এইরূপ জ্ঞান হইলে মোক্ষলাভ হইতে পারে ॥ ৫৯ ॥

মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।
তস্মাদতিপ্রযত্নেন কুরুতে বিন্দুধারণং ॥ ৬০ ॥

বিন্দুপাত হইলেই প্রাণিবর্গের মরণ হয় এবং বিন্দুধারণেই প্রাণিগণ জীবনধারণ করিতে পারে, অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সকলেই বিন্দু ধারণ করিবে। অর্থাৎ যাহাতে বিন্দুপাত হইতে না পারে, এইরূপ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য ॥ ৬০ ॥

জায়তে ম্রিয়তে লোকো বিন্দুনা নাত্র সংশয়ঃ।
এতজ্জ্ঞাত্বা সদা যোগী বিন্দুধারণমাচরেৎ ॥ ৬১ ॥

বিন্দুদ্বারাই জীবের উৎপত্তি হয়, এবং বিন্দুদ্বারাই প্রাণিবর্গের মরণ হইয়া থাকে, ইহা নিশ্চয়রূপে জানিয়া যোগী ব্যক্তি সর্ব্বদা বিন্দুধারণে যত্নবান্ হইবে ॥ ৬১ ॥

সিদ্ধে বিন্দৌ মহাযত্নে কিং ন সিধ্যতি ভূতলে।
যস্য প্রসাদান্মহিমা মমাপ্যেতাদৃশী ভবেৎ ॥ ৬২ ॥

যে ব্যক্তির বিন্দুধারণ করিবার ক্ষমতা হইয়াছে, এই ভূমণ্ডলে তাহার কোন কার্য্যই অসাধ্য থাকে না। হে পার্ব্বতি! বিন্দুধারণপ্রভাবেই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আমার এইরূপ মহিমা হইয়াছে ॥ ৬২ ॥

বিন্দুঃ করোতি সর্ব্বেষাং সুখং দুঃখঞ্চ সংস্থিতঃ। সংসারিণাং বিমূঢ়ানাং জরামরণশালিনাং। অয়ং শুভ-করো যোগো যোগিনামুত্তমোত্তমঃ ॥ ৬৩ ॥

জরামরণশালী, অজ্ঞানান্ধ সংসারী জীবের পক্ষে বিন্দুই সুখ ও দুঃখের কারণ, অর্থাৎ বিন্দুধারণেই সুখ এবং বিন্দু নাশেই দুঃখ ঘটিয়া থাকে। উক্ত বজ্রোণীনামক যোগ যোগিদিগের পক্ষে সর্ব্বদা শুভজনক, কারণ, উক্ত যোগাভ্যাস করিলেই সাধকের বিন্দুধারণে শক্তি জন্মে, অত-এব ইহা সর্ব্বোত্তম যোগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ৬৩ ॥

অভ্যাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নোতি ভোগযুক্তোঽপি মানবঃ।
স কালে সাধিতার্থোঽপি সিদ্ধো ভবতি ভূতলে ॥ ৬৪ ॥

মানবগণ সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক বিষয়ে ভোগযুক্ত হইলেও উক্ত বজ্রোণী মুদ্রার অভ্যাস বলেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, আর সেই যোগী এই সাধনবলে ভূতলে সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয় ॥ ৬৪ ॥

ভুক্ত্বা ভোগানশেষান্ বৈ যোগেনানেন নিশ্চিতং।
অনেন সকলা সিদ্ধির্যোগিনাং ভবতি ধ্রুবং ॥ ৬৫ ॥

উক্ত বজ্রোণীমুদ্রার সাধন করিলে সংসারে নানাবিধ ভোগ্যবস্তু ভোগ করিয়া সুখী হইতে পারে, আর উক্ত যোগের সাধনবলে মানব-গণের সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহার অন্যথা হয় না ॥ ৬৫ ॥

সুখভোগেন মহতা তস্মাদেনং সমভ্যসেৎ ॥ ৬৬ ॥

বজ্রোণীযোগ অভ্যাস করিলে সাধক মহাসুখভোগসম্পন্ন হইতে পারে, এই নিমিত্ত যোগিগণ সর্ব্বদা উক্ত যোগের অভ্যাস করিয়া থাকেন ॥ ৬৬ ॥

সহজোন্যমরাণী চ বজ্রোণ্যা ভেদতো ভবেৎ।
যেন কেন প্রকারেণ বিন্দুং যোগী প্রধারয়েৎ ॥ ৬৭ ॥

সহযোনি ও অমরাণী নামে অপর দুইটি মুদ্রা আছে, ঐ দুই মুদ্রাও বজ্রোণীমুদ্রার প্রকার ভেদ মাত্র, এই দুই মুদ্রা সাধন করিলেও বিন্দু ধারণের শক্তি জন্মে। যে কোন প্রকারেই হউক, বিন্দুধারণ করাই যোগিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব সহযোনী ও অমরাণীমুদ্রা অভ্যাস করিয়া বিন্দুধারণ অভ্যাস করিবে ॥ ৬৭ ॥

দৈবাচ্চলতি চেদ্বেগে মেলনং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
অমরাণীরিয়ং প্রোক্তো লিঙ্গনালেন শোষয়েৎ ॥ ৬৮ ॥

যদি বজ্রোণীমুদ্রা সাধনকালে দৈবাৎ বেগবশতঃ বিন্দু পরিচালিত হয়, তাহা হইলে অঙ্গনালদ্বারা সেই রজোবিন্দু শোষণ করিয়া শুক্র ও শোণিত একত্র মিশ্রিত করিবে, ইহাই অমরাণীমুদ্রানামে তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে ॥৬৮॥

গতং বিন্দুং স্বকং যোগী বন্ধয়েৎ যোনিমুদ্রয়া।
সহজোনিরিয়ং প্রোক্তা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা ॥ ৬৯ ॥

যোগী পুরুষ স্বকীয় গলিত বিন্দুকে যোনি মুদ্রার সাধনদ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখিবে, ইহাকে সহযোনি মুদ্রা বলে। এই মুদ্রা সকল তন্ত্রেই গোপিত আছে ॥ ৬৯ ॥

সংজ্ঞাভেদাদ্ভবেদ্ভেদঃ কার্য্যং তুল্যগতির্যদি।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সাধ্যতে যোগিভিঃ সদা ॥ ৭০ ॥

যদিও অমরাণী ও সহযোনি এই দুই মুদ্রার কার্য্য একরূপ হউক, তথাপি নামভেদেই উক্ত দুই মুদ্রার ভেদ স্বীকার আছে। যোগিগণ সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে উক্ত মুদ্রাদ্বয় অবশ্য সাধন করিবে ॥ ৭০ ॥

অয়ং যোগো ময়া প্রোক্তো ভক্তানাং স্নেহতঃ প্রিয়ে।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন ন দেয়ো যস্য কস্যচিৎ ॥ ৭১ ॥

হে প্রিয়ে! আমি ভক্তগণের স্নেহের বশীভূত হইয়া উক্ত মুদ্রা সাধন-রূপ যোগ বলিলাম, এই যোগ সর্ব্বদা গোপন করিয়া রাখিবে, সাধারণ লোকের নিকট এই যোগ প্রকাশ করিবে না ॥ ৭১ ॥

এতদ্‌গুহ্যতমং গুহ্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
তস্মাদতিপ্রযত্নেন গোপনীয়ং সদা বুধৈঃ ॥ ৭২ ॥

দেবি! আমি যে সকল যোগ কহিলাম, ইহা অতি গোপনীয়। এইরূপ যোগ কখন হয় নাই কিম্বা হইবে না। অতএব পণ্ডিতগণ এই যোগ অতি গোপনে রাখিবে, কদাচ ইহা প্রকাশ করিবে না ॥ ৭২ ॥

স্বমূত্রোৎসর্গকালে যো বলাদাকৃষ্য বায়ুনা। স্তোকং স্তোকং ত্যজেন্মূত্রমূর্দ্ধমাকৃষ্য তৎপুনঃ। গুরূপদিষ্টমার্গেণ প্রত্যহং যঃ সমাচরেৎ। বিন্দুসিদ্ধির্ভবেত্তস্য মহাসিদ্ধিপ্রদায়িকা ॥ ৭৩ ॥

যে ব্যক্তি আপনার মূত্র ত্যাগকালে বলপূর্ব্বক বায়ুদ্বারা সেই মূত্রবেগ রোধকরতঃ অল্পে অল্পে মূত্র ত্যাগ করিতে পারে এবং গুরুর উপদেশানুসারে ঐ সকল মূত্র আকর্ষণ করিয়া ঊর্দ্ধে লইয়া যাইতে পারে, তাহারই বিন্দু সিদ্ধি হইয়াছে, জানা যায়। প্রতিদিন এইরূপ সিদ্ধযোগ অভ্যাস করিলে তাহার সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয় ॥ ৭৩ ॥

যথা সমভ্যসেদ্‌যো বৈ প্রত্যহং গুরুশিক্ষয়া। শতাঙ্গনোপভোগেঽপি তস্য বিন্দুর্ন নশ্যতি। সিদ্ধে বিন্দৌ মহাযত্নে কিং ন সিধ্যতি পার্ব্বতি। ঈশত্বং যৎপ্রসাদেন মমাপি দুর্ল্লভো ভবেৎ ॥ ৭৪-৭৫ ॥

ইতি বজ্রোণীবন্ধস্য ফলকথনং।

যে সাধক গুরুর শিক্ষানুসারে যথাবিধি প্রতিদিন পূর্ব্বোক্ত যোগানুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, শত শত অঙ্গনা সম্ভোগেও তাহার বিন্দুপাত হয় না। হে পার্ব্বতি! যিনি যত্নসহকারে বিন্দুসিদ্ধি করিতে পারিয়াছেন, এই ভূতলে তাহার কোন কার্য্যই অসিদ্ধ থাকে না। আর এই বিন্দুসিদ্ধিপ্রসাদেই দুর্লভ ঈশ্বরত্ব লাভ হইয়া থাকে ॥ ৭৪—৭৫ ॥ ইতি বজ্রোণী মুদ্রা।

আধারকমলে সুপ্তাং চালয়েৎ কুণ্ডলীং দৃঢ়াং। অপানবায়ুমারুহ্য বলাদাকৃষ্য বুদ্ধিমান্। শক্তিচালনমুদ্রেয়ং সর্ব্বশক্তিপ্রদায়িনী ॥ ৭৬ ॥

ইতি শক্তিচালনমুদ্রা।

অনন্তর শক্তিচালন মুদ্রা কথিত হইতেছে। মূলাধারপদ্মে কুণ্ডলিনীশক্তি প্রসুপ্তা আছেন, বুদ্ধিমান্ সাধক সেই শক্তিকে অপানবায়ুতে আরোহণ করাইয়া বলপ্রয়োগপূর্ব্বক আকর্ষণ করত চালনা করিবে, ইহারই নাম শক্তিচালনমুদ্রা, এই মুদ্রা সাধকের সর্ব্বপ্রকার শক্তি প্রদান করিয়া থাকে, অর্থাৎ উক্ত মুদ্রার সাধনবলে সাধকের সর্ব্বকার্য্য সাধনে শক্তি জন্মে ॥ ৭৬ ॥ ইতি শক্তিচালনমুদ্রা।

শক্তিচালনমেবং হি প্রত্যহং যঃ সমাচরেৎ।
আয়ুর্বৃদ্ধির্ভবেত্তস্য রোগাণাঞ্চ বিনাশনং ॥ ৭৭ ॥

যে সাধক প্রতিদিন পূর্ব্বোক্তপ্রকার শক্তিচালন অভ্যাস করিতে পারে, তাহার সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ পায় এবং আয়ুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৭৭ ॥

বিহায় নিদ্রাং ভুজগী স্বয়মূর্দ্ধে ভবেৎ খলু।
তস্মাদভ্যাসনং কার্য্যং যোগিনা সিদ্ধিমিচ্ছতা ॥৭৮॥

সর্পাকারা কুণ্ডলিনী শক্তিকে পরিচালিত করিলে তিনি নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া পরমশিবের অন্বেষণার্থ ঊর্দ্ধে গমন করেন, অতএব যোগি ব্যক্তির সিদ্ধিকামনা থাকিলে তিনি এই শক্তিচালনযোগ অভ্যাস করিবেন ॥ ৭৮ ॥

যঃ করোতি সদাভ্যাসং শক্তিচালনমুত্তমং। যেন বিগ্রহসিদ্ধিঃ স্যাদণিমাদিগুণপ্রদা। গুরূপদেশবিধিনা তস্য মৃত্যুভয়ং কুতঃ ॥ ৭৯ ॥

যে ব্যক্তি গুরুর উপদেশানুসারে সর্ব্বযোগোত্তম শক্তিচালনযোগ প্রতিদিন অভ্যাস করেন, তাঁহার শরীর সর্ব্বদা সিদ্ধ থাকে, তাঁহার অণিমাদি গুণ লাভ হয়, কদাচ মৃত্যুভয় থাকে না, অর্থাৎ সে অমর হইয়া চিরকাল থাকিতে পারে ॥ ৭৯ ॥

মুহূর্ত্তদ্বয়পর্য্যন্তং বিধিনা শক্তিচালনং। যঃ করোতি প্রযত্নেন তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ। যুক্তাসনেন কর্ত্তব্যং যোগিভিঃ শক্তিচালনং ॥ ৮০ ॥

যে ব্যক্তি যত্নসহকারে দুই মুহূর্ত্তকালপর্য্যন্ত বিধিপূর্ব্বক উক্ত শক্তিচালনযোগ অভ্যাস করে, তাহার শীঘ্র সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয়। পূর্ব্বে আসনসিদ্ধ হইয়া এই শক্তিচানযোগ অভ্যাস করিবে ॥ ৮০ ॥

এতত্তু মুদ্রাদশকং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। একৈকাভ্যাসনে সিদ্ধিঃ সিদ্ধো ভবতি নান্যথা ॥ ৮১ ॥

ইতি শ্রীশিবসংহিতায়াং যোগশাস্ত্রে মুদ্রাকথনে চতুর্থঃ পটলঃ।

এই দশবিধ মুদ্রা কথিত হইল, এইরূপ যোগ কখনও প্রকাশ হয় নাই এবং পরেও প্রকাশ হইবে না, এই সকল মুদ্রার মধ্যে একটি মুদ্রা অভ্যাস করিলেই সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে, ইহার অন্যথা হয় না ॥৮১॥ ইতি শক্তিচালন।

ইতি চতুর্থ পটল।

পঞ্চমপটলারম্ভঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ।

ব্রূহি মে বাক্যমীশান পরমার্থধিয়ং প্রতি।
যে বিঘ্নাঃ সন্তি চেদ্দেব বদ মে প্রিয়শঙ্কর ॥ ১ ॥

পার্ব্বতী মহাদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে ঈশানদেব! তুমি সকলের মঙ্গলসাধন কর, এইরূপ পরমার্থবুদ্ধি ভক্তদিগের প্রতি কৃপা করিয়া যোগসাধনে যে সকল বিঘ্ন আছে, তাহা প্রকাশ করিয়া বল ॥১॥

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যথা বিঘ্নাঃ স্থিতাঃ সদা।
মুক্তিং প্রতি নরাণাঞ্চ ভোগঃ পরমবন্ধনঃ ॥ ২ ॥

মহাদেব পার্ব্বতীর বাক্য শুনিয়া কহিতেছেন, হে দেবি! যে সকল কার্য্য যোগসিদ্ধির প্রতিবন্ধক, সেই সকল বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ ভোগই মনুষ্যগণের মুক্তির প্রতিবন্ধকস্বরূপ অর্থাৎ যাহাদিগের ভোগবাসনা আছে, তাহারা কদাচ মুক্তিলাভ করিতে পারে না। কোন পুরুষ মুক্তিলাভে সমুৎসুক হইলেও ঐ ভোগবাসনাই তাহাকে বন্ধন করিয়া রাখে ॥ ২ ॥

নারী শয্যাসনং বস্ত্রং ধনমস্য বিড়ম্বনং। তাম্বূলভক্ষ্যযানানি রাজ্যৈশ্বর্য্যবিভূতয়ঃ। হৈমং রৌপ্যং তথা তাম্রং রত্নঞ্চাগুরুধেনবঃ। পাণ্ডিত্যং বেদশাস্ত্রাণি নৃত্যং গীতং বিভূষণং। বংশী বীণা মৃদঙ্গাশ্চ গজেন্দ্রশ্চাশ্ববাহনং। দারাপত্যানি বিষয়া বিঘ্না এতে প্রকীর্ত্তিতাঃ। ভোগরূপা ইমে বিঘ্না ধর্ম্মরূপানিমান্ শৃণু ॥ ৩ ॥

উত্তমা স্ত্রী, অপূর্ব্ব শয্যা, বিচিত্র আসন, মনোহর বস্ত্র ও বিপুল ধন, এই সকল লোকের বিড়ম্বনামাত্র। অজ্ঞানী মানবগণ স্ত্রী প্রভৃতিতে আসক্ত হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করে, পরমার্থতত্ত্ব সাধনে অবকাশ পায় না। আর তাম্বূলাদি ভক্ষ্য দ্রব্য, রথশকটাদি রাজসম্পত্তি, স্বুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, রত্ন ও অগুরু প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য, এই সকল বিলাসোপকরণসামগ্রী, নানাশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য, বেদশাস্ত্র, নৃত্য, গীত, বিভূষণ, বাঁশী, বীণা, মৃদঙ্গ, গজাশ্বাদিবাহন ও দারাপত্যাদি বিষয় এই সকলই যোগসিদ্ধির বিঘ্ন। যাহারা উক্ত তাম্বূলাদিভোগে নিরত থাকে, কদাচ তাহাদিগের যোগসিদ্ধি হইতে পারে না। হে দেবি! অতঃপর যে সকল ধর্ম্মরূপ বিঘ্ন আছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥

স্নানং পূজা তিথির্হোম স্তথা মোক্ষময়ী স্থিতিঃ। ব্রতোপবাসনিয়মা মৌনমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধ্যেয়ং ধ্যানং তথা মন্ত্রদানং খ্যাতির্দ্দিশাস্থ চ। বাপীকূপতড়াগাদি-প্রাসাদারামকল্পনা। যজ্ঞং চান্দ্রায়ণং কৃচ্ছ্রং তীর্থানি বিষয়াণি চ। দৃশ্যতে চ ইমা বিঘ্না ধর্ম্মরূপেণ সংস্থিতাঃ ॥ ৪ ॥

ইতি ধর্ম্মরূপযোগবিঘ্নকথনং।

কতকগুলি ধর্ম্মকর্ম্মও যোগসিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মায়, তাহা এইস্থলে বলিতেছি। স্নান, দেবার্চ্চন, তিথিবিহিত ক্রিয়া, হোম, অন্যান্য মোক্ষসাধন কর্ম্ম, ব্রত, উপবাস, নিয়ম, মৌনব্রত, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, কোন দেবতাদির ধ্যান, মন্ত্রপ্রদান, খ্যাতি, কীর্ত্তি ও যশোলাভে অভিলাষ, বাপী, কূপ, প্রাসাদ ও উদ্যানাদি নির্ম্মাণ, যজ্ঞানুষ্ঠান, চান্দ্রায়ণ, কৃচ্ছ্রব্রত, তীর্থসেবা ও বিষয়ানুরাগ, এই সকল কার্য্য যোগসিদ্ধির বিঘ্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, অতএব যোগাভ্যাসকালে এই সকল কার্য্য করিবে না। উক্ত কার্য্য সকল চিত্তশুদ্ধির কারণ, সুতরাং যাবৎ চিত্তশুদ্ধি না হয়, তাবৎ উক্ত কার্য্য সকল করিবে, কিন্তু যখন চিত্তশুদ্ধি হইলে যোগাভ্যাস আরম্ভ করিবে, তখন আর ঐ সকল কার্য্যানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই ॥ ৪ ॥

যত্তু বিঘ্নঃ ভবেজ্জ্ঞানং কথয়ামি বরাননে। গোমুখোস্বাসনং কৃত্বা ধৌতী প্রক্ষালনং বসেৎ। নাড়ীসঞ্চারবিজ্ঞানং প্রত্যাহারবিবোধনং। কুক্ষিসঞ্চালনং ক্ষিপ্রং প্রবেশ ইন্দ্রিয়াধ্বনা। নাড়ীকর্ম্মাণি কল্যাণি ভোজনং শ্রূয়তাং মম ॥ ৫ ॥

জ্ঞানসাধন কর্ম্মও যোগাভ্যাসের বিঘ্ন হইয়া থাকে, অতএব যোগাভ্যাসকালে সেই সকল ক্রিয়া পরিত্যাগ করিবে। জ্ঞানসাধনে যে সকল ক্রিয়া যোগাভ্যাসের বিঘ্ন হয়, তাহাদিগের মধ্যে কতিপয় এইস্থলে বলিতেছি, শ্রবণ কর। জপকালে গোমুখাকৃতি বস্ত্রদ্বারা হস্ত আবরণ করিয়া জপ করিতে হয়, এইরূপ জপ না করিয়া একেবারে ধৌতিযোগদ্বারা অন্তঃপ্রক্ষালনার্থ উপবেশন করা, কিরূপে নাড়ী সকল সঞ্চালিত হয়, তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান, বিবিধ শাস্ত্রবিচার, প্রত্যাহারের উপায় নির্দ্ধারণ, চৈতন্যের উদ্দীপনার্থ কুণ্ডলিনীর প্রবোধচেষ্টা, উদরসঞ্চালন, শীঘ্র ইন্দ্রিপথে প্রবেশের উপায়ানুসন্ধান, নাড়ীবিশুদ্ধির কারণনির্ণয় ও পথ্যাপথ্যবিচার ॥ ৫ ॥

নবং ধাতুরসং ছিন্দি শুণ্ঠিকাস্তাড়য়েৎ পুনঃ।
এককালং সমাধিঃ স্যাল্লিঙ্গভূতমিদং শৃণু ॥ ৬ ॥

নূতন সরস বস্ত্র পরিগ্রহ এবং শুণ্ঠীচূর্ণ ভক্ষণ করিলে এককালে সমাধি উপস্থিত হয়, সুতরাং ঐ সকলই সমাধির কারণ বলিয়া জানিবে ॥ ৬ ॥

সঙ্গমং গচ্ছ সাধূনাং সঙ্কোচং ভজ দুর্জ্জনাৎ।
প্রবেশনির্গমে বায়ো গুরুলক্ষ বিলোকয়েৎ ॥ ৭ ॥

সর্ব্বদা সাধুসমাগমের চেষ্টা করা, দুর্জ্জনের সংসর্গ পরিত্যাগের উপায় নির্ণয়ার্থ ব্যগ্রতা প্রকাশ এবং শ্বাসের প্রবেশ ও নির্গমকালে গুরু লঘুর সংখ্যাকরণার্থ অবলোকন এই সকলও যোগসিদ্ধির কারণ ॥ ৭ ॥

পিণ্ডস্থং রূপসংস্থঞ্চ রূপস্থং রূপবর্জ্জিতম্। ব্রহ্মৈতস্মিন্মতাবস্থা হৃদয়ঞ্চ প্রশাম্যতি। ইত্যেতে কথিতা বিঘ্না জ্ঞানরূপে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৮ ॥

ইতি জ্ঞানরূপবিঘ্নকথনং।

দেহস্থ রূপসংস্কার, কিম্বা রূপসত্ত্বেও বিরূপবৎ ব্যবহার করা, আর এই জগৎই ব্রহ্মময়, এই মত অবলম্বন করিয়া চিত্তের একাগ্রতাসাধন, এই সকল যোগাভ্যাসকারীর পক্ষে জ্ঞানরূপ বিঘ্ন। যাহারা যোগসাধন কালে উক্তরূপ জ্ঞানচেষ্টা করে, কোনরূপেই তাহাদিগের যোগাভ্যাস সিদ্ধি হইতে পারে না এবং যোগাভ্যাস না হইলেও বিশুদ্ধ জ্ঞান জন্মে না, সুতরাং অগ্রে যোগসিদ্ধি হইলে জ্ঞানলাভে যত্নবান্ হইবে ॥ ৮ ॥

মন্ত্রযোগো হঠশ্চৈব লয়যোগস্তৃতী[illegible]
চতুর্থো রাজযোগঃ স্যাৎ সদ্বিধা [illegible] ॥ ৯ ॥

মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ ও রাজযো[illegible] যোগ নির্দ্দিষ্ট

আছে, ইহাদিগের মধ্যে রাজযোগই দ্বৈতভাববর্জ্জিত, এই যোগ সাধারণের পক্ষে অসাধ্য। লোকের যতকাল দ্বৈতজ্ঞান থাকে, ততকাল সে রাজযোগে অধিকারী হইতে পারে না ॥ ৯ ॥

চতুর্দ্ধা সাধকো জ্ঞেয়ো মৃদুমধ্যাধিমাত্রকঃ।
অধিমাত্রতমঃ শ্রেষ্ঠো ভবাব্ধৌ লঙ্ঘনক্ষমঃ ॥ ১০ ॥

যেমন যোগ চারিপ্রকার উক্ত হইল, তেমন সাধকও চারিপ্রকার নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা মৃদু সাধক, মধ্যসাধক, অধিমাত্রসাধক ও অধিমাত্রতম সাধক। এই সকল সাধকদিগের মধ্যে অধিমাত্রতম সাধকই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই সাধকই সংসারসাগর লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় ॥১০॥

মন্দোৎসাহী সুসংমূঢ়ো ব্যাধিস্থো গুরুদূষকঃ। লোভী-পাপমতিশ্চৈব বহ্বাশী বনিতাশ্রয়ঃ। চপলঃ কাতরো রোগী পরাধীনোতিনিষ্ঠুরঃ। মন্দাচারো মন্দবীর্য্যো জ্ঞাতব্যো মৃদুমানবঃ। দ্বাদশাব্দে ভবেৎ সিদ্ধিরেতস্য যত্নতঃ পরং। মন্ত্রযোগাধিকারী স জ্ঞাতব্যো গুরুণা ধ্রুবং ॥ ১১ ॥

ইতি মৃদুসাধকলক্ষণং।

মৃদুসাধক যথা—যাহারা অল্পউৎসাহযুক্ত, মুগ্ধচিত্ত, ব্যাধিগ্রস্ত অর্থাৎ কুষ্ঠাদিরোগযুক্ত, গুরুর উপদেশ-লঙ্ঘনকারী, লোভী, দুষ্কর্ম্মান্বিত, বহুভোজী, স্ত্রীজিত, চঞ্চলচিত্ত, সর্ব্বদা কাতর, অর্থাৎ অসহিষ্ণু, পরাধীন, রোগী, অতি নির্দ্দয়, কুৎসিতাচারী ও অল্পবীর্য্য, এইরূপ মনুষ্যকে মন্দসাধক বলিয়া জানা যায়। ইহারা যদি যোগসাধন করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে প্রথমত গুরুর উপদেশানুসারে মন্ত্রযোগ অভ্যাস করিবে, দ্বাদশবৎসর যত্নপূর্ব্বক মন্ত্রযোগ সাধন করিলে সিদ্ধি হয়, তাহা হইলেই তাহাকে মন্ত্রযোগাধিকারী বলিয়া জানা যায়। তৎপর সেই ব্যক্তি হঠযোগে অধিকারী হইতে পারে। মন্ত্রযোগসাধনদ্বারা যখন চিত্তশুদ্ধি হইবে, তখন সে হঠযোগ সাধনে প্রবৃত্ত হইবে ॥ ১১ ॥

সমবুদ্ধিঃ ক্ষমাযুক্তঃ পুণ্যাকাঙ্ক্ষী প্রিয়ম্বদঃ। মধ্যস্থঃ সর্ব্বকার্য্যেষু সামান্যঃ স্যান্ন সংশয়ঃ। এতজ্জ্ঞাত্বৈব গুরুভির্দীয়তে মুক্তিতোলয়ঃ ॥ ১২ ॥

ইতি মধ্যসাধকলক্ষণং।

মধ্য সাধক যথা—সমবুদ্ধি অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমজ্ঞানী, ক্ষমাশীল, পুণ্যকর্ম্মাভিলাষী, প্রিয়বাদী, সর্ব্বকার্য্যে মধ্যস্থ অর্থাৎ কোন কার্য্যের বিশেষ পক্ষপাতী নহে, সাধারণ মতাবলম্বী ও অসংশয়চিত্ত ব্যক্তিকে মধ্যসাধক জানিবে। এইরূপ ব্যক্তির স্বভাব জানিয়া গুরুগণ তাহাকে হঠযোগ উপদেশ করিবেন, দ্বাদশ বৎসরের পর উক্ত ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধি হয়, তখনই এই সাধক লয়যোগের অধিকারী হইতে পারে ॥ ১২ ॥

স্থিরবুদ্ধির্লয়ে যুক্তঃ স্বাধীনো বীর্য্যবানপি। মহাশয়ো দয়াযুক্তঃ ক্ষমাবান্ সত্যবানপি। শূরোলয়স্থ শ্রদ্ধাবান্ গুরুপাদাব্জপূজকঃ। যোগাভ্যাসরতশ্চৈব জ্ঞাতব্যশ্চাধিমাত্রকঃ। এতস্য সিদ্ধিঃ ষড়্‌বর্ষৈর্ভবেদভ্যাসযোগতঃ। এতস্মৈ দীয়তে ধীরো হঠযোগশ্চ সাঙ্গকঃ ॥ ১৩ ॥

ইতি অধিমাত্রসাধকলক্ষণং।

অধিমাত্র সাধক যথা—স্থিরবুদ্ধি, লয়যোগযুক্ত, অর্থাৎ সমাধিযোগজন্য, পরাধীন নহে, বীর্য্যবান্, মহাআশয়যুক্ত, সর্ব্বজীবে দয়াবান্, ক্ষমাশালী, সত্যবাদী, শূরতাযুক্ত, সমাধিতে দৃঢ়বিশ্বাসবান্, গুরুপাদপদ্মপূজক এবং যোগাভ্যাসে নিরত ব্যক্তিই অধিমাত্র সাধক, এই সাধক ছয়বৎসর সাধন করিলে রাজযোগের অধিকারী হইয়া থাকে। গুরু এইরূপ সাধককে সাঙ্গহঠযোগ প্রদান করিবেন ॥ ১৩ ॥

মহাবীর্য্যান্বিতোৎসাহী মনোজ্ঞঃ শৌর্য্যবানপি। শাস্ত্রজ্ঞোঽভ্যাসশীলশ্চ নির্ম্মোহশ্চ নিরাকুলঃ। নবযৌবনসম্পন্নো মিতাহারী জিতেন্দ্রিয়ঃ। নির্ভয়শ্চ শুচির্দক্ষো দাতা সর্ব্বজনাশ্রয়ঃ। অধিকারী স্থিরো ধীমান্ যথেচ্ছাবস্থিতঃ ক্ষমী। সুশীলো ধর্ম্মচারী চ গুপ্তচেষ্টঃ প্রিয়ম্বদঃ। শান্তো বিশ্বাসসম্পন্নো দেবতাগুরুপূজকঃ। জনসঙ্গবিরক্তশ্চ মহাব্যাধিবিবর্জ্জিতঃ। অধিমাত্রব্রতজ্ঞশ্চ সর্ব্বযোগস্য সাধকঃ। ত্রিভিঃ সম্বৎসরৈঃ সিদ্ধিরেতস্য নাত্র সংশয়ঃ। সর্ব্বযোগাধিকারী স নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৪ ॥

ইতি অধিমাত্রতম সাধকলক্ষণং।

অধিমাত্রতম সাধক যথা—যে সাধক মহাবীর্য্য, উৎসাহান্বিত, মনোহর কলেবর, শৌর্য্যবান্, শাস্ত্রজ্ঞ, অভ্যাসশীল, মোহশূন্য, অব্যাকুলচিত্ত, নবযৌবনসম্পন্ন, পরিমিতাহারী, জিতেন্দ্রিয়, নির্ভয়চিত্ত, শৌচাচারশালী, কার্য্যনিপুণ, দানশীল, শরণাগতপালক, স্থিরপ্রকৃতি, বুদ্ধিমান্, যথেচ্ছাবস্থিত, অর্থাৎ সর্ব্বদা সন্তোষান্বিত, ক্ষমাশীল, সংস্বভাবান্বিত, ধর্ম্মাচরণশীল, গুপ্তচেষ্ট অর্থাৎ গুপ্তকর্ম্মকারী, প্রিয় ও সত্যবাদী, শান্তস্বভাব, শ্রদ্ধাবান্, দেবতা ও গুরুপূজক, জনসঙ্গবিরত, মহাব্যাধিবর্জ্জিত ও অধিমাত্ররূপে ব্রতসম্পাদক, সেই সাধককে অধিমাত্রতম সাধক বলা যায়। এই সাধককে সর্ব্বযোগের অধিকারী জানিবে, ইনিই রাজযোগসাধনে সক্ষম, তিন বৎসরকাল এই সাধক রাজযোগ সাধন করিলেই জ্ঞানযোগের অধিকারী জানিয়া গুরু সমস্ত যোগ উপদেশ করিবেন, ইহাতে কোন বিচার করিতে হয় না ॥ ১৪ ॥

প্রতীকোপাসনা কার্য্যা দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদা।
পুনাতি দর্শনাদত্র নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৫ ॥

অধিমাত্রতম সাধক প্রতীকোপাসনা করিবে, এই উপাসনা দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বহুবিধ ফল প্রদান করে, এই সাধককে দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ লোকসকল পবিত্র হয়। এই বিষয়ে কোন বিচার নাই ॥ ১৫ ॥

গাঢ়াতপে স্বপ্রতিবিম্বমৈশ্বরং নিরীক্ষ্য নিষ্ফলিত-লোচন-

ময়ং। যদা নভঃ পশ্যতি স্বপ্রতীকো নভোঙ্গহনে তৎক্ষণমেব পশ্যতি ॥ ১৬ ॥

এইরূপ প্রতীকোপাসনা বিবৃত হইতেছে। সাধক প্রগাঢ়রৌদ্র সময়ে আকাশমণ্ডলে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দর্শন করিবে। ইহাতে সাধকের চক্ষু ব্যাকুলিত হয় না, অর্থাৎ একদৃষ্টে সূর্য্যের দিকে চাহিয়া থাকিবার ক্ষমতা জন্মে। যখন সাধকের এইরূপ ক্ষমতা জন্মে, তখন আপনিই আকাশমণ্ডলে ঈশ্বরপ্রতিবিম্ব দেখিতে পায়। প্রথমতঃ আকাশে আপন প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, পরে যখনই স্ব প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হইতে থাকে, তখনই ক্ষণকালমাত্র ঈশ্বর প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়। ইহারই নাম প্রতীকোপাসনা, এই উপাসনা ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিবে, তাহা হইলেই স্পষ্টরূপে ঈশ্বর প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয় এবং চক্ষুরও কোনরূপ হানি হয় না, একথালে এই উপাসনা করিতে গেলে চক্ষুর তেজোহানি হইয়া নানাপ্রকার রোগ জন্মিতে পারে ॥ ১৬ ॥

প্রত্যহং পশ্যতে যো বৈ স্বপ্রতীকং নভোঽঙ্গনে।
আয়ুর্বৃদ্ধির্ভবেত্তস্য ন মৃত্যুঃ স্যাৎ কদাচন ॥ ১৭ ॥

যে সাধক প্রতিদিন একবার করিয়া আকাশমণ্ডলে ঐরূপ প্রতিবিম্ব দর্শন করিতে পায়, তাহার আয়ুর্বৃদ্ধি হয়, কখনও সেই সাধকের মৃত্যু ঘটে না ॥ ১৭ ॥

যদা পশ্যতি সংপূর্ণং স্বপ্রতীকং নভোঽঙ্গনে।
তদা জয়মবাপ্নোতি বায়ুং নির্জ্জিত্য সঞ্চরেৎ ॥ ১৮ ॥

যখন উক্ত সাধক প্রতিদিন সর্ব্বক্ষণ আকাশমণ্ডলে সম্পূর্ণরূপে উক্তরূপ প্রতিবিম্ব দর্শন করিতে থাকে, তখনই তাহার সর্ব্বপ্রকার জয়লাভ হয় এবং সে বায়ুকে জয় করিয়া আত্মবশে সদা বিচরণ করিতে পারে ॥ ১৮ ॥

যঃ করোতি সদাভ্যাসং চাত্মানং বিন্দতে পরং।
পূর্ণানন্দৈকপুরুষঃ স্বপ্রতীকঃ প্রসাদতঃ ॥ ১৯ ॥

যে সাধক প্রতিদিন সর্ব্বদা রাজযোগ ও প্রতীকোপাসনা অভ্যাস করে, সেই ব্যক্তি পরমাত্মাকে লাভ করিতে পারে; আর এই উপাসনার প্রসাদে সাধক পরিপূর্ণ পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মপুরুষকে জানিয়া তৎস্বরূপ প্রাপ্ত হয় ॥ ১৯ ॥

যাত্রাকালে বিবাহে চ শুভে কর্ম্মণি সঙ্কটে।
পাপক্ষয়ে পুণ্যবৃদ্ধৌ প্রতীকোপাসনঞ্চরেৎ ॥ ২০ ॥

যাত্রাকালে, বিবাহ সময়ে, অন্যান্য শুভকর্ম্মানুষ্ঠানকালে, সঙ্কটসময়ে, পাপক্ষয়ার্থ প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানকালে, সেই সকল কার্য্যের বিঘ্নবিনাশার্থ উক্ত প্রতীকোপাসনা করিবে। শ্রুতি প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্রেও এই প্রতীকোপাসনার উল্লেখ আছে ॥ ২০ ॥

নিরন্তরং কৃতাভ্যাসাদন্তরে পশ্যতি ধ্রুবং।
অতো মুক্তিমবাপ্নোতি যোগী নিয়তমানসঃ ॥ ২১ ॥

নিরন্তর উক্ত প্রতীকোপাসনা অভ্যাস করিলে সাধক আপন হৃদয়মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়। এইরূপ হইলেই সেই সাধক জীবন্মুক্ত হইতে পারে, তাহার মৃত্যুভয় থাকে না, আপন ইচ্ছানুসারে সশরীরে ত্রিলোকে বিচরণ করিতে পারে, যখন তাহার শরীর ত্যাগের ইচ্ছা হয়, তখন সে এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মাতে লীন হইয়া যায় ॥ ২১ ॥

অঙ্গুষ্ঠাভ্যামুভে কর্ণে তর্জ্জনীভ্যাং দ্বিলোচনে। নাসারন্ধ্রে চ মধ্যাভ্যাং অনামাভ্যাং মুখে দৃঢ়ং। নিরুদ্ধ্য মরুতং যোগী যদেবং কুরুতে ভৃশং। তদা লক্ষণমাত্মানং জ্যোতিরূপং প্রপশ্যতি ॥ ২২ ॥

অনন্তর রাজযোগ কথিত হইতেছে, উভয় অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিদ্বারা কর্ণদ্বয়, উভয় তর্জনীদ্বারা নেত্রদ্বয়, উভয় মধ্যমাঙ্গুলিদ্বারা নাসিকাদ্বয় এবং উভয় অনামিকাঙ্গুলিদ্বারা মুখ দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া কুম্ভকদ্বারা বায়ুরোধ করিবে। এইরূপ যোগ অভ্যাস করিয়া যখন সিদ্ধি হইবে, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে বায়ু নিরোধ করিতে পারিবে, তখনই সেই যোগীপুরুষ জ্যোতিঃস্বরূপে পরমাত্মাকে দেখিতে পায় ॥ ২২ ॥

যত্তেজো দৃশ্যতে যেন ক্ষণমাত্রং নিরাবিলং।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি পরমাং গতিং ॥ ২৩ ॥

যে সাধক বায়ু রোধ করিয়া ক্ষণকালমাত্র নির্ম্মল জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মার দর্শন পায়, সেই ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমাগতি অর্থাৎ মুক্তিপদ পাইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

নিরন্তরকৃতাভ্যাসাৎ যোগী বিগতকল্মষঃ।
সর্ব্বদেহাদি বিস্মৃত্য তদভিন্নঃ স্বয়ং ভবেৎ ॥ ২৪ ॥

যে যোগী নিরন্তর উক্তরূপ রাজযোগের অভ্যাস করে, সেই সাধক দেহধর্ম্মে লিপ্ত না হইয়া আত্মার সহিত অভিন্ন হয়, অর্থাৎ স্বয়ং আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

যঃ করোতি সদাভ্যাসং গুপ্তাচারেণ মানবঃ।
স বৈ ব্রহ্মবিলীনঃ স্যাৎ পাপকর্ম্মরতো যদি ॥ ২৫ ॥

যে ব্যক্তি গুপ্তভাবে উক্ত রাজযোগের অভ্যাস করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বদা সর্ব্ববিধ পাপকর্ম্মে রত * থাকিলেও পরব্রহ্মে লীন হইয়া যায় ॥ ২৫ ॥

গোপনীয়ঃ প্রযত্নেন সদ্যঃ প্রত্যয়কারকঃ। নির্ব্বাণদায়কো লোকে যোগোঽয়ং মম বল্লভঃ। নাদঃ সংজায়তে তস্য ক্রমেণাভ্যাসতশ্চ বৈ ॥ ২৬ ॥

উক্ত রাজযোগ সর্ব্বদা গোপন করিয়া রাখিবে, ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, অর্থাৎ উক্ত যোগ অভ্যাস করিলে তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ত্রিভুবনের মধ্যে এই রাজযোগ আমার অতি প্রিয়। ইহার অভ্যাস করিতে করিতে যোগীর নাদোৎপত্তি হয় ॥ ২৬ ॥

* ইহাদ্বারা যোগের উৎকর্ষ প্রতিপাদন করা হইয়াছে, নচেৎ পাপকর্ম্মে নিরতব্যক্তির চিত্ত মলিন থাকে; সুতরাং তাহার যোগ প্রবৃত্তিই জন্মে না।

মত্তভৃঙ্গবেণুবীণা সদৃশঃ প্রথমোধ্বনিঃ। এবমভ্যাসতঃ পশ্চাৎ সংসারধ্বান্তনাশনঃ। ঘণ্টানাদসমঃ পশ্চাৎ ধ্বনির্মেঘরবোপমঃ। ধ্বনৌ তস্মিন্ মনোদত্ত্বা যদা নিষ্ঠতি নির্ভয়ং। তদা সংজায়তে তস্য লয়স্য মম বল্লভে ॥ ২৭ ॥

সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের বিনাশকারী উক্ত রাজযোগ অভ্যাস করিতে করিতে প্রথমে মত্ত ভ্রমরের ন্যায় শব্দ শুনিতে পায়, তৎপর বংশীধ্বনির ন্যায় শব্দ হয়, অনন্তর বীণাশব্দের ন্যায়, পশ্চাৎ ঘণ্টাধ্বনির তুল্য নাদ হইতে থাকে। যোগী ব্যক্তি যখন উক্ত ধ্বনিতে মনোনিবেশপূর্ব্বক নির্ভয়চিত্ত হইয়া স্থির থাকে, তখন তাহার মুক্তিপ্রদ লয়ের উৎপত্তি হয় ॥ ২৭ ॥

তত্র নাদে যদা চিত্তং রমতে যোগিনোভৃশং।
বিস্মৃত্য সকলং বাহ্যং নাদেন সহ শাম্যতি ॥ ২৮ ॥

যখন পূর্ব্বোক্ত নাদে যোগীর চিত্ত নিরন্তর রমণ করিতে থাকে, তখন যোগীর অন্যান্য বাহ্যবিষয় সকল বিস্মৃত হইয়া ঐ নাদের সহিত সমতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ লয় হইয়া যায় ॥ ২৮ ॥

এতদভ্যাসযোগেন জিত্বা সম্যক্ গুণান্ বহূন্।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী চিদাকাশে বিলীয়তে ॥ ২৯ ॥

উক্তরূপ যোগ অভ্যাস করিতে করিতে যোগী সকল গুণকে জয় করিয়া ত্রিগুণাতীত হইয়া অবস্থিতি করিতে থাকে এবং সেই যোগী সর্ব্বারম্ভশূন্য হইয়া চৈতন্যস্বরূপ হৃদয়াকাশে বিলীন হয় ॥ ২৯ ॥

নাসনং সিদ্ধসদৃশং ন কুম্ভসদৃশং বলং।
ন খেচরী সমা মুদ্রা ন নাদসদৃশোলয়ঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি প্রতীকোপাসনং।

হে দেবি! সিদ্ধাসনের তুল্য আসন নাই, যত প্রকার বল আছে, তাহাদিগের মধ্যে কুম্ভকের সমান বল নাই, মুদ্রাসকলের মধ্যে খেচরী মুদ্রার ন্যায় মুদ্রা নাই এবং নাদানুসন্ধানের ন্যায় লয় নাই। অর্থাৎ নাদানুসন্ধানই পরমাত্মাতে লয় পাইবার প্রধান উপায় বলিয়া জানিবে ॥ ৩০ ॥

ইদানীং কথয়িষ্যামি মুক্তস্যানুভবং প্রিয়ে।
যজ্জ্ঞাত্বা লভতে মুক্তিং পাপযুক্তোপি সাধকঃ ॥৩১॥

হে প্রিয়ে! এইক্ষণ মুক্তের অনুভব কহিতেছি শ্রবণ কর, অর্থাৎ সাধক যেরূপে মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা জানিবার উপায় কহিতেছি। এই উপায় জানিতে পারিলে পাপযুক্ত সাধকও অনায়াসে মুক্ত হইতে পারে ॥ ৩১ ॥

সমভ্যর্চ্চ্যেশ্বরং সম্যক্ কৃত্বা চ যোগমুত্তমং।
গৃহ্নীয়াৎ সুস্থিতো ভূত্বা গুরুং সন্তোষ্য বুদ্ধিমান্ ॥৩২॥

সুবুদ্ধি সাধক সম্যক্প্রকারে ঈশ্বরের অর্চ্চনাকরতঃ যোগাসনে সুস্থিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে গুরুর সন্তোষ সম্পাদনপূর্ব্বক এই উত্তম যোগ গ্রহণ করিবে ॥ ৩২ ॥

জীবাদি সকলং বস্তু দত্ত্বা যোগবিদং গুরুং।
সন্তোষ্যাতিপ্রযত্নেন যোগোঽয়ং গৃহ্যতে বুধৈঃ ॥৩৩॥

যোগশিক্ষার্থী সাধক অতি যত্নসহকারে আপন জীবাদি সকল বস্তু যোগজ্ঞ গুরুকে প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার সন্তোষোৎপাদন করিয়া যোগোপদেশ গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ আত্মদেহাদি দান করিয়াও যোগশিক্ষার্থীরা যোগশিক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে ॥ ৩৩ ॥

বিপ্রান্ সন্তোষ্য মেধাবী নানামঙ্গলসংযুতঃ।
মমালয়ে শুচির্ভূত্বা প্রগৃহ্নীয়াৎ শুভাত্মকং ॥ ৩৪ ॥

মেধাবী সাধক যোগাভ্যাসের প্রথমারম্ভকালে ব্রাহ্মণগণের সন্তোষ সাধন করিয়া নানাপ্রকার মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক শুচি হইয়া শিবমন্দিরের মধ্যে এই শুভাবহ যোগসাধনে দীক্ষিত হইবে ॥ ৩৪ ॥

সংন্যস্যানেন বিধিনা প্রাক্তনং বিগ্রহাদিকং।
ভূত্বা দিব্যবপুর্যোগী গৃহ্নীয়াদ্বক্ষ্যমাণকং ॥ ৩৫ ॥

যোগ সাধনকালে সাধক এইরূপ চিন্তা করিবে,—"আমি গুরুদেবের সন্তোষ সাধনদ্বারা পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মানুসারে যে দেহ প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই দেহ শ্রীগুরুকে সমর্পণ করিয়া দিব্য দেহ প্রাপ্ত হইলাম, অতএব জানা যায় যে, দিব্য দেহ প্রাপ্ত হইয়াই বক্ষ্যমাণ যোগ গ্রহণ করিবে ॥৩৫॥

পদ্মাসনস্থিতো যোগী জনসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ।
বিজ্ঞাননাড়ীদ্বিতয়মঙ্গুলীভ্যাং নিরোধয়েৎ ॥ ৩৬ ॥

যোগী পুরুষ নির্জ্জন স্থানে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া বিজ্ঞান নাড়ীদ্বয় অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীকে অঙ্গুলিদ্বারা নিরোধ করিবে ॥ ৩৬ ॥

সিদ্ধেস্তদাবির্ভবতি সুখরূপী নিরঞ্জনঃ।
তস্মিন্ পরিশ্রমঃ কার্য্যো যেন সিদ্ধো ভবেৎ খলু ॥৩৭॥

যোগসিদ্ধি হইলে সাধকের হৃদয়ে অখণ্ড সুখস্বরূপ নিরঞ্জন চৈতন্যের তৎক্ষণাৎ আবির্ভাব হয়, অতএব যোগসাধনে সাধকগণের সর্ব্বতোভাবে পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে, যেহেতু যোগসাধনদ্বারা সাধক নিশ্চয় সিদ্ধ হইতে পারে ॥ ৩৭ ॥

যঃ করোতি সদাভ্যাসং তস্য সিদ্ধির্নদূরতঃ।
বায়ুসিদ্ধির্ভবেত্তস্য ক্রমাদেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা পূর্ব্বোক্ত রাজযোগ অভ্যাস করে, শীঘ্রই তাহার সিদ্ধিলাভ হয়। ক্রমতঃ অভ্যাসদ্বারা যোগ সিদ্ধি হইলেই তাহার নিশ্চয় বায়ু সিদ্ধি হইয়া থাকে এবং যাহার বায়ু সিদ্ধি হইয়াছে, সেই ব্যক্তি জীবন্মুক্ত ॥ ৩৮ ॥

সকৃৎ যঃ কুরুতে যোগী পাপৌঘং নাশয়েদ্ধ্রুবং।
তস্য স্যান্মধ্যমে বায়োঃ প্রবেশো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

যে ব্যক্তি প্রতিদিন একবার করিয়া উক্ত রাজযোগ অভ্যাস করে, সেই সাধকের পাপরাশি নিশ্চয় বিনাশ পায় এবং তাহার শারীরিক বায়ু মধ্যনাড়ী সুষুম্নাতে প্রবেশ করে ॥ ৩৯ ॥

এতদভ্যাসশীলো যঃ স যোগী দেবপূজিতঃ।
অণিমাদিগুণং লব্ধ্বা বিচরেদ্ভুবনত্রয়ে ॥ ৪০ ॥

যে ব্যক্তি উক্ত রাজযোগ অভ্যাস করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, সেই যোগীকে দেবগণও পূজা করিয়া থাকেন, আর সেই যোগী অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধিলাভ করিয়া দেবগণের ন্যায় ত্রিলোকে বিচরণ করিতে পারে ॥ ৪০ ॥

যো যথাস্থানিলাভ্যাসাত্তদ্ভবেত্তস্য বিগ্রহঃ।
তিষ্ঠেদাত্মনি মেধাবী স পুনঃ ক্রীড়তে ভৃশং ॥ ৪১ ॥

যে যোগী বায়ুসাধন কার্য্যে যেরূপ পরিশ্রম করে, সেই যোগীর শরীর সেইরূপ সিদ্ধ হইয়া থাকে। মেধাবী সাধক একমাত্র আত্মাকেই সম্পূর্ণ আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে এবং পুনঃ পুনঃ সেই আত্মাতেই ক্রীড়া করে ॥ ৪১ ॥

এতদ্‌যোগং পরং গোপ্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
সপ্রমাণৈঃ সমাযুক্ত স্তমেব কথ্যতে ধ্রুবং ॥ ৪২ ॥

উক্ত রাজযোগ অতি গোপনে রাখিবে, সাধারণ লোকের নিকট এই যোগ প্রকাশ করিবে না। যে ব্যক্তি যোগসাধনোপযোগী, সর্ব্বলক্ষণযুক্ত এবং সর্ব্বপ্রকার নিয়ম গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহারই নিকট এই রাজযোগ প্রকাশ করিবে ॥ ৪২ ॥

যোগী পদ্মাসনে তিষ্ঠেৎ কণ্ঠকূপে যদা স্মরন্।
জিহ্বাং কৃত্বা তালুমূলে ক্ষুৎপিপাসা নিবর্ত্ততে ॥ ৪৩ ॥

যোগসাধনতৎপর যোগী পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া কণ্ঠকূপে মনঃ সংযোগপূর্ব্বক তালুমূলে জিহ্বা স্থাপন করিয়া ক্ষুধা ও পিপাসার নিবৃত্তি করিবে ॥ ৪৩ ॥

কণ্ঠকূপাদধঃস্থানে কূর্ম্মনাড্যস্তি শোভনা।
তস্মিন্ যোগী মনোদত্ত্বা চিত্তস্থৈর্য্যং লভেদ্ভৃশং ॥৪৪॥

কণ্ঠকূপের অধোভাগে অতিসুশোভন কূর্ম্মনামে যে নাড়ী অবস্থিত আছে, ঐ নাড়ীতে মনোনিবেশ করিতে পারিলে সাধকের চিত্ত স্থির হয়, তখন তাহার ক্ষুধা বা পিপাসা কিছুই থাকে না ॥ ৪৪ ॥

শিরঃ কপালে রুদ্রাক্ষো বিবিধং চিন্তয়েদ্‌যদি। তদা জ্যোতিঃপ্রকাশঃ স্যাদ্বিদ্যুত্তেজঃসমপ্রভং। এতচ্চিন্[illegible] মাত্রেণ পাপানাং সংক্ষয়ো ভবেৎ। দুরা[illegible] পুরুষো লভতে পরমং পদং ॥ ৪৫ ॥

মস্তকের কপালদেশে যে শিবনেত্র আছে, [illegible] চিন্তা করিতে পারিলে সাধকের বিদ্যুতের ন্য[illegible] হইলেই সেই সাধকের সমস্ত পাপের ক্ষয় [illegible] সাধকও এইরূপ চিন্তা করিতে পারে, তা[illegible] পরমপদ লাভ করিয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

অহর্নিশং যদা চিন্তাং তৎকরোতি বিচক্ষণঃ।
সিদ্ধানাং দর্শনং তস্য ভাষণঞ্চ ভবেদ্‌ধ্রুবং ॥ ৪৬ ॥

যদি কোন যোগসাধনপটু সাধক সর্ব্বদা পূর্ব্বোক্ত তেজঃ চিন্তা করিতে পারে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার সিদ্ধগণের দর্শন লাভ হয় এবং সেই সাধক দেবগণের সহিত সম্ভাষণ করিতে পারে ॥ ৪৬ ॥

তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ স্বপন্ ভুঞ্জন্ ধ্যায়েচ্ছূন্যমহর্নিশং।
তদাকাশময়ো যোগী চিদাকাশে বিলীয়তে ॥ ৪৭ ॥

যে ব্যক্তি অবস্থানকালে, গমন সময়ে, স্বপ্নাবস্থায় ও ভোজনকালে অতন্দ্রিত হইয়া দিবারাত্রি উক্ত শূন্যরূপ পরমাত্মাকে চিন্তা করিতে পারে, সেই যোগী চিদাকাশে বিলীন হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

এতজ্‌জ্ঞানং সদা কার্য্যং যোগিনা সিদ্ধিমিচ্ছতা। নিরন্তরকৃতাভ্যাসাৎ মম তুল্যো ভবেদ্‌ধ্রুবং। এতজ্‌-জ্ঞানবলাদ্‌যোগী সর্ব্বেষাং বল্লভো ভবেৎ ॥ ৪৮ ॥

যে সকল যোগীরা সিদ্ধিলাভে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগের উক্তরূপ চিন্তা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। হে পার্ব্বতি! যে যোগী নিরন্তর এই যোগ অভ্যাস করে, সেই ব্যক্তি উক্ত জ্ঞানবলে নিশ্চয় আমার তুল্য হইয়া থাকে এবং সেই যোগী সকলেরই প্রিয়পাত্র হয় ॥ ৪৮ ॥

সর্ব্বান্ ভূতান্ জয়ং কৃত্বা নিরাশী অপরিগ্রহঃ। নাসাগ্রে যেন দৃশ্যেত পদ্মাসনগতেন বৈ। মনসো মরণং তস্য খেচরত্বং প্রসিদ্ধতি ॥ ৪৯ ॥

সাধক সমস্ত ভূত ও সকল জীবকে জয় করিয়া আশাশূন্য ও অপরিগ্রহ হইবে এবং পদ্মাসনে অবস্থিতিপূর্ব্বক নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন করত একাগ্রমনে চিন্তা করিবে, তাহা হইলে সেই সাধকের মনোনাশ হয়, অর্থাৎ মন আত্মাতে লয় পায়, তখন তাহার কোন বিষয়সম্পর্ক থাকে না। এইরূপ হইলে সেই সাধক খেচরগতিতে ভ্রমণ করিতে পারে ও তাহার দেবত্ব প্রাপ্তি হয় ॥ ৪৯ ॥

জ্যোতিঃ পশ্যতি যোগীন্দ্রঃ শুদ্ধং শুদ্ধাচলোপমং।
তত্রাভ্যাসবলেনৈব স্বয়ং তদ্রক্ষকো ভবেৎ ॥ ৫০ ॥

যে ব্যক্তি যোগবলে নির্ম্মল পর্ব্বতোপম বিশুদ্ধ জ্যোতিঃ দর্শনকরিতে পারে, উক্ত যোগাভ্যাসবলে সেই যোগই ঐ সাধকের রক্ষক হয়, অর্থাৎ [illegible] ী আপনিই আপনাকে রক্ষা করিতে পারে ॥ ৫০ ॥

[illegible]ত্তানশয়নে ভূমৌ সুপ্ত্বা ধ্যায়ন্নিরন্তরং। সদ্যঃ [illegible]নাশায় স্বয়ং যোগী বিচক্ষণঃ। শিরঃ পশ্চাদ্ভ-[illegible]স্য ধ্যানে মৃত্যুঞ্জয়ো ভবেৎ ॥ ৫১ ॥

[illegible]দি উক্ত যোগসাধ[illegible] করিতে করিতে সাধকের শ্রান্তিবোধ হয়, তাহা [illegible] সেই পরিশ্রমনা[illegible] ভূমিশয্যাতে উত্তানভাবে শয়ন করিয়া ধ্যান [illegible]বে। আপন শিরের পশ্চাদ্ভাগে উক্ত প্রতীক ধ্যান করিলে সেই [illegible]ক মৃত্যুকে জয় করিতে পারে ॥ ৫১ ॥

ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিমাত্রেণ হ্যপরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। চতুর্ব্বিধস্য চান্নস্য রসস্ত্রেধা বিভজ্যতে। তত্র সারতমো লিঙ্গদেহস্য পরিপোষকঃ। সপ্তধাতুময়ং পিণ্ডমেতি পুষ্ণাতি মধ্যগঃ ॥ ৫২ ॥

ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিস্থাপন করিয়া একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিলে যেরূপ ফল হয়, তাহা কথিত হইয়াছে। এইক্ষণ কিরূপে শরীরের পোষণ হয়, তাহা কথিত হইতেছে। চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চতুর্ব্বিধ ভোজ্য বস্তুর ভোজনে ত্রিবিধ রস নিষ্পন্ন হয়। এই সকল রসের মধ্যে যে রস সারতম, তাহা সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট লিঙ্গ শরীরের পোষণ করে, আর মধ্যবিধ রস সপ্ত ধাতুময় স্থূলশরীর পুষ্টি করিয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

যাতি বিণ্মূত্ররূপেণ তৃতীয়ঃ সপ্ততো বহিঃ। আদ্যভাগং দ্বয়ং নাড্যঃ প্রোক্তস্থাঃ সকলা অপি। পোষয়ন্তি বপুর্ব্বায়ুমাপাদতলমস্তকং ॥ ৫৩ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে ত্রিবিধ রসের উল্লেখ হইয়াছে, তাহার মধ্যে তৃতীয়-প্রকার রস মলমূত্ররূপে বহির্গত হইয়া যায়, ইহা সপ্তধাতুর বহির্ভূত। প্রথম ও দ্বিতীয় এই উভয়বিধ রসই শরীরস্থ নাড়ীসমূহে অবস্থিতি করে এবং ঐ সকল নাড়ীও উক্ত রসভার বহন করিয়া আপাদমস্তক শরীরের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

নাড়ীভিরাভিঃ সর্ব্বাভির্ব্বায়ুঃ সঞ্চরতে যদা।
তদৈব ন রসো দেহে সামান্যেহ প্রবর্ত্ততে ॥ ৫৪ ॥

যখন পূর্ব্বোক্ত নাড়ীসকলের সহিত বায়ু শরীর মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তখনই ঐ সকল নাড়ী অসামান্য তেজঃ ও বলের নিষ্পাদকরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥

চতুর্দ্দশানাং তত্রেহ ব্যাপারমুখ্যভাগতঃ।
তা অনুগ্রা ন হীনাশ্চ প্রাণসঞ্চারনাড়িকাঃ ॥ ৫৫ ॥

শরীরমধ্যে চতুর্দ্দশটি প্রধান নাড়ী আছে, তাহারাই শরীরের অংশ বিশেষে প্রধান প্রধান কার্য্য সম্পাদন করে। এই সকল নাড়ী উগ্রা বা হীনা নহে, কেবল ঐ সকল নাড়ীই প্রাণ বায়ু সঞ্চারের পথস্বরূপ ॥ ৫৫ ॥

গুদাদ্দ্ব্যঙ্গুলতশ্চোর্দ্ধং মেঢ্রৈকাঙ্গুলতস্ত্বধঃ।
এবঞ্চাস্তি সমং কন্দং সমতা চতুরঙ্গুলং ॥ ৫৬ ॥

গুহ্যদ্বারের দুই অঙ্গুলি উর্দ্ধে এবং মেঢ্রের দুই অঙ্গুলি অধো কন্দের ন্যায় চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত একটি কন্দ আছে, এই কন্দই চতুর্দ্দশ নাড়ীর মূল, এই মূল হইতেই উক্ত নাড়ী সকল উদ্ভূত হই

পশ্চিমাভিমুখী যোনি গুদমেঢ্রান্তরালগা। তত্র সমাখ্যাতং তত্রাস্তি কুণ্ডলী সদা। সম্বেষ্ট্য সকলা ন সার্দ্ধত্রিকুটিলাকৃতিঃ। মুখে নিবে সা পুচ্ছং সু বিবরে স্থিতা ॥ ৫৭ ॥

গুহ্যদেশ ও মেঢ্র এই উভয়ের মধ্যে পশ্চিমাভিমুখী যোনিম আছে, এই যোনিমণ্ডলই কন্দ নামে বিখ্যাত, এই মণ্ডলের মূলেই কুণ্ডলিনীশক্তি সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেছেন। এই কুণ্ডলিনী শক্তিই পূর্ব্বোক্ত নাড়ীসমূহে পরিবেষ্টিত, বলয়াকারে সার্দ্ধত্রিবেষ্টনে আবদ্ধা এবং সর্প-রূপিণী। ইনি আত্মপুচ্ছে মুখ নিবিষ্ট করিয়া সুষুম্নাচ্ছিদ্রকে অবরোধ করিয়া রহিয়াছেন ॥ ৫৭ ॥

সুপ্তা নাগোপমা হ্যেষা স্ফুরন্তী প্রভয়া স্বয়া।
অহিবৎ সন্ধিসংস্থানা বাগ্দেবী বীজসংজ্ঞিকা ॥ ৫৮ ॥

কুণ্ডলীশক্তি সর্পাকারে প্রসুপ্তা, ইনি স্বীয় দীপ্তিতেই দেদীপ্যমানা আছেন। যেমন সর্প কোন সন্ধিস্থানে থাকে, ইনিও সেইরূপ সন্ধিস্থান-গতা, আর এই কুণ্ডলীশক্তিই বাক্যোৎপত্তির কারণ ॥ ৫৮ ॥

জ্ঞেয়া শক্তিরিয়ং বিষ্ণোর্নির্ভরা স্বর্ণভাস্বরা।
সত্বং রজস্তমশ্চেতি গুণত্রয়প্রসূতিকা ॥ ৫৯ ॥

উক্ত কুণ্ডলী প্রতপ্ত সুবর্ণের ন্যায় দীপ্তিমতী এবং তেজঃপুঞ্জস্বরূপা। আর এই কুণ্ডলী দেবীই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের প্রসবকারিণী এবং এই কুণ্ডলী দেবীকে ব্রহ্মশক্তি বলিয়া জানিবে ॥ ৫৯ ॥

তত্র বন্ধূকপুষ্পাভং কামবীজং প্রকীর্ত্তিতং।
কলহেমসমং যোগে প্রযুক্তাক্ষররূপিণং ॥ ৬০ ॥

কুণ্ডলী দেবী যে স্থানে অবস্থিতা আছেন, সেই ত্রিকোণাকার যোনিমণ্ডলে বন্ধূকপুষ্পসদৃশ রক্তবর্ণ কামবীজ (ক্লীং) অঙ্কিত আছে, এই কামবীজ বিশুদ্ধ সুবর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। যোগসাধনকালে এই বীজ চিন্তা করিবে ॥ ৬০ ॥

সুষুম্নাপি চ সংশ্লিষ্টা বীজং তত্র বরং স্থিতং। শরচ্চন্দ্রনিভং তেজস্স্বয়মেতৎ স্ফুরৎস্থিতং। সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলং। এতত্ত্রয়ং মিলিত্বৈব দেবী ত্রিপুরভৈরবী। বীজসংজ্ঞং পরং তেজ স্তদেব পরিকীর্ত্তিতং ॥ ৬১ ॥

পূর্ব্বোক্ত কামবীজে সুষুম্নানাড়ী আলিঙ্গিতা আছে, এই বীজ যোনিমণ্ডলে সংস্থিত, ইহা শরৎকালীন উদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর শোভাবিশিষ্ট, মহাতেজঃশালী, দীপ্তিমান্, কোটি সূর্য্যের [illegible] এবং কোটি চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল, অতএব অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্র এই তিন একত্র হইয়া ত্রিপুরাভৈরবী দেবী কামবীজ এই সংজ্ঞা লাভ করিয়া- [illegible] প্রতীয়মান হইতেছে যে, পরম তেজঃস্বরূপা ত্রিপুরা [illegible] জসংজ্ঞা পাইয়া মূলাধারে অবস্থিতি করিতেছেন। [illegible] আছে ॥ ৬১ ॥

[illegible] ক্রিভ্যাং যুতং যৎপরিতোভ্রমং। [illegible] ক্ষমং শোণশিখাযুতং। যোনিস্থং [illegible] সজ্ঞিতং ॥ ৬২ ॥

[illegible] প্রাণশক্তির সহিত যুক্ত হইয়া শরীরস্থ

প্রতি চক্রে ভ্রমণ করেন। উহা কখন বা উর্দ্ধে কখন বা অধোভাগে প্রবিষ্ট হয়, সূক্ষ্মাকার অগ্নিশিখা যেরূপ জ্বালা বিশিষ্ট, এই বীজও সেই রূপ জ্বালাশালী, আর ইহাই যোনিমণ্ডলস্থিত পরম তেজঃস্বরূপ স্বয়ম্ভু নামক লিঙ্গের অধিষ্ঠান ॥ ৬২ ॥

আধারপদ্মমেতদ্ধি যোনির্যস্যাস্তি কন্দতঃ।
পরিস্ফুরৎ বাদি সান্তং চতুর্ব্বর্ণং চতুর্দ্দলং ॥ ৬৩ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে স্থানের উল্লেখ হইয়াছে, তাহার নাম আধারপদ্ম, ইহার মূলে যোনিমণ্ডল আছে, আর আধারপদ্মের চারি দলে ব শ ষ স এই চারিবর্ণ দীপ্তি পাইতেছে ॥ ৬৩ ॥

কুলাভিধং সুবর্ণাভং স্বয়ম্ভুলিঙ্গসঙ্গতং। দ্বিরণ্ডো যত্র সিদ্ধোঽস্তি ডাকিনী যত্র দেবতা। তৎপদ্মমধ্যগা যোনিস্তত্র কুণ্ডলিনী স্থিতা। তস্যা উর্দ্ধে স্ফুরৎ তেজঃ কামবীজং ভ্রমন্মতং। যঃ করোতি সদা ধ্যানং মূলাধারে বিচক্ষণঃ। তস্য স্যাদ্দার্দ্দুরী সিদ্ধি ভূর্মিত্যাগক্রমেণ বৈ ॥৬৪॥

উক্ত আধারপদ্মে স্বয়ম্ভু নামে লিঙ্গ আছেন, উহা সুবর্ণবর্ণ, ঐ পদ্মের অপর নাম কুল স্থান। আর ঐ আধারপদ্মে দ্বিরণ্ডনামে আর সিদ্ধ লিঙ্গ এবং ডাকিনীনামে দেবতা আছেন, এই আধারপদ্মের কর্ণিকামধ্যে যোনিমণ্ডল ইহাই কুণ্ডলীশক্তির আবাস স্থান। ইহার কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে তেজঃপুঞ্জস্বরূপ কামবীজ দেদীপ্যমান হইয়া ভ্রমণ করিতেছে। যে বিচক্ষণ সাধক নিরন্তর এই মূলাধারপদ্মের ধ্যান করে, তাহার দর্দ্দুরী সিদ্ধি হইয়া ক্রমশ ভূমি ত্যাগের শক্তি জন্মে, অর্থাৎ সেই সাধক আকাশে গমন করিতে পা[illegible] ॥ ৬৪ ॥

বপুষঃ কান্তিরুৎকৃষ্টা জঠরাগ্নিবি[illegible]।
আরোগ্যঞ্চ পটুত্বঞ্চ সর্ব্বজ্ঞত্বঞ্চ জায়তে ॥ ৬৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত আধারপদ্মের ধ্যান করিলে সাধকের শরীরে উৎকৃষ্ট লাবণ্য ও জঠরাগ্নির বৃদ্ধি হয়, শরীরে কোন রোগ থাকিতে পারে না, সর্ব্ব কার্য্যে পটুতা জন্মে এবং সর্ব্বজ্ঞতাদি শক্তি লাভ হইয়া থাকে ॥ ৬৫ ॥

ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ বেত্তি সর্ব্বং সকারণং।
অশ্রুতান্যপি শাস্ত্রাণি সরহস্যং বদেদ্ধ্রুবং ॥ ৬৬ ॥

আধারপদ্মধ্যানকারী যোগী ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়ের সমুদায় ঘটনা জানিতে পারে, সেই সাধক সর্ব্বকারণাভিজ্ঞ হয়, আর অশ্রুত শাস্ত্র সকলও সে অনায়াসে ব্যাখ্যা করিতে পারে ॥ ৬৬ ॥

বক্ত্রে সরস্বতী দেবী সদা নৃত্যতি নির্ভরা।
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেত্তস্য জপাদেব ন সংশয়ঃ ॥ ৬৭ ॥

উক্ত সাধকের বদনে বাগ্দেবী নিয়ত নৃত্য করিতে থাকেন, আ[illegible] তাহার সমস্ত শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অধিকার হয় এবং উক্ত সাধক মন্ত্র [illegible] করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৬৭ ॥

জরামরণদুঃখৌঘান্নাশয়েতি গুরোর্ব্বচঃ। ইদং ধ্যানং সদা কার্য্যং পবনাভ্যাসিনা পরং। ধ্যানমাত্রেণ যোগীন্দ্রো মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষাৎ ॥ ৬৮ ॥

আধারপদ্মধ্যায়ী যোগীর জরা, মরণ এবং দুঃখরাশি বিনাশ পায়, অতএব প্রাণায়ামপরায়ণ সাধক নিরন্তর মূলাধারপদ্মের ধ্যান করিবে। এই পদ্মের ধ্যান করিলে যোগীন্দ্র ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তি পাইয়া থাকে ॥ ৬৮ ॥

মূলপদ্মং যদা ধ্যায়েৎ যোগী স্বয়ম্ভূলিঙ্গকং।
তদা তৎক্ষণমাত্রেণ পাপৌঘং নাশয়েদ্ধ্রুবং ॥ ৬৯ ॥

যদি কোন যোগী পুরুষ ক্ষণকাল মাত্র মূলাধার, স্বয়ম্ভু লিঙ্গ ও পদ্মের ধ্যান করিতে পারে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই সাধকের পাপরাশি বিনাশ পাইয়া থাকে ॥ ৬৯ ॥

যং যং কাময়তে চিত্তে তং তং ফলমাপ্নুয়াৎ। নিরন্তরকৃতাভ্যাসাৎ তং পশ্যতি বিমুক্তিদং। বহিরভ্যন্তরে শ্রেষ্ঠং পূজনীয়ং প্রযত্নতঃ। ততঃ শ্রেষ্ঠতমং হ্যেতন্নান্যদস্তি মতং মম ॥ ৭০ ॥

উক্ত যোগী পুরুষ যে যে কামনা করে, তৎক্ষণাৎ তাহার সেই সেই কামনা সিদ্ধ হইয়া তাহার ফল পাইয়া থাকে। আর [illegible] সাধক যত্ন সহকারে স্বয়ম্ভু লিঙ্গ ও মূলাধারপদ্মের ধ্যানযোগ অ[illegible] যোগী, বহিরন্তরব্যাপী পরম পূজনীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুক্তিপ্র[illegible] অন্তরে ও বাহ্যে দর্শন করে, অতএব এই ধ্যানযোগ সর্ব্ব[illegible]শ্রেষ্ঠ। হে পার্ব্বতি! আমার মতে এই যোগ অপেক্ষা প্রধান যোগ আর নাই ॥ ৭০ ॥

আত্মসংস্থং শিবং ত্যক্ত্বা বহিস্থং যঃ সমর্চ্চয়েৎ।
হস্তস্থং পিণ্ডমুৎসৃজ্য ভ্রমতে জীবিতাশয়া ॥ ৭১ ॥

[illegible]ন হৃদয়স্থিত সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ পরমাত্মার অর্চ্চনা না কা[illegible]র অনুষ্ঠান করে, তাহাকে অশুদ্ধচিত্ত মলিনাশয় জা[illegible]মন আপন হস্তস্থিত অন্ন পরিত্যাগ করিয়া অন্নার্থী ব্যক্তিরা দেশে[illegible] জীবন রক্ষার্থ ভ্রমণ করে, যাহারা অন্তর্যাগ না করিয়া বাহ্য পূজা[illegible], তাহাদিগেরও সেইরূপ দশা ঘটে ॥ ৭১ ॥

[illegible]লিঙ্গার্চ্চনং কুর্য্যাদনালস্যং দিনে দিনে।
ত[illegible]স্যাৎ সকলা সিদ্ধির্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৭২ ॥

[illegible] সাধক প্রতিদিন [illegible]শরীরস্থ পরমাত্মার উপাসনা করে, তাহারই [illegible] হইয়া থাকে, ইহাই আমার আজ্ঞা, অতএব এবিষয়ে কোন [illegible] ॥ ৭২ ॥

নিরন্তরকৃতাভ্যাসাৎ ষণ্মাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
তস্য বায়ুপ্রবেশোপি সুষুম্নায়াং ভবেদ্ধ্রুবং ॥ ৭৩ ॥

[illegible] ব্যক্তি ছয়মাসকাল নিরন্তর পূর্ব্বোক্ত যোগসাধনের অভ্যাস করে, তা[illegible] যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে এবং সেই সাধকের প্রাণবায়ু নিশ্চয় সুষুম্নাছিদ্রমধ্যে প্রবেশ করে ॥ ৭৩ ॥

সিদ্ধঃ পিণাকী যত্রাস্তে কাকিনী যত্র দেবতা। এতস্মিন্ সততং ধ্যানং হৃৎপাথোজে করোতি যঃ। ক্ষুভ্যন্তে তস্য কান্তা বৈ কামার্ত্তা দিব্যযোষিতঃ ॥ ৮৫ ॥

অপর ঐ অনাহত পদ্মে পিণাকীনামে সিদ্ধ লিঙ্গ ও কাকিনীনামে শক্তি আছেন, ইহাঁরাই উক্ত পদ্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। যে সাধক আপন হৃদয়মধ্যে ঐ অনাহত চক্রে উক্ত লিঙ্গ ও শক্তির ধ্যান করে, তাহার নিকট দেবাঙ্গনারাও কামার্ত্তা হইয়া চঞ্চলা হয়েন ॥ ৮৫ ॥

জ্ঞানঞ্চাপ্রতিমং তস্য ত্রিকালবিষয়ম্ভবেৎ।
দূরশ্রুতির্দূরদৃষ্টিঃ স্বেচ্ছয়া খগতাং ব্রজেৎ ॥ ৮৬ ॥

যে সাধক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ধ্যান করে, তাহার অতুল্য জ্ঞান জন্মে। ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালজ্ঞান হয় এবং দূরশ্রবণ ও দূরদর্শন শক্তি লাভ করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক আকাশে গমন করিতে পারে ॥৮৬॥

সিদ্ধানাং দর্শনঞ্চাপি যোগিনীদর্শনং তথা।
ভবেৎ খেচরসিদ্ধিশ্চ খেচরাণাং জয়স্তথা ॥ ৮৭ ॥

অনাহতচক্রের ধ্যান করিলে দেবগণ ও যোগিনীগণের দর্শন লাভ করিতে পারে, খেচরত্ব শক্তি ও খেচরগণ সন্নিধানে জয় লাভ হয় ॥ ৮৭ ॥

যোধ্যায়তি পরং নিত্যং বাণলিঙ্গং দ্বিতীয়কং।
খেচরী ভূচরীসিদ্ধির্ভবেত্তস্য ন সংশয়ঃ ॥ ৮৮ ॥

যে সাধক নিরন্তর দ্বিতীয় বাণলিঙ্গের ধ্যান করে, নিশ্চয় তাহার খেচরী ও ভূচরী সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে ॥ ৮৮ ॥

এতদ্ধ্যানস্য মাহাত্ম্যং কথিতুং নৈব শক্যতে।
ব্রহ্মাদ্যাঃ সকলা দেবা গোপয়ন্তি পরন্ত্বিদং ॥ ৮৯ ॥

ইতি অনাহতচক্রবিবরণং ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত অনাহতপদ্ম ও বাণলিঙ্গ ধ্যানের মাহাত্ম্য কেহ বর্ণন করিতে সমর্থ হয় না। ব্রহ্মাদি দেবগণ এই অনাহতচক্রের ধ্যান গোপন করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ৮৯ ॥

কণ্ঠস্থানস্থিতং পদ্মং বিশুদ্ধং নাম পঞ্চমং। সুহেমাভং (ধূম্রবর্ণং) স্বরোপেতং ষোড়শচ্ছদশোভিতং। ছগলণ্ডোঽস্তি সিদ্ধোঽত্র শাকিনী চাধিদেবতা ॥ ৯০ ॥

কণ্ঠস্থানে ধূম্রবর্ণ অথবা স্বর্ণবর্ণ যে পঞ্চম পদ্ম আছে, তাহার নাম বিশুদ্ধচক্র, এই পদ্মে অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ এই ষোড়শ বর্ণ আছে, এই ষোড়শ স্বর উক্ত পদ্মের ষোড়শ দলস্বরূপ। আর এই পদ্মমধ্যে ছগলণ্ডনামে প্রসিদ্ধ লিঙ্গ ও হাকিনীনামে শক্তি আছেন, ইহারাই উক্ত পদ্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ॥ ৯০ ॥

ধ্যানং করোতি যো নিত্যং স যোগীশ্বরপণ্ডিতঃ। কিন্তুস্য যোগিনোঽন্যত্র বিশুদ্ধাখ্যে সরোরুহে। চতুর্ব্বেদা বিভাসন্তে সরহস্যা নিধেরিব ॥ ৯১ ॥

যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বিশুদ্ধ চক্রের ধ্যান করে, সেই ব্যক্তি পণ্ডিত ও যোগীশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, আর উক্ত যোগী এই চক্রের ধ্যানবলে ঐ পদ্মমধ্যে সরহস্য চতুর্ব্বেদ রত্নবৎ প্রকাশ পাইতেছে দেখিতে পায় ॥৯১॥

রহঃস্থানে স্থিতো যোগী যদা ক্রোধবশো ভবেৎ।
তদা সমস্তং ত্রৈলোক্যং কম্পতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯২ ॥

উক্ত যোগী কোন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া ঐ বিশুদ্ধ চক্রের ধ্যান করিতে করিতে যদি ক্রোধান্বিত হয়, তাহা হইলে ঐ ক্রোধ দর্শনে ত্রিভুবন কম্পিত হয়, ইহার সংশয় নাই ॥ ৯২ ॥

ইহ স্থানে মনো যস্য দৈবাদ্‌যাতি লয়ং যদা।
তদা বাহ্যং পরিত্যজ্য স্বান্তরে রমতে ধ্রুবং ॥ ৯৩ ॥

কণ্ঠস্থিত ষোড়শদল বিশুদ্ধ পদ্মে যদি কোন্ যোগীর মনোলয় হয়, তাহা হইলে সেই যোগী সমস্ত বাহ্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া শরীরাভ্যন্তরেই রমণ করিতে থাকে। একবার বিশুদ্ধ পদ্মে মনোনিবেশ হইলে সেই সাধকের আর সংসারে মনোনিবেশ হয় না ॥ ৯৩ ॥

তস্য নক্ষতি মায়াতি স্বশরীরস্য শক্তিতঃ।
সংবৎসরসহস্রেপি বজ্রাতিকঠিনস্য বৈ ॥ ৯৪ ॥

যে যোগী বিশুদ্ধাখ্য পদ্মের ধ্যান করিতে সমর্থ হয়, তাহার শরীর বজ্রাপেক্ষাও কঠিন হইয়া থাকে। তাহার শরীরে কোন রোগ হইতে পারে না এবং সেই সাধক বহুসম্বৎসর পর্য্যন্ত সানন্দচিত্তে জীবিত থাকিতে পারে ॥ ৯৪ ॥

যদা ত্যজতি তদ্ধ্যানং যোগীন্দ্রোঽবনিমণ্ডলে।
তদা বর্ষসহস্রাণি তৎক্ষণং মন্যতে কৃতী ॥ ৯৫ ॥

ইতি বিশুদ্ধচক্রবিবরণং ॥ ৫ ॥

যখন যোগী ব্যক্তি বিশুদ্ধচক্র ধ্যান করিয়া সিদ্ধিলাভপূর্ব্বক সেই ধ্যান পরিত্যাগ করে, তখন সেই যোগী পুরুষ এই পৃথিবীতে বহুসম্বৎসরকেও ক্ষণকাল জ্ঞান করে, অর্থাৎ তাহার পরমায়ু এইরূপ বৃদ্ধি হয় যে, বহুবৎসর গত হইলেও সে তাহা লক্ষ্য করে না ॥ ৯৫ ॥

আজ্ঞাপদ্মং ভ্রুবোর্মধ্যং হক্ষোপেতং দ্বিপত্রকং।
শুক্লাখ্যং তন্মহাকালঃ সিদ্ধো দেব্যত্র হাকিনী ॥ ৯৬ ॥

মানবের ভ্রূযুগলের মধ্যে শুক্লবর্ণ দ্বিদল পদ্ম আছে, তাহাকে আজ্ঞাপুরচক্র বলে। এই পদ্মে "হ ক্ষ" এই দুই বর্ণ আছে, ইহারা উক্ত পদ্মের দুই দল। এই পদ্মে শুক্লনামে মহাকালরূপী সিদ্ধ লিঙ্গ ও হাকিনী নামে শক্তি আছেন, ইহাঁরাই এই আজ্ঞাপুরচক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এই লিঙ্গকে তন্ত্রান্তরে অর্দ্ধনারীশ্বর বলিয়াছেন ॥ ৯৬ ॥

শরচ্চন্দ্রনিভং তত্রাক্ষরবীজং বিজৃম্ভিতং।
পুমান্ পরমহংসোঽয়ং যজ্জ্ঞাত্বা নাবসীদতি ॥ ৯৭ ॥

উক্ত আজ্ঞাপুর পদ্মের কর্ণিকামধ্যে শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল শুক্লবর্ণ ঠং এই চন্দ্রবীজ দীপ্তিমান আছে। পরমহংস পুরুষেরা এই বীজ

সিদ্ধঃ পিণাকী যত্রাস্তে কাকিনী যত্র দেবতা। এতস্মিন্ সততং ধ্যানং হৃৎপাথোজে করোতি যঃ। ক্ষুভ্যন্তে তস্য কান্তা বৈ কামার্ত্তা দিব্যযোষিতঃ ॥ ৮৫ ॥

অপর ঐ অনাহত পদ্মে পিণাকীনামে সিদ্ধ লিঙ্গ ও কাকিনীনামে শক্তি আছেন, ইহাঁরাই উক্ত পদ্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। যে সাধক আপন হৃদয়মধ্যে ঐ অনাহত চক্রে উক্ত লিঙ্গ ও শক্তির ধ্যান করে, তাহার নিকট দেবাঙ্গনারাও কামার্ত্তা হইয়া চঞ্চলা হয়েন ॥ ৮৫ ॥

জ্ঞানঞ্চাপ্রতিমং তস্য ত্রিকালবিষয়ন্তবেৎ।
দূরশ্রুতির্দূরদৃষ্টিঃ স্বেচ্ছয়া খগতাং ব্রজেৎ ॥ ৮৬ ॥

যে সাধক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ধ্যান করে, তাহার অতুল্য জ্ঞান জন্মে। ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালজ্ঞান হয় এবং দূরশ্রবণ ও দূরদর্শন শক্তি লাভ করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক আকাশে গমন করিতে পারে ॥৮৬॥

সিদ্ধানাং দর্শনঞ্চাপি যোগিনীদর্শনং তথা।
ভবেৎ খেচরসিদ্ধিশ্চ খেচরাণাং জয়স্তথা ॥ ৮৭ ॥

অনাহতচক্রের ধ্যান করিলে দেবগণ ও যোগিনীগণের দর্শন লাভ করিতে পারে, খেচরত্ব শক্তি ও খেচরগণ সন্নিধানে জয় লাভ হয় ॥ ৮৭ ॥

যোধ্যায়তি পরং নিত্যং বাণলিঙ্গং দ্বিতীয়কং।
খেচরী ভূচরীসিদ্ধির্ভবেত্তস্য ন সংশয়ঃ ॥ ৮৮ ॥

যে সাধক নিরন্তর দ্বিতীয় বাণলিঙ্গের ধ্যান করে, নিশ্চয় তাহার খেচরী ও ভূচরী সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে ॥ ৮৮ ॥

এতদ্ধ্যানস্য মাহাত্ম্যং কথিতুং নৈব শক্যতে।
ব্রহ্মাদ্যাঃ সকলা দেবা গোপয়ন্তি পরন্ত্বিদং ॥ ৮৯ ॥

ইতি অনাহতচক্রবিবরণং ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত অনাহতপদ্ম ও বাণলিঙ্গ ধ্যানের মাহাত্ম্য কেহ বর্ণন করিতে সমর্থ হয় না। ব্রহ্মাদি দেবগণ এই অনাহতচক্রের ধ্যান গোপন করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ৮৯ ॥

কণ্ঠস্থানস্থিতং পদ্মং বিশুদ্ধং নাম পঞ্চমং। সুহেমাভং (ধূম্রবর্ণং) স্বরোপেতং ষোড়শচ্ছদশোভিতং। ছগলাণ্ডোঽস্তি সিদ্ধোঽত্র শাকিনী চাধিদেবতা ॥ ৯০ ॥

কণ্ঠস্থানে ধূম্রবর্ণ অথবা স্বর্ণবর্ণ যে পঞ্চম পদ্ম আছে, তাহার নাম বিশুদ্ধচক্র, এই পদ্মে অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ এই ষোড়শ বর্ণ আছে, এই ষোড়শ স্বর উক্ত পদ্মের ষোড়শ দলস্বরূপ। আর এই পদ্মমধ্যে ছগলাণ্ডনামে প্রসিদ্ধ লিঙ্গ ও শাকিনীনামে শক্তি আছেন, ইহারাই উক্ত পদ্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ॥ ৯০ ॥

ধ্যানং করোতি যো নিত্যং স যোগীশ্বরপণ্ডিতঃ। কিন্তস্য যোগিনোঽন্যত্র বিশুদ্ধাখ্যে সরোরুহে। চতুর্ব্বেদা বিভাসন্তে সরহস্যা নিধেরিব ॥ ৯১ ॥

যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বিশুদ্ধ চক্রের ধ্যান করে, সেই ব্যক্তি পণ্ডিত ও যোগীশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, আর উক্ত যোগী এই চক্রের ধ্যানবলে ঐ পদ্মমধ্যে সরহস্য চতুর্ব্বেদ রত্নবৎ প্রকাশ পাইতেছে দেখিতে পায় ॥৯১॥

রহঃস্থানে স্থিতো যোগী যদা ক্রোধবশো ভবেৎ।
তদা সমস্তং ত্রৈলোক্যং কম্পতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯২ ॥

উক্ত যোগী কোন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া ঐ বিশুদ্ধ চক্রের ধ্যান করিতে করিতে যদি ক্রোধান্বিত হয়, তাহা হইলে ঐ ক্রোধ দর্শনে ত্রিভুবন কম্পিত হয়, ইহার সংশয় নাই ॥ ৯২ ॥

ইহ স্থানে মনো যস্য দৈবাদ্যাতি লয়ং যদা।
তদা বাহ্যং পরিত্যজ্য স্বান্তরে রমতে ধ্রুবং ॥ ৯৩ ॥

কণ্ঠস্থিত ষোড়শদল বিশুদ্ধ পদ্মে যদি কোন্ যোগীর মনোলয় হয়, তাহা হইলে সেই যোগী সমস্ত বাহ্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া শরীরাভ্যন্তরেই রমণ করিতে থাকে। একবার বিশুদ্ধ পদ্মে মনোনিবেশ হইলে সেই সাধকের আর সংসারে মনোনিবেশ হয় না ॥ ৯৩ ॥

তস্য নক্ষতি মায়াতি স্বশরীরস্য শক্তিতঃ।
সংবৎসরসহস্রেপি বজ্রাতিকঠিনস্য বৈ ॥ ৯৪ ॥

যে যোগী বিশুদ্ধাখ্য পদ্মের ধ্যান করিতে সমর্থ হয়, তাহার শরীর বজ্রাপেক্ষাও কঠিন হইয়া থাকে। তাহার শরীরে কোন রোগ হইতে পারে না এবং সেই সাধক বহুসম্বৎসর পর্য্যন্ত সানন্দচিত্তে জীবিত থাকিতে পারে ॥ ৯৪ ॥

যদা ত্যজতি তদ্ধ্যানং যোগীন্দ্রোঽবনিমণ্ডলে।
তদা বর্ষসহস্রাণি তৎক্ষণং মন্যতে কৃতী ॥ ৯৫ ॥

ইতি বিশুদ্ধচক্রবিবরণং ॥ ৫ ॥

যখন যোগী ব্যক্তি বিশুদ্ধচক্র ধ্যান করিয়া সিদ্ধিলাভপূর্ব্বক সেই ধ্যান পরিত্যাগ করে, তখন সেই যোগী পুরুষ এই পৃথিবীতে বহুসম্বৎসরকেও ক্ষণকাল জ্ঞান করে, অর্থাৎ তাহার পরমায়ু এইরূপ বৃদ্ধি হয় যে, বহুবৎসর গত হইলেও সে তাহা লক্ষ্য করে না ॥ ৯৫ ॥

আজ্ঞাপদ্মং ভ্রুবোর্ম্মধ্যং হক্ষোপেতং দ্বিপত্রকং।
শুক্লাখ্যং তন্মহাকালঃ সিদ্ধো দেব্যত্র হাকিনী ॥ ৯৬ ॥

মানবের ভ্রূযুগলের মধ্যে শুক্লবর্ণ দ্বিদল পদ্ম আছে, তাহাকে আজ্ঞাপুরচক্র বলে। এই পদ্মে "হ ক্ষ" এই দুই বর্ণ আছে, ইহারা উক্ত পদ্মের দুই দল। এই পদ্মে শুক্লনামে মহাকালরূপী সিদ্ধ লিঙ্গ ও হাকিনী নামে শক্তি আছেন, ইহাঁরাই এই আজ্ঞাপুরচক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এই লিঙ্গকে তন্ত্রান্তরে অর্দ্ধনারীশ্বর বলিয়াছেন ॥ ৯৬ ॥

শরচ্চন্দ্রনিভং তত্রাক্ষরবীজং বিজৃম্ভিতং।
পুমান্ পরমহংসোঽয়ং যজ্জ্ঞাত্বা নাবসীদতি ॥ ৯৭ ॥

উক্ত আজ্ঞাপুর পদ্মের কর্ণিকামধ্যে শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল শুক্লবর্ণ ঠং এই চন্দ্রবীজ দীপ্তিমান আছে। পরমহংস পুরুষেরা এই বীজ

ধ্যান করিয়া থাকেন এবং এই ধ্যানবলে কদাচ তাঁহারা অবসন্ন হয়েন না ॥ ৯৭ ॥

এতদেব পরং তেজঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু মন্ত্রিণঃ।
চিন্তয়িত্বা পরাং সিদ্ধিং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৮ ॥

তেজঃপুঞ্জস্বরূপ এই আজ্ঞাপুরচক্রের বিষয় সর্ব্বতন্ত্রেই গোপন করিয়াছেন, সাধক ব্যক্তিরা এই চক্রের চিন্তা করিয়াই পরমা সিদ্ধি লাভ করেন, তাহাতে সংশয় মাত্রও নাই ॥ ৯৮ ॥

তুরীয়ং ত্রিতয়ং লিঙ্গং তদাহং মুক্তিদায়কঃ।
ধ্যানমাত্রেণ যোগীন্দ্রো মৎসমো ভবতি ধ্রুবং ॥ ৯৯ ॥

হে পার্ব্বতি! শিরোপরি সহস্রদলকমলে যে লিঙ্গ আছে, আমিই সেই লিঙ্গরূপী এবং মুক্তিদায়ক। যোগী পুরুষ এই পদ্মের ধ্যান করিলে তৎক্ষণাৎ সারূপ্য লাভ করে ॥ ৯৯ ॥

ইড়াহি পিঙ্গলাখ্যাতা বরণাসীতিহোচ্যতে।
বারাণসী তয়োর্ম্মধ্যে বিশ্বনাথোত্র ভাষিতঃ ॥ ১০০ ॥

মানবের শরীরমধ্যে যে ইড়া ও পিঙ্গলা নামে খ্যাত দুইটি নাড়ী আছে, তাহাদিগকে যথাক্রমে বরণা ও অসি নামে দুই নদী বলিয়া তন্ত্রশাস্ত্রে কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই দুই নাড়ীর মধ্যে যে স্থান আছে, তাহার নাম বারাণসী। স্বয়ং বিশ্বনাথ এইরূপ স্বীয় শরীরমধ্যে বারাণসী নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ১০০ ॥

এতৎ ক্ষেত্রস্থ মাহাত্ম্যমৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
শাস্ত্রেষু বহুধাঃ প্রোক্তং পরং তত্ত্বং সুভাষিতং ॥১০১॥

পরমতত্ত্বদর্শী ঋষিগণ উক্ত আজ্ঞাপুরচক্রের মাহাত্ম্য নানাশাস্ত্রে নানাপ্রকারে কহিয়াছেন, সুতরাং এই চক্রের মাহাত্ম্য অতি আশ্চর্য্য ॥ ১০১ ॥

সুষুম্না মেরুণা যাতা ব্রহ্মরন্ধ্রং যতোঽস্তি বৈ। ততশ্চৈষা পরাবৃত্ত্যা তদাজ্ঞাপদ্মদক্ষিণে। বামনাসাপুটং যাতি গঙ্গেতি পরিগীয়তে ॥ ১০২ ॥

শরীরমধ্যে যে স্থানে ব্রহ্মরন্ধ্র আছে, সুষুম্নানাড়ী মেরুদণ্ড সহযোগে ঐ স্থানে গমন করিয়াছে, অনন্তর তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আজ্ঞাপুরচক্রের দক্ষিণভাগ দিয়া বামনাসাপুটে গমন করিয়াছে, ইহাকেই গঙ্গানামে উক্ত করিয়াছেন ॥ ১০২ ॥

ব্রহ্মরন্ধ্রে হি যৎপদ্মং সহস্রারং ব্যবস্থিতং। তত্র কন্দে হি যা যোনি স্তস্যাং চন্দ্রো ব্যবস্থিতঃ। ত্রিকোণাকারতস্তস্যা সুধা ক্ষরতি সন্ততং। ইড়ায়ামমৃতং তত্র সমঃ স্রবতি চন্দ্রমাঃ। অমৃতং বহতে ধারা ধারারূপং নিরন্তরং। বামনাসাপুটং যাতি গঙ্গেত্যুক্তা হি যোগিভিঃ ॥ ১০৩ ॥

ব্রহ্মরন্ধ্রে যে সহস্রদল পদ্ম অবস্থিত আছে, ঐ সহস্রার পদ্মের মূলদেশে যে যোনি আছে, সেই ত্রিকোণাকার যোনিমধ্যে চন্দ্র বর্ত্তমান আছেন, এই চন্দ্র হইতে নিরন্তর সুধা ক্ষরিত হইতেছে। এই অমৃত ইড়ানাড়ীদ্বারা ক্ষরিত হইয়া থাকে এবং ঐ স্রোতোরূপ অমৃতধারা নিরন্তর বামনাসাপুটে গমন করে, এই নিমিত্ত যোগিগণ ঐ ইড়ানাড়ীকে গঙ্গা বলিয়া থাকেন ॥ ১০৩ ॥

আজ্ঞাপঙ্কজদক্ষাংশাদ্বামনাসাপুটং গতা।
উদগ্বহেতি তত্রেড়া বরণা সমুদাহৃতা ॥ ১০৪ ॥

ইড়ানাড়ী আজ্ঞাপুরচক্রের দক্ষিণভাগ দিয়া বামনাসাপুটে গমন করিয়াছে, এই নিমিত্ত ইহাকে উত্তরবাহিনী বলা যায়। অপর শাখা ঐ আজ্ঞাপুরচক্রের উত্তরভাগ দিয়া গমন করিয়াছে, ইহার নাম বরণা হইয়াছে ॥ ১০৪ ॥

ততোঽদ্বয়মিহ স্থানে বারাণস্যাস্তু চিন্তয়েৎ। তদাকারা পিঙ্গলাপি তদাজ্ঞাকমলান্তরে। দক্ষনাসাপুটে যাতি প্রোক্তাস্মাভিরসীতি বৈ ॥ ১০৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত কারণবশতই মানবশরীরে ইড়া ও পিঙ্গলা এই নাড়ীদ্বয়ের মধ্যগত স্থানকে বারাণসীরূপে চিন্তা করিবে। যেরূপ ইড়ানাড়ী আজ্ঞাপুরচক্রের দক্ষিণাংশ দিয়া বামনাসিকাতে গমন করিয়াছে, পিঙ্গলানাড়ী সেইরূপ আজ্ঞাপুরচক্রের বামাংশ দিয়া দক্ষিণনাসাপুটে আসিয়াছে, এই নিমিত্ত আমরা উক্ত পিঙ্গলাকে অসি নামে কীর্ত্তন করিয়াছি ॥ ১০৫ ॥

মূলাধারে হি যৎপদ্মং চতুষ্পত্রং ব্যবস্থিতং।
তত্র মধ্যে হি যা যোনি স্তস্যাং সূর্য্যো ব্যবস্থিতঃ ॥১০৬

মূলাধারে যে চতুর্দ্দল পদ্ম অবস্থিত আছে, তাহার মধ্যে যে যোনি রহিয়াছে, তাহাতে সূর্য্য অবস্থিত আছেন ॥ ১০৬ ॥

তৎসূর্য্যমণ্ডলদ্বারং বিষং ক্ষরতি সন্ততং।
পিঙ্গলায়াং বিষং যত্র স্বয়ং যাত্যতি তাপনং ॥ ১০৭ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে সূর্য্যের উল্লেখ আছে, সেই সূর্য্য হইতে বিষময় জলধারা নিয়ত ক্ষরণ হইতেছে, অতি প্রতপ্ত সেই বিষজল পিঙ্গলানাড়ীতে প্রবেশ করে ॥ ১০৭ ॥

বিষং তত্র বহন্তী যা ধারারূপং নিরন্তরং।
দক্ষনাসাপুটে যাতি কল্পিতেয়ন্তু পূর্ব্ববৎ ॥ ১০৮ ॥

পিঙ্গলানাড়ী পূর্ব্বোক্ত বিষজলধারা নিরন্তর বহন করিতেছে। আর যেরূপ ইড়ানাড়ী বামনাসাপুটে গমন করিয়াছে, সেইরূপ পিঙ্গলানাড়ীও দক্ষিণনাসাতে গমন করিয়াছে ॥ ১০৮ ॥

আজ্ঞাপঙ্কজবামস্থাদ্দক্ষনাসাপুটং গতা।
উদগ্বহা পিঙ্গলাপি পুরাসীতি প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১০৯ ॥

পিঙ্গলানাড়ী আজ্ঞাপুরচক্রের বামদিক হইতে দক্ষিণনাসাপুটে উত্তরবাহিনী হইয়া গমন করিয়াছে, এই নিমিত্ত ইহা অসি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে ॥ ১০৯ ॥

আজ্ঞাপদ্মমিদং প্রোক্তং পত্রং প্রোক্তং মহেশ্বরঃ। পীঠত্রয়ং ততশ্চোর্দ্ধং নিরুক্তং যোগচিন্তকৈঃ। তদ্বিন্দু-নাদশক্ত্যাখ্যো ভালপদ্মে ব্যবস্থিতঃ ॥ ১১০ ॥

পূর্ব্বে যে আজ্ঞাপুর পদ্ম ও তাহার পত্র উক্ত হইয়াছে, তাহার উর্দ্ধে পীঠত্রয় অবস্থিত রহিয়াছে। তত্ত্বচিন্তক যোগিগণ এইরূপে আজ্ঞাপুর-চক্রের বিষয় নিরূপণ করিয়াছেন। ঐ পীঠত্রয় বিন্দু, নাদ ও শক্তি নামে বিখ্যাত এবং কপালপদ্মে ইহা ব্যবস্থিত আছে ॥ ১১০ ॥

যঃ করোতি সদা ধ্যানমাজ্ঞাপদ্মস্য গোপিতং।
পূর্ব্বজন্মকৃতং কর্ম্ম বিনশ্যেদবিরোধতঃ ॥ ১১১ ॥

যে সাধক নিরন্তর পূর্ব্বোক্ত সুগোপিত দ্বিদলপদ্মরূপ আজ্ঞাচক্র ধ্যান করে, তাহার পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম সকল অবিরোধে বিনাশ পাইয়া থাকে ॥ ১১১ ॥

ইহ স্থিতো যদা যোগী ধ্যানং কুর্য্যান্নিরন্তরং।
তদা করোতি প্রতিমা প্রতিজল্পমনর্থবৎ ॥ ১১২ ॥

যখন যোগী পুরুষ বর্ত্তমান শরীরে যোগনির্ভরচিত্তে নিরন্তর পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞাপুরচক্রের ধ্যান করেন, তখনই সেই যোগী পুরুষের প্রতিমা পূজাদি জল্পনামাত্র বলিয়া জ্ঞান হইবে। অর্থাৎ যোগিগণ আন্তরিক ধ্যানাদি কার্য্যে নিরতচিত্ত হইলে তাহাদের বাহ্য পূজাদিতে অনুরাগমাত্রও থাকে না ॥ ১১২ ॥

যক্ষরাক্ষসগন্ধর্ব্বা অপ্সরোগণকিন্নরাঃ।
সেবন্তে চরণন্তস্য সর্ব্বে তস্য বশানুগাঃ ॥ ১১৩ ॥

যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তপ্রকারে অন্তর্যজন কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও অপ্সরা প্রভৃতি সকলই তাহার বশীভূত হইয়া চরণ সেবা করিয়া থাকেন, সুতরাং উক্ত সাধকের প্রতিমা পূজাদি বাহ্য যাগের কোন আবশ্যক নাই ॥ ১১৩ ॥

করোতি রসনাং যোগী প্রবিষ্টাং বিপরীতগাং। লম্বি-কোর্দ্ধেষু গর্ত্তেষু ধৃত্বা ধ্যানং ভয়াপহং। অস্মিন্ স্থানে মনো যস্য ক্ষণার্দ্ধং বর্ত্ততে চলং। তস্য সর্ব্বাণি পাপানি সংক্ষয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ১১৪ ॥

যোগিগণ মরণাদিভয়াপহারী ধ্যান করিয়া যদি রসনাকে বিপরীত গামিনী ও উর্দ্ধলম্বিকগর্ত্তে অর্থাৎ তালুমূলে প্রবিষ্ট করতঃ ক্ষণার্দ্ধকাল মাত্র মনকে অচলভাবে রাখিতে পারে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই যোগীর সমুদায় পাপ ক্ষয় হইয়া থাকে ॥ ১১৪ ॥

যানি যানীহি প্রোক্তানি পঞ্চ পদ্মে ফলানি বৈ।
তানি সর্ব্বাণি সুতরামেতজ্জ্ঞানাদ্ভবন্তি হি ॥ ১১৫ ॥

মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত ও বিশুদ্ধ, এই পঞ্চ চক্র ধ্যানের যে সকল ফল আমি নিরূপণ করিয়াছি, একমাত্র এই আজ্ঞাপুর-চক্রের ধ্যান করিলে সেই সমুদায় ফললাভ হইয়া থাকে ॥ ১১৫ ॥

যঃ করোতি সদাভ্যাসমাজ্ঞাপদ্মে বিচক্ষণঃ।
বাসনায়া মহাবন্ধং তিরস্কৃত্য প্রমোদতে ॥ ১১৬ ॥

যে বিচক্ষণ সাধক আজ্ঞাপুরচক্রে মনঃস্থাপনার্থ সর্ব্বদা যোগ অভ্যাস করে, সেই ব্যক্তি সংসারবাসনা তিরস্কার করিয়া নিরন্তর আনন্দ ভোগ করিতে থাকে ॥ ১১৬ ॥

প্রাণপ্রয়াণসময়ে তৎপদ্মং যঃ স্মরন্ সুধীঃ।
ত্যজেৎ প্রাণান্ স ধর্ম্মাত্মা পরমাত্মনি লীয়তে ॥ ১১৭ ॥

যদি কোন সাধক প্রাণপ্রয়াণের সময় উপস্থিত হইলে ঐ আজ্ঞাপুরচক্র স্মরণ করিতে করিতে প্রাণবিসর্জ্জন করে, তাহা হইলে সেই ধর্ম্মপরায়ণ সাধক পরমাত্মাতে লীন হইয়া যায় ॥ ১১৭ ॥

তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ স্বপন্ জাগ্রন্ যোধ্যানং কুরুতে নরঃ।
পাপকর্ম্ম বিকুর্ব্বাণো নহি মজ্জতি কিল্বিষে ॥ ১১৮ ॥

যে সাধক অবস্থান কালে, গমন কালে, শয়ন কালে, নিদ্রা সময়ে ও জাগ্রদবস্থায় নিরন্তর উক্ত চক্র সমূহের ধ্যান করে, সেই ব্যক্তি পাপকর্ম্মে নিরত হইলেও সেই পাপে লিপ্ত হয় না, অর্থাৎ তাহাকে ঐ সকল পাপের ফলভোগ করিতে হয় না ॥ ১১৮ ॥

যোগী বন্ধাদ্বিনির্ম্মুক্তঃ স্বীয়য়া প্রভয়া স্বয়ং। দ্বিদল-ধ্যানমাহাত্ম্যং কথিতুং নৈব শক্যতে। ব্রহ্মাদিদেবতা-শ্চৈব কিঞ্চিন্মত্তোবিদন্তি তে ॥ ১১৯ ॥

ইতি আজ্ঞাপুরচক্রমাহাত্ম্যং ॥ ৬ ॥

দ্বিদল আজ্ঞাপুরচক্রের ধ্যান করিলে সাধক স্বীয়তেজঃপ্রভাবে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। অতএব উক্ত ষট্‌চক্রের ধ্যান করিলে যে, কিরূপ মহাত্ম্য হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ব্রহ্মাদি দেবগণও ইহার মাহাত্ম্য সম্যক্ জানেন না, তাঁহারা আমার নিকট উপ-দেশ পাইয়া কিঞ্চিন্মাত্র জানিয়াছেন ॥ ১১৯ ॥

অত ঊর্দ্ধং তালুমূলে সহস্রারং সুশোভনং।
অস্তি যত্র সুষুম্নায়া মূলং সবিবরং স্থিতং ॥ ১২০ ॥

এই আজ্ঞাপুরচক্রের উর্দ্ধে তালুমূলে অতি সুশোভন সহস্রদল পদ্ম আছে, এই সহস্রদল পদ্মে সুষুম্না নাড়ীর সচ্ছিদ্র মূল অবস্থিত রহি-য়াছে ॥ ১২০ ॥

তালুমূলে সুষুম্নাস্য অধোবক্ত্রা প্রবর্ত্ততে। মূলাধারণ-যোন্যন্তা সর্ব্বনাড়ীসমাশ্রিতাঃ। তাবীজভূতা তত্ত্বস্য ব্রহ্ম মার্গপ্রদায়িকাঃ ॥ ১২১ ॥

তালুমূলে সুষুম্না নাড়ীর মুখ রহিয়াছে, এই নাড়ী অধোমুখে বর্ত্তমান আছে। ইহা মূলাধারাবধি যোনি পর্য্যন্ত বিস্তৃত, অন্যান্য নাড়ী সকল এই সুষুম্নাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। এই নাড়ী ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভের পথপ্রদর্শিনী এবং তত্ত্বজ্ঞানের মূল কারণ ॥ ১২১ ॥

তালুস্থানে চ যৎপদ্মং সহস্রারং পুরাহিতং।
তৎকন্দে যোনিরেকাস্তি পশ্চিমাভিমুখী মতা ॥ ১২২ ॥

তালুমূলে যে সহস্রার পদ্ম উক্ত হইয়াছে, তাহার তালু প্রদেশে অধোমুখ ত্রিকোণাকার এক যন্ত্র আছে ॥ ১২২ ॥

তস্যা মধ্যে স্বুষুম্নায়া মূলং সবিবরং স্থিতং।
ব্রহ্মরন্ধ্রং তদেবোক্তমামূলাধারপঙ্কজং ॥ ১২৩ ॥

সহস্রারের মূলে যে যন্ত্র আছে, তাহার মধ্যেই স্বুষুম্না নাড়ীর মূল, ইহাকেই ব্রহ্মরন্ধ্র বলে, আর ইহাকে মূলাধার পদ্মও বলা যায় ॥ ১২৩ ॥

ততস্তদ্রন্ধ্রে তচ্ছক্তিঃ স্বুষুম্না কুণ্ডলী সদা। স্বুষুম্নায়াং সদা শক্তিশ্চিত্রাস্যাম্মম বল্লভে। তস্যাং মম মতে কার্য্যা ব্রহ্মরন্ধ্রাদিকল্পনা ॥ ১২৪ ॥

উক্ত স্বুষুম্নানাড়ীর রন্ধ্রমধ্যে কুণ্ডলিনী শক্তি সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেছেন। হে প্রাণপ্রিয়ে! স্বুষুম্নানাড়ীতে যে চিত্রা নামে শক্তি আছে, আমার মতে সেই চিত্রাতেই ব্রহ্মরন্ধ্রাদি কল্পনা করা যায় ॥ ১২৪ ॥

যস্য স্মরণমাত্রেণ ব্রহ্মজ্ঞত্বং প্রজায়তে।
পাপক্ষয়শ্চ ভবতি ন ভূয়ঃ পুরুষো ভবেৎ ॥ ১২৫ ॥

উক্ত সহস্রার পদ্মের স্মরণ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার ব্রহ্মতত্ব পরিজ্ঞানের ক্ষমতা জন্মে, সকল পাপ ক্ষয় পায় এবং সেই সাধকের পুনর্জ্জন্ম হয় না ॥ ১২৫ ॥

প্রবেশিতং চলাঙ্গুষ্ঠং মুখে স্বস্য নিবেশয়েৎ।
তেনাত্র ন বহত্যেব দেহচারী সমীরণঃ ॥ ১২৬ ॥

সাধক স্বীয় মুখমধ্যে প্রকাশিত ও প্রচলিত অঙ্গুষ্ঠকে নিবেশিত করিবে, ইহাতে সেই যোগীর দেহগত বায়ু প্রবাহিত হয় না, সর্ব্বদা স্থির হইয়া থাকে ॥ ১২৬ ॥

যেন সংসারচক্রেঽস্মিন্ ভ্রমতীত্যেব সর্ব্বদা। তদর্থং যে প্রবর্ত্তন্তে যোগী ন প্রাণধারণে। তত এবাখিলা নাড়ী বিরুদ্ধা চাষ্টবেষ্টনং। ইয়ং কুণ্ডলিনী শক্তী রন্ধ্রং ত্যজতি নান্যথা ॥ ১২৭ ॥

যে সকল কার্য্য করিলে জীব সর্ব্বদা এই সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করে, সকল সময় যাহারা সেই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, কখনও প্রাণধারণে অর্থাৎ প্রাণবায়ুকে স্থির রাখিতে যত্ন করে না, তাহাদিগের নাড়ী সকল অষ্ট প্রকার বন্ধনে অবরুদ্ধ থাকে, অর্থাৎ কামক্রোধাদি অষ্ট দোষে আবদ্ধ হয়। অতএব যোগসাধনদ্বারা নাড়ীকে সরল করিবে, তাহা হইলেই কুণ্ডলিনী শক্তি চৈতন্যবিশিষ্ট হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পরিত্যাগপূর্ব্বক মুক্তি পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, ইহার অন্যথা হয় না ॥ ১২৭ ॥

যদা পূর্ণাস্থ সর্ব্বাস্থ সন্নিরুদ্ধানিলা স্তদা।
বন্ধত্যাগে কুণ্ডলীন্যা মুখং রন্ধ্রাদ্বহির্ভবেৎ ॥ ১২৮ ॥

যখন প্রাণবায়ুর অবরোধদ্বারা সমস্ত নাড়ীতে বায়ু পূর্ণ হয়, তখন কুণ্ডলিনীর মুখ ব্রহ্মরন্ধ্র পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে বাহির হইয়া যায় ॥ ১২৮ ॥

স্বুষুম্নায়াং সদৈবায়ং বহেৎ প্রাণসমীরণঃ। মূলপদ্মাস্থিতা যোনির্ব্বামদক্ষিণকোণতঃ। ইড়াপিঙ্গলয়োর্ম্মধ্যে স্বুষুম্না যোনিমধ্যগা ॥ ১২৯ ॥

যখন উক্তরূপে স্বুষুম্নার মুখ ব্রহ্মরন্ধ্র পরিত্যাগ করিয়া যায়, তখন প্রাণবায়ু কেবল স্বুষুম্নানাড়ীতে বহিতে থাকে এবং মূলাধার পদ্মস্থিত যোনিমণ্ডল ও বামদক্ষিণ কোণ হইতে ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যে যোনিমণ্ডলে স্বুষুম্নার গতি হয় ॥ ১২৯ ॥

ব্রহ্মরন্ধ্রন্তু তত্রৈব স্বুষুম্নাধারমণ্ডলে।
যো জানাতি স মুক্তঃ স্যাৎ কর্ম্মবন্ধাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ১৩০ ॥

আধার মণ্ডলে যে স্বুষুম্না ছিদ্র আছে, তাহাকেই ব্রহ্মরন্ধ্র বলা যায়। যে বিচক্ষণ যোগী উক্ত ব্রহ্মরন্ধ্র জানেন, তিনিই সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া থাকেন ॥ ১৩০ ॥

ব্রহ্মরন্ধ্রমুখে তাসাং সঙ্গমঃ স্যাদসংশয়ঃ।
যস্মিন্ স্নানে স্নাতকানাং মুক্তিঃ স্যাদবিরোধতঃ ॥১৩১॥

ব্রহ্মরন্ধ্রমুখে ইড়া, পিঙ্গলা ও স্বুষুম্নার সঙ্গম হয়, এই সঙ্গম স্থানকে প্রয়াগ বলে, এই স্থানে স্নান করিলে স্নানকারী ব্যক্তিদিগের অবিরোধে মুক্তি লাভ হয় ॥ ১৩১ ॥

গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে বহত্যেষা সরস্বতী।
তাসান্তু সঙ্গমে স্নাত্বা ধন্যো যাতি পরাং গতিং ॥১৩২॥

গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে সরস্বতী নদী বহিতেছে, ইহাদিগের সঙ্গমস্থলে স্নান করিলে জীব মাত্রই পরমাগতি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সেই ব্যক্তি মুক্তিলাভ করিয়া থাকে ॥ ১৩২ ॥

ইড়া গঙ্গা পুরা প্রোক্তা পিঙ্গলা চার্কপুত্রিকা।
মধ্যা সরস্বতী প্রোক্তা তাসাং সঙ্গোতি দুর্ল্লভঃ ॥১৩৩॥

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ইড়ানাড়ীকে গঙ্গা, পিঙ্গলাকে যমুনা এবং উক্ত উভয় নাড়ীর মধ্যগতা স্বুষুম্নানাড়ীকে সরস্বতী বলা যায়, ইহাদিগের সঙ্গমস্থল অতি দুর্ল্লভ ॥ ১৩৩ ॥

সিতাসিতে সঙ্গমে যো মনসা স্নানমাচরেৎ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো যাতি ব্রহ্ম সনাতনং ॥ ১৩৪ ॥

উক্ত ইড়া ও পিঙ্গলার সঙ্গম স্থানে যে সাধক মানসিক স্নান করে, সেই সাধক সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া সনাতন পরমব্রহ্ম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৩৪ ॥

ত্রিবেণ্যাং সঙ্গমে যো বৈ পিতৃকর্ম্ম সমাচরেৎ।
তারয়িত্বা পিতৄন্ সর্ব্বান্ স যাতি পরমাং গতিং ॥১৩৫॥

পূর্ব্বোক্ত ত্রিবেণী সঙ্গমস্থলে যে ব্যক্তি পিতৃলোকের তর্পণাদি ক্রিয়া সমাচরণ করে, সেই সাধক সমস্ত পিতৃগণের উদ্ধার করিয়া স্বয়ং পরমা গতি প্রাপ্ত হয় ॥ ১৩৫ ॥

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং প্রত্যহং যঃ সমাচরেৎ।
মনসা চিন্তয়িত্বা তু সোঽক্ষয়ং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩৬ ॥

যে ব্যক্তি উক্ত ত্রিবেণীসঙ্গমে প্রতিদিন নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য-কর্ম্মাদি আচরণ করে কিম্বা মনে মনে চিন্তা করিতে পারে, সেই ব্যক্তির অক্ষয় ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ১৩৬ ॥

সকৃদ্যঃ কুরুতে স্নানং স্বর্গে সৌখ্যং ভুনক্তি সঃ।
দগ্ধ্বা পাপানশেষান্ বৈ যোগী শুদ্ধমতিঃ স্বয়ং ॥১৩৭॥

যে শুদ্ধাত্মা সাধক একবারমাত্র ত্রিবেণীসঙ্গমস্থলে স্নান করে, সেই ব্যক্তি পাপরাশি দগ্ধ করিয়া স্বর্গীয় সুখ ভোগ করিতে পারে ॥ ১৩৭ ॥

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাঙ্গতোপি বা।
স্নানাচরণমাত্রেণ পূতো ভবতি নান্যথা ॥ ১৩৮ ॥

সাধক ব্যক্তি পবিত্রই হউক কি অপবিত্রই হউক অথবা যে কোন অবস্থাপন্নই হউক, উক্ত ত্রিবেণীসঙ্গমস্থলে স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ সে পবিত্র হইয়া থাকে, ইহার অন্যথা হয় না ॥ ১৩৮ ॥

মৃত্যুকালে প্লুতং দেহং ত্রিবেণ্যাঃ সলিলে সদা।
বিচিন্ত্য যস্ত্যজেৎ প্রাণান্ স তদা মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥১৩৯

যদি কোন সাধক মৃত্যুসময়ে এইরূপ চিন্তা করিতে পারে যে, আমি ত্রিবেণীসলিলে আপ্লুত হইতেছি এবং এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ মুক্তিপদ পায় ॥১৩৯॥

নাতঃ পরতরং গুহ্যং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
গোপ্তব্যং স প্রযত্নেন ন চাখ্যেয়ং কদাচন ॥ ১৪০ ॥

উক্ত ত্রিবেণীসঙ্গম যেরূপ গুহ্যতম তীর্থ, এইরূপ পরম গোপনীয় ও পবিত্র তীর্থ আর নাই, অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে এই তীর্থ গোপন করিয়া রাখিবে, কদাচ সাধারণের নিকট ইহা প্রকাশ করিবে না ॥ ১৪০ ॥

ব্রহ্মরন্ধ্রে মনোদত্ত্বা ক্ষণার্দ্ধং যদি তিষ্ঠতি।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি পরমাং গতিং ॥ ১৪১ ॥

যদি কোন সাধক ব্রহ্মরন্ধ্রে মনঃস্থাপন করত ক্ষণকালমাত্র স্থির থাকিতে পারে, তাহা হইলে সেই সাধক সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া পরমা গতি লাভ করিতে পারে ॥ ১৪১ ॥

অস্মিন্ লীনং মনো যস্য স যোগী ময়ি লীয়তে।
অণিমাদিগুণান্ ভুক্ত্বা স্বেচ্ছয়া পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৪২ ॥

যাহার মন ব্রহ্মরন্ধ্রে লীন হয়, সেই পুরুষোত্তম যোগী স্বেচ্ছানুসারে ইহলোকে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ করত দেহাবসানে আমাতে লয় পাইয়া থাকে ॥ ১৪২ ॥

এতদ্ব্রহ্মজ্ঞানমাত্রেণ মর্ত্ত্যঃ সংসারেস্মিন্ বল্লভো মে ভবেৎ সঃ। পাপং জিত্বা মুক্তিমার্গাধিকারী জ্ঞানং দত্ত্বা তারয়ত্যদ্ভুতং বৈ ॥ ১৪৩ ॥

যে ব্যক্তি এই সংসারে থাকিয়াও ব্রহ্মরন্ধ্রের তত্ত্ব জানিতে পারে, সেই যোগী আমার অতি প্রিয়পাত্র হয় এবং উক্ত সাধক পাপরাশি জয় করিয়া মুক্তিপদের অধিকারী হইতে পারে। আর উক্ত যোগী অপরাপরকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়া তাহাদিগকেও উদ্ধার করিতে সমর্থ হয় ॥ ১৪৩ ॥

চতুর্ম্মুখাদিত্রিদশৈ-রগম্যং যোগিবল্লভং।
প্রযত্নেন সুগোপ্যং তদ্ব্রহ্মরন্ধ্রং ময়োদিতং ॥ ১৪৪ ॥

পার্ব্বতি! আমি যে জ্ঞানযোগের উপদেশ করিলাম, ইহা আমার অতি প্রিয় এবং এই জ্ঞানমার্গ ব্রহ্মাদি দেবগণেরও অগম্য, অতএব এই যোগশাস্ত্র সর্ব্বপ্রযত্নে গোপন করিয়া রাখিবে ॥ ১৪৪ ॥

পুরা ময়োক্তা যা যোনিঃ সহস্রারসরোরুহে।
তদধো বর্ত্ততে চন্দ্র স্তদ্ধ্যানং ক্রিয়তে বুধৈঃ ॥ ১৪৫ ॥

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সহস্রদলপদ্মমধ্যে যোনিমণ্ডল আছে এবং সহস্রদলপদ্মের অধোভাগে চন্দ্রমণ্ডল রহিয়াছে, যোগিগণ অবশ্য সেই চন্দ্রমণ্ডলের ধ্যান করিবে ॥ ১৪৫ ॥

যস্য স্মরণমাত্রেণ যোগীন্দ্রোঽবনিমণ্ডলে।
পূজ্যো ভবতি দেবানাং সিদ্ধানাং সম্মতো ভবেৎ ॥১৪৬

পূর্ব্বোক্ত চন্দ্রমণ্ডলের ধ্যান করিলে যোগী পুরুষেরা পৃথিবীতলে সকলের পূজ্য হইয়া থাকেন এবং তিনি দেবলোক ও সিদ্ধলোকদিগের সম্মত পুরুষ হয়েন ॥ ১৪৬ ॥

শিরঃকপালবিবরে ধ্যায়েদ্দুগ্ধমহোদধিং।
তত্র স্থিতা সহস্রারে পদ্মে চন্দ্রং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৪৭ ॥

শিরঃস্থিত তালুরন্ধ্রমধ্যে যে দুগ্ধসাগর আছে, যোগিগণ ঐ দুগ্ধসমুদ্রের ধ্যান করিবে এবং এইরূপ ধ্যানে অবস্থিত হইয়া সহস্রদলকমলমধ্যে চন্দ্রকে চিন্তা করিবে ॥ ১৪৭ ॥

শিরঃকপালে বিবরে দ্বিরষ্টকলয়া যুতঃ। পীযূষভানুং হংসাখ্যং ভাবয়েত্তং নিরঞ্জনং। নিরন্তরং কৃতাভ্যাসাত্রিদিনে পশ্যতি ধ্রুবং। দৃষ্টিমাত্রেণ পাপৌঘং দহত্যেব স সাধকঃ ॥ ১৪৮ ॥

শিরঃস্থিত কপালমধ্যগতবিবরে ষোড়শকলাযুক্ত নিরঞ্জন হংসাখ্য, অমৃতরশ্মি চন্দ্রকে ভাবনা করিবে। তিন দিবস উক্তরূপে নিরন্তর ধ্যান করিলেই সেই ধ্যেয়দেবকে দেখিতে পায় এবং তাহার দর্শনমাত্র সাধক পাপরাশি দগ্ধ করিয়া পবিত্র হইতে পারে ॥ ১৪৮ ॥

অনাগতঞ্চ স্ফুরতি চিত্তশুদ্ধির্ভবেৎ খলু।
সদ্যঃ কৃত্বাপি দহতি মহাপাতকপঞ্চকং ॥ ১৪৯ ॥

যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ধ্যান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, তাহার চিত্তে সর্ব্বদা অনাগত বিষয়ের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে এবং তাহার চিত্তশুদ্ধি হয়, আর ক্ষণকালমাত্র উক্তরূপ ধ্যান করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার পঞ্চবিধ মহাপাতক ভস্মীভূত হইয়া যায় ॥ ১৪৯ ॥

আনুকূল্যং গ্রহা যান্তি সর্ব্বে নশ্যন্ত্যুপদ্রবাঃ। উপসর্গাঃ সমং যান্তি যুদ্ধে জয়মবাপ্নুয়াৎ। খেচরী ভূচরী সিদ্ধির্ভবেচ্ছিরেন্দুদর্শনাৎ। ধ্যানাদেব ভবেৎ সর্ব্বং নাত্র কার্য্যা বিচারণা। সততাভ্যাসযোগেন সিদ্ধো ভবতি নান্যথা। সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং মমতুল্যো ভবেদ্‌ধ্রুবং। যোগশাস্ত্রেঽপ্যভিরতং যোগিনাং সিদ্ধিদায়কং ॥১৫০

ইতি আজ্ঞাপুরচক্রবর্ণনং।

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ধ্যানকারী যোগীর সকল বিরুদ্ধগ্রহ অনুকূল হয়, সমস্ত উপদ্রবের শান্তিহয়, সকল উপসর্গ বিনাশ পায়, যুদ্ধে জয়লাভ হয়, খেচরী ও ভূচরী সিদ্ধি হয়, অর্থাৎ সে অনায়াসে আকাশে ও পৃথিবীর সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারে। শিরঃস্থিত চন্দ্রের ধ্যানবলে নিশ্চয় উক্তরূপ ফল হইয়া থাকে, আর সর্ব্বদা অভ্যাস করিলে সেই ব্যক্তি সিদ্ধ হইতে পারে, ইহার অন্যথা হয় না। আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি, নিশ্চয় সেই সাধক আমার তুল্য হয়। আর এই যোগশাস্ত্রে বিশেষ অনুরাগই সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধির কারণ ॥ ১৫০ ॥

অত ঊর্দ্ধং দিব্যরূপং সহস্রারং সরোরুহং।
ব্রহ্মাণ্ডাখ্যস্য দেহস্য বাহ্যে তিষ্ঠতি মুক্তিদং ॥ ১৫১ ॥

আজ্ঞাপুরচক্রের উপরিভাগে, তালুমূলের ঊর্দ্ধে দিব্যরূপী সহস্রদলপদ্ম আছে, এই পদ্ম মুক্তিপ্রদ এবং ইহা ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহের বহির্ভাগে অবস্থিত ॥ ১৫১ ॥

কৈলাসো নাম তস্যৈব মহেশো যত্র তিষ্ঠতি।
অকুলাখ্যো বিনাশী চ ক্ষয়বৃদ্ধিবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৫২ ॥

উক্ত সহস্রদলপদ্মের নাম কৈলাস, এই কৈলাসাখ্য সহস্রদলপদ্ম মহেশ্বরের নিত্য অধিষ্ঠান স্থান, আর যিনি মহেশ্বরাখ্য পরম শিব, তাহাকেই অকুলবলে, তিনি নিত্যবিলাসী, তাঁহার ক্ষয়বৃদ্ধি নাই ॥ ১৫২ ॥

স্থানস্যাস্য জ্ঞানমাত্রেণ নৃণাং সংসারেঽস্মিন্ সম্ভবো নৈব ভূয়ঃ। ভূতগ্রামং সন্ততাভ্যাসযোগাৎ কর্ত্তুং হর্ত্তুং স্যাচ্চ শক্তিঃ সমগ্রা ॥ ১৫৩ ॥

যে সহস্রারপদ্মের জ্ঞানমাত্র জীবসকলের ইহ সংসারে পুনর্জ্জন্ম নিবৃত্তি হয়, যদি কোন সাধক সর্ব্বদা সেই সহস্রারপদ্মের জ্ঞানযোগসাধন করিতে পারে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির বিশ্বসৃষ্টি ও বিশ্বসংহারের ক্ষমতা জন্মে ॥ ১৫৩ ॥

স্থানে পরে হংসনিবাসভূতে কৈলাসনাম্নীহ নিবিষ্টচেতাঃ। যোগী হতব্যাধিরধঃ কৃতাধিরায়ুশ্চিরং জীবতি মৃত্যুমুক্তঃ ॥ ১৫৪ ॥

যে যোগী কৈলাসাখ্য পরমহংসনিবাসস্বরূপ সহস্রার নামক পরমস্থানে চিত্তনিবেশ করিতে পারে, তাহার শরীরে কখনও কোন পীড়া হইতে পারে না এবং সে মৃত্যুকে জয় করিয়া চিরকাল জীবিত থাকে ॥১৫৪

চিত্তবৃত্তির্যদা লীনঃ কুলাখ্যে পরমেশ্বরে।
তদা সমাধিসাম্যেন যোগী নিশ্চলতাং ব্রজেৎ ॥১৫৫॥

যখন কোন সাধকের চিত্তবৃত্তি পরমেশ্বরে বিলীন হয়, তখন সেই যোগীপুরুষের চিত্ত সমাধিদ্বারা সাম্য হইয়া নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করে, অর্থাৎ তাহার চিত্তের চাঞ্চল্য থাকে না, কেবল পরমাত্মাতে অনুরক্ত থাকে ॥ ১৫৫ ॥

নিরন্তরকৃতধ্যানাজ্জগদ্বিস্মরণং ভবেৎ।
তদা বিচিত্রসামর্থ্যং যোগিনো ভবতি ধ্রুবং ॥ ১৫৬ ॥

যোগিগণ নিরন্তর ধ্যান করিতে করিতে তাহার চিত্ত সেই ধ্যেয়পদার্থে এইরূপ অনুরক্ত হয় যে, তখন তাহার সমস্ত জগৎ বিস্মৃত হইয়া যায় এবং সেই যোগীর অতি আশ্চর্য্য সামর্থ্য জন্মে। অর্থাৎ সে যখন যাহা করিতে ইচ্ছা করে, তখন তাহাই সম্পাদন করিতে পারে ॥ ১৫৬ ॥

তস্মাদ্গলিতপীযূষং পিবেদ্‌যোগী নিরন্তরং। মৃত্যোর্মৃত্যুং বিধায়াথ কুলং জিত্বা সরোরুহে। অত্র কুণ্ডলিনীশক্তির্লয়ং যাতি কুলাভিধা। তদা চতুর্ব্বিধা সৃষ্টির্লীয়তে পরমাত্মনি ॥ ১৫৭ ॥

সহস্রদলপদ্ম হইতে যে অমৃতরস বিগলিত হইতেছে, যে যোগী ঐ অমৃতরস নিরন্তর পান করে, সেই যোগী আপনার মৃত্যু নিবারণপূর্ব্বক স্বকুল জয় করিয়া চিরজীবী হয়, আর কুলকুণ্ডলিনী শক্তিও ঐ সহস্রদল কমলে লয় পাইয়া থাকেন এবং কুণ্ডলিনীশক্তির লয় হইলে চতুর্ব্বিধ সৃষ্টিও পরমাত্মাতে লয় পায় ॥ ১৫৭ ॥

যজ্জ্ঞাত্বা প্রাপ্য বিষয়ং চিত্তবৃত্তির্ব্বিলীয়তে।
তস্মিন্ পরিশ্রমং যোগী করোতি নিরপেক্ষকঃ ॥১৫৮॥

যে সহস্রদলকমলের জ্ঞান হইলেই বিষয়াসক্ত চিত্তবৃত্তিও বিলয় পায়, যোগিগণ সেই সহস্রদলকমলের পরিজ্ঞানার্থ নিরপেক্ষভাবে পরিশ্রম ও যত্ন করিবে ॥ ১৫৮ ॥

চিত্তবৃত্তির্যদা লীনা তস্মিন্ যোগী ভবেদ্‌ধ্রুবঃ।
তদা বিজ্ঞায়তে খণ্ডজ্ঞানরূপী নিরঞ্জনঃ ॥ ১৫৯ ॥

যখন ধ্যানদ্বারা যোগী পুরুষের চিত্তবৃত্তি সেই সহস্রদলকমলে বিলীন হয়, তখন সেই যোগী অখণ্ডানন্দরূপী নিরঞ্জন পরমাত্মার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত বিষয়ে জয়ী হইতে পারে ॥ ১৫৯ ॥

ব্রহ্মাণ্ডবাহ্যে সঞ্চিন্ত্য স্বপ্রতীকং যথোদিতং।
তমাবেশ্য মহচ্ছূন্যং চিন্তয়েদবিরোধতঃ ॥ ১৬০ ॥

ব্রহ্মাণ্ডের বহিঃপ্রদেশে পূর্ব্বোক্ত স্বপ্রতীক চিন্তা করিয়া তাহাতে চিত্তকে নিবেশিত করিবে, অনন্তর অবিরোধে মহৎ শূন্যস্বরূপ পরমাত্মার চিন্তা করিতে থাকিবে ॥ ১৬০ ॥

আদ্যন্তমধ্যশূন্যন্তৎ কোটিসূর্য্যসমপ্রভং।
চন্দ্রকোটিপ্রতীকাশমভ্যস্য সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৬১ ॥

সর্ব্বদা আদি, অন্ত ও মধ্যশূন্য, কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী এবং কোটি চন্দ্রের ন্যায় প্রসন্নপ্রকাশ, সেই পরমাত্মার ধ্যানযোগ অভ্যাস করিলে সাধক পরমা সিদ্ধি লাভ করিতে পারে ॥ ১৬১ ॥

এতদ্ধ্যানং সদা কুর্য্যাদনালস্যং দিনে দিনে।
তস্য স্যাৎ সকলা সিদ্ধির্ব্বৎসরান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬২ ॥

যে সাধক আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রতিদিন নিরন্তর সেই পরমাত্মার ধ্যান করিতে পারে, তাহার এক বৎসর মধ্যে সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিলাভ হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ১৬২ ॥

ক্ষণার্দ্ধং নিশ্চলং তত্র মনোযস্য ভবেদ্ধ্রুবং। স এব যোগী সদ্ভক্তঃ সর্ব্বলোকেষু পূজিতঃ। তস্য কল্মষসংঘাত স্তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ১৬৩ ॥

যিনি ক্ষণার্দ্ধকালমাত্র নিশ্চল হইয়া অনন্যচিত্তে সেই পরমপুরুষের ধ্যান করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত যোগী, তিনিই সাধু এবং তিনিই পরম ভক্ত। সর্ব্বলোকে তাহাকে পরম সাধক বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। আর ক্ষণকালমধ্যে সেই ব্যক্তির সমস্ত পাপ বিনাশ পায় ॥১৬৩॥

যং দৃষ্ট্বা ন প্রবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি।
অভ্যসেত্তং প্রযত্নেন স্বাধিষ্ঠানেন বর্ত্মনা ॥ ১৬৪ ॥

যে সাধক পরমাত্মাকে দর্শন করিতে পারে, সেই সাধকের মৃত্যুময় সংসারপথে গতি হয় না, অতএব যত্ন সহকারে স্বাধিষ্ঠান পথে সেই পরমাত্মাকে ধ্যান করিবে ॥ ১৬৪ ॥

এতদ্ধ্যানস্য মাহাত্ম্যং ময়া বক্তুং ন শক্যতে।
যঃ সাধয়তি জানাতি সোঽস্মাকমপি সম্মতঃ ॥ ১৬৫ ॥

হে দেবি! সহস্রারে পরমাত্মতত্ত্ব ধ্যানের মহাত্ম্য বর্ণন করিতে আমার শক্তি নাই, যে ব্যক্তি সেই পরমাত্মার ধ্যান করেন, তিনিই ধ্যানের মহিমা জানিতে পারেন। আর অধিক কি বলিব, সেই সাধক আমার সারূপ্য লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৬৫ ॥

ধ্যানাদেব বিজানাতি বিচিত্রে ক্ষণসম্ভবং।
অণিমাদিগুণোপেতো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৬৬ ॥

ক্ষণকালমাত্র ধ্যান করিলে কিরূপ বিচিত্র মাহাত্ম্য লাভ করে, তাহা সেই ধ্যানবলেই জানিতে পারে। আর উক্ত ধ্যানকারী ব্যক্তি অণিমাদি গুণসম্পন্ন হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ১৬৬ ॥

রাজযোগো ময়া খ্যাতঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতঃ।
রাজাধিরাজযোগোঽয়ং কথয়ামি সমাসতঃ ॥ ১৬৭ ॥

ইতি রাজযোগকথনং।

হে দেবি! আমি এই রাজযোগ তোমার নিকট বলিলাম, এই রাজযোগ সর্ব্বতন্ত্রেই গুপ্ত আছে। এইক্ষণ রাজাধিরাজযোগ সবিস্তর বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১৬৭ ॥

স্বস্তিকঞ্চাসনং কৃত্বা সুমঠে জন্তুবর্জ্জিতে।
গুরুং সংপূজ্য যত্নেন ধ্যানমেতৎ সমাচরেৎ ॥ ১৬৮ ॥

অন্যান্য প্রাণী বর্জিত অতি সুশোভন মঠ মধ্যে স্বস্তিকাসনে উপবিষ্ট হইয়া যত্নসহকারে গুরুদেবের পূজা সমাপনান্তে ধ্যান করিবে ॥১৬৮॥

নিরালম্বং ভবেজ্জীবং জ্ঞাত্বা বেদান্তযুক্তিতঃ।
নিরালম্বং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিৎ সাধয়েৎ সুধীঃ ॥ ১৬৯॥

বেদান্তাদি শাস্ত্রের যুক্তি অনুসারে সাক্ষাৎ পরমাত্মস্বরূপ জীবকে নিরালম্ব জ্ঞান করিয়া মনকেও নিরালম্ব ভাবনা করিবে। নিরন্তর এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিবে, সুবুদ্ধি সাধক এতদ্ব্যতীত আর কিছু সাধন করিবে না ॥ ১৬৯ ॥

এতদ্ধ্যানান্মহাসিদ্ধির্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
বৃত্তিহীনং মনঃ কৃত্বা পূর্ণরূপং স্বয়ম্ভবেৎ ॥ ১৭০ ॥

পূর্ব্বে যেরূপ ধ্যানের প্রণালী উক্ত হইল, এইরূপ ধ্যান করিলে নিশ্চয় সাধকের মহাসিদ্ধি লাভ হয়। এবং উক্ত সাধকই ধ্যানবলে মনকে বৃত্তিবিহীন করিয়া আপনি পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপ হইতে পারে ॥ ১৭০ ॥

সাধয়েৎ সততং যো বৈ স যোগী বিগতস্পৃহঃ।
অহং নাম ন কোপ্যস্মিন্ সর্ব্বদাত্মৈব বিদ্যতে ॥১৭১॥

যে সাধক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সাধনা করে, তাহার কোন বিষয়ে স্পৃহা থাকে না এবং তাহার "অহং অপর" ইত্যাদি পার্থক্য জ্ঞান দূর হয়, সেই ব্যক্তি সর্ব্বদা সকলকে আত্মস্বরূপে দর্শন এবং সমস্ত জগৎ তাহার নিকট আত্মস্বরূপে বিদ্যমান থাকে ॥ ১৭১ ॥

কোবন্ধঃ কস্য বা মোক্ষ একং পশ্যেৎ সদা হি সঃ।
এতৎ করোতি যো নিত্যং স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥১৭২

যে সাধক পূর্ব্বোক্ত যোগের অনুষ্ঠান করে, তাহার "বন্ধই বা কি? এবং মোক্ষই বা কাহার হয়"? এইরূপ বিবেচনা থাকে না, সেই সাধক সর্ব্বদা একমাত্র আত্মাকে দর্শন করে এবং জীবন্মুক্ত হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ১৭২ ॥

স এব যোগী সদ্ভক্তঃ সর্ব্বলোকেষু পূজিতঃ। অহমস্মীতি চ জপন্ জীবাত্মপরমাত্মনোঃ। অহং ত্বমেতদুভয়ং ত্যক্ত্বা খণ্ডং বিচিন্তয়েৎ। অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং যত্র সর্ব্বং বিলীয়তে। তদ্বীজমাশ্রয়েদ্‌যোগী সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৭৩ ॥

যে যোগী জীবাত্মার ও পরমাত্মার অভেদজ্ঞানে ধ্যান করে, সেই যোগী সর্ব্বলোকে পূজিত হয় এবং তাহাকে সদ্ভক্ত বলিয়া জানিবে। আর ঐ সাধক "আমি তুমি" এইরূপ বিভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া অখণ্ডরূপ চিন্তা করিতে থাকে। আর যাহাতে অধ্যারোপ ও অপবাদদ্বারা সকল বিলীন হয়, সর্ব্বসঙ্গবিহীন সাধক সেই জগদ্বীজস্বরূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করে ॥ ১৭৩ ॥

অপরোক্ষং চিদানন্দং পূর্ণং ত্যক্ত্বা ভ্রমাকুলং।
পরোক্ষমপরোক্ষঞ্চ কৃত্বা মূঢ়া ভ্রমন্তি বৈ ॥ ১৭৪ ॥

মূঢ় ব্যক্তিরা সাক্ষাৎ প্রমাণপ্রতিপদ্য সচ্চিদানন্দময় পূর্ণ অপরোক্ষ পরমাত্মার ধ্যান না করিয়া পরোক্ষাপরোক্ষ বিচার করত এই সংসারে ভ্রমণ করে, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর বশীভূত থাকে ॥ ১৭৪ ॥

চরাচরমিদং বিশ্বং পরোক্ষং যঃ করোতি চ।
অপরোক্ষং পরং ব্রহ্ম ত্যক্তং তস্মিন্ বিলীয়তে ॥১৭৫॥

যে অজ্ঞানী ব্যক্তিরা স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই বিশ্বকে পরোক্ষ জ্ঞান করিয়া অপরোক্ষ পরমাত্মার ধ্যান পরিত্যাগ করে, তাহারা এই বিশ্বেই লীন থাকে, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ এই সংসারে যাতায়াত করে ॥ ১৭৫ ॥

জ্ঞানকারণমজ্ঞানং যথা নোৎপদ্যতে ভৃশং।
অভ্যাসং কুরুতে যোগী তদা সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৭৬ ॥

সাধক ব্যক্তি সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের কারণস্বরূপ যোগের অভ্যাস করিবে এবং যাহাতে অজ্ঞানোৎপত্তি না হয়, এইরূপ কার্য্য করিবে ॥ ১৭৬ ॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংযম্য বিষয়েভ্যো বিচক্ষণঃ।
বিষয়েভ্যঃ সুষুপ্ত্যেব তিষ্ঠেৎ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৭৭ ॥

যোগসাধনপটু সাধক সমুদায় ইন্দ্রিয়কে স্বস্ব বিষয় হইতে সংযত করিয়া সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষয়ে নির্লিপ্ত হইয়া সুষুপ্তের ন্যায় অবস্থিতি করিবে ॥ ১৭৭ ॥

এবমভ্যাসতো নিত্যং স্বপ্রকাশং প্রকাশতে। শ্রোতুং বুদ্ধি সমর্থার্থং নিবর্ত্তন্তে গুরোর্গিরঃ। তদভ্যাসবশাদেকং স্বতোজ্ঞানং প্রবর্ত্ততে ॥ ১৭৮ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে নিত্য যোগাভ্যাস করিলে স্বয়ংই সাধকের তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ পায়, তখন আর বুদ্ধিপরিপাকার্থ গুরুবাক্য শ্রবণের প্রয়োজন থাকে না, কেবল অভ্যাসবশতই অদ্বৈতজ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে ॥ ১৭৮ ॥

যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
সাধনাদমলং জ্ঞানং স্বয়ং স্ফুরতি তদ্ধ্রুবং ॥ ১৭৯ ॥

মন ও বাক্য বিবিধ চেষ্টা করিয়াও যে পরমাত্মাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয়, একমাত্র সাধনবলেই সেই পরমাত্মার নির্ম্মলজ্ঞান প্রকাশ পায়। অর্থাৎ জ্ঞানযোগ অভ্যাস করিলেই তত্ত্বজ্ঞান জন্মিতে পারে ॥ ১৭৯ ॥

হটং বিনা রাজযোগো রাজযোগং বিনা হটঃ।
তস্মাৎ প্রবর্ত্ততে যোগী হটে সদ্গুরুমার্গতঃ ॥ ১৮০ ॥

হটযোগ ব্যতিরেকে রাজযোগ সিদ্ধ হয় না এবং রাজযোগ ব্যতীত হটযোগের ফললাভ করা যায় না, অতএবই যোগীপুরুষেরা সদ্গুরুর উপদেশানুসারে যোগপথারূঢ় হইয়া হটযোগ সাধনে প্রবৃত্ত হইব ॥ ১৮০ ॥

স্থিতে দেহে জীবতি চ যোগ্নান্ শ্রিয়তে ভৃশং।
ইন্দ্রিয়ার্থোপভোগেষু স জীবতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৮১ ॥

যে ব্যক্তি দেহের বিদ্যমানে জীবিত থাকিয়াও যোগসাধন না করে, সে কেবল ইন্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থতার নিমিত্তই জীবিত থাকে, অর্থাৎ বিষয়ের উপভোগ করিয়া তাহার দেহ ও জীবনের শেষ হয় ॥ ১৮১ ॥

অভ্যাস-পাকপর্য্যন্তং মিতান্নং স্মরণং ভবেৎ।
অন্যথা সাধনং ধীমান্ কর্ত্তুং পারয়তীহ ন ॥ ১৮২ ॥

যোগসাধক ব্যক্তি যোগাভ্যাসের আরম্ভকাল হইতে অবসানকাল পর্য্যন্ত পরিমিত আহার করিবে, ইহার অন্যথা করিলে সুবুদ্ধি সাধকও যোগসাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারে না ॥ ১৮২ ॥

অতীব সাধুসংলাপো বদেৎ সংসদি বুদ্ধিমান্। করোতি পিণ্ডরক্ষার্থং বহ্বালাপবিবর্জ্জিতঃ। ত্যজ্যতে ত্যজ্যতে সঙ্গং সর্ব্বথা ত্যজ্যতে ভৃশং। অন্যথা ন লভেন্মুক্তিং সত্যং সত্যং ময়োদিতং ॥ ১৮৩ ॥

সুবুদ্ধি সাধক যোগসাধনকালে সভাতেও সাধু আলাপমাত্র করিবে এবং শরীররক্ষার্থ কিছুমাত্র অন্ন ভোজন করিবে, কখনও উক্ত ব্যক্তি বহু আলাপ বা বহু ভোজন করিবে না এবং সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার জনসঙ্গ পরিত্যাগ করিবে, ইহার বিপরীত আচরণ করিলে সে কখনও মুক্তিলাভ করিতে পারে না, আমার এই বাক্য সত্য সত্য জ্ঞান করিবে ॥ ১৮৩ ॥

গুপ্তৈব ক্রিয়তেঽভ্যাসঃ সঙ্গং ত্যক্ত্বা তদন্তরে। ব্যবহারায় কর্ত্তব্যো বাহ্যে সঙ্গানুরাগতঃ। স্বে স্বে কর্ম্মণি বর্ত্তন্তে সর্ব্বে তে কর্ম্মসম্ভবাঃ। নিমিত্তমাত্রং করণে ন দোষোঽস্তি কদাচন ॥ ১৮৪ ॥

যোগসাধক ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার জনসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গোপনভাবে যোগসাধন করিতে থাকিবে। কিন্তু সংসারী যোগী সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহার্থ সংসারের অনুরাগানুসারে কদাচিৎ জনসঙ্গ করিবে, কখনও সংসারে প্রগাঢ় অনুরাগ প্রদর্শন করিবে না, আপন আপন আশ্রমোচিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, কদাচ স্বাশ্রমোক্ত ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ করিবে না, যেহেতু যোগসাধন জন্য জ্ঞানও কর্ম্মসম্ভব, অতএব কর্ম্মের ফল কামনা না করিয়া জ্ঞানের নিমিত্তীভূত কর্ম্ম করিলে কোন প্রকার দোষ হইতে পারে না ॥ ১৮৪ ॥

এবং নিশ্চিত্য সুধিয়া গৃহস্থোঽপি যদাচরেৎ।
তদা সিদ্ধি মবাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৮৫ ॥

যেরূপ যোগসাধনের প্রণালী উক্ত হইল, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সুবুদ্ধি গৃহস্থ ব্যক্তিও যদি যোগসাধনে প্রবৃত্ত হয়, তথাপি সে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। এই বিষয়ে কোন বিবেচনা নাই ॥ ১৮৫ ॥

পাপপুণ্যবিনির্ম্মুক্তঃ পরিত্যক্তাঙ্গসাধকঃ। যো ভবেৎ স বিমুক্তঃ স্যাদ্গৃহে তিষ্ঠন্ সদা গৃহী। পাপপুণ্যৈর

লিপ্যেত যোগযুক্তঃ সদা গৃহী। কুর্ব্বন্নপি তদা পাপং স্বকার্য্যে লোকসংগ্রহে ॥ ১৮৬ ॥

যে সাধক পুণ্যপাপে অনাশক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক যোগসাধন করে, সেই যোগী গৃহী হইলেও গৃহে থাকিয়াই মুক্তিলাভ করিতে পারে। যে গৃহী ব্যক্তি যোগসাধনে অনুরক্ত হয়, সে কদাচ পাপ অথবা পুণ্যে লিপ্ত হয় না। গৃহস্থ যোগী লৌকিক ব্যবহারার্থ পাপজনক কর্ম্ম করিলেও পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ১৮৬ ॥

অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি মন্ত্রসাধনমুত্তমং।
ঐহিকামুষ্মিকসুখং যেন স্যাদবিরোধতঃ ॥ ১৮৭ ॥

এইক্ষণ উত্তম মন্ত্রসাধন কহিতেছি, এই মন্ত্র সাধন করিলে সাধকমাত্রই ইহকালে ও পরকালে নির্ব্বিরোধে পরম সুখ লাভ করিতে পারে ॥ ১৮৭ ॥

যস্মিন্মন্ত্রবরে জ্ঞাতে যোগসিদ্ধির্ভবেৎ খলু।
যোগেন সাধকেন্দ্রস্য সর্ব্বৈশ্বর্য্যসুখপ্রদা ॥ ১৮৮ ॥

যে মন্ত্রের পরিজ্ঞানমাত্রই নিশ্চয় সাধকের যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে, আর যোগসিদ্ধি হইলেই সেই ব্যক্তির সমস্ত ঐশ্বর্য্য ও সুখলাভ হয় ॥ ১৮৮ ॥

মূলাধারেঽস্তি যৎপদ্মং চতুর্দ্দলসমন্বিতং।
তন্মধ্যে বাগ্‌ভবং বীজং বিস্ফুরন্তং তড়িৎপ্রভং ॥১৮৯॥

মানবশরীরের মূলাধারে যে চতুর্দ্দলসমন্বিত পদ্ম আছে, ঐ পদ্মের কর্ণিকামধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাযুক্ত ও অতিশয় সমুজ্জ্বল বাগ্বীজ (ঐঁ) বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ১৮৯ ॥

হৃদয়ে কামবীজন্তু বন্ধূককুসুমপ্রভং। আজ্ঞারবিন্দে শক্ত্যাখ্যং চন্দ্রকোটিসমপ্রভং। বীজত্রয়মিদং গোপ্যং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদং। এতন্মন্ত্রত্রয়ং যোগী সাধয়েৎ সিদ্ধিসাধকঃ ॥ ১৯০ ॥

মনুষ্যদেহের হৃদয়দেশে কামবীজ (ক্লীঁ) বিদ্যমান আছে, ঐ কামবীজ বন্ধূকপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ, আর আজ্ঞাচক্রে কোটিচন্দ্রের প্রভাসম্পন্ন, শক্তিবীজের (হ্রীঁ) অবস্থিতি জানিবে। এই ত্রিবিধ বীজ অতি গোপনীয় এবং ইহকালে ভোগ ও পরকালে মোক্ষপ্রদান করে। যে যোগী ব্যক্তির যোগসিদ্ধির কামনা থাকে, তিনি উক্ত বীজত্রয় সাধন করিবেন ॥ ১৯০ ॥

এতন্মন্ত্রং গুরোর্লব্ধ্বা ন দ্রুতং ন বিলম্বিতং।
অক্ষরাক্ষরসন্ধানং নিঃসন্দিগ্ধমনা জপেৎ ॥ ১৯১ ॥

যোগসাধক ব্যক্তি পূর্ব্বে [illegible] মন্ত্রত্রয় গুরুর নিকট লাভ করিয়া নিঃসন্দেহচিত্তে জপ করিবে, [illegible] জপকালে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে, জপকার্য্য যেন অতি দ্রুত কিম্বা অতি বিলম্বে না হয়, আর মন্ত্রের অক্ষর গুলি যাহাতে সুস্পষ্ট উচ্চারিত হয় তাহাই করিতে হইবে ॥ ১৯১ ॥

তদ্গতশ্চৈকচিত্তশ্চ শাস্ত্রোক্তবিধিনা সুধীঃ।
দেব্যাস্তু পুরতোলক্ষং হুত্বা লক্ষত্রয়ং জপেৎ ॥ ১৯২ ॥

সুবুদ্ধি সাধক একাগ্রচিত্তে ও তদ্গতমানসে দেবীর সমীপে উপবেশন করিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধানে দেবীর অর্চ্চনা করতঃ উক্ত মন্ত্র তিন লক্ষ জপ ও এক লক্ষ হোম করিবে ॥ ১৯২ ॥

করবীরপ্রসূনন্তু গুড়ক্ষীরাজ্যসংযুতং।
কুণ্ডযোন্যাকৃতং ধীমান্ জপান্তে জুহুয়াৎ সুধীঃ ॥ ১৯৩॥

ধীমান সাধক পূর্ব্বোক্তপ্রকারে জপ করিয়া জপ সমাপনান্তে ত্রিকোণাকার কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া গুড়, দুগ্ধ ও ঘৃতসংযুক্ত করবীর পুষ্পদ্বারা হোম করিতে হইবে ॥ ১৯৩ ॥

অনুষ্ঠানে কৃতে ধীমান্ পূর্ব্বসেবা কৃতা ভবেৎ।
ততো দদাতি কামান্ বৈ দেবী ত্রিপুরভৈরবী ॥১৯৪॥

সুবুদ্ধি সাধক পূর্ব্বোক্তপ্রকার অনুষ্ঠান করিলে ত্রিপুরভৈরবী দেবী সেই সাধকের প্রতি প্রসন্না হন এবং সাধকের সকল অভিলাষ পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন ॥ ১৯৪ ॥

গুরুং সন্তোষ্য বিধিবল্লব্ধ্বা মন্ত্রবরোত্তমং।
অনেন বিধিনা যুক্তো মন্দভাগ্যোঽপি সিদ্ধ্যতি ॥১৯৫॥

প্রথমত গুরুদেবের সন্তোষসাধনপূর্ব্বক পূর্ব্বকথিত মন্ত্রোত্তম বিধানক্রমে গ্রহণ করিয়া যদি সাধক বিধিপূর্ব্বক সাধন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি মন্দভাগ্য হইলেও সিদ্ধিলাভ করিতে পারে ॥ ১৯৫ ॥

লক্ষমেকং জপেদ্‌যস্তু সাধকো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। দর্শনাত্তস্য ক্ষুভ্যন্তে যোষিতো মদনাতুরাঃ। পতন্তি সাধকস্যাগ্রে নির্লজ্জা ভয়বর্জ্জিতাঃ ॥ ১৯৬ ॥

যে সাধক ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া বিধানক্রমে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র এক লক্ষ জপ করে, সেই সাধককে দর্শন করিলেই যুবতীগণ মদনাতুরা হইয়া চঞ্চল হয় এবং তাহারা ভয় ও লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া সাধকের নিকট উপস্থিত হয় ॥ ১৯৬ ॥

জপ্তেন চেদ্দ্বিলক্ষেণ যে যস্মিন্ বিষয়ে স্থিতাঃ। আগচ্ছন্তি যথা তীর্থং বিমুক্তকুলবিগ্রহাঃ। দদতে তস্য সর্ব্বস্বং তস্যৈব চ বশে স্থিতাঃ ॥ ১৯৭ ॥

যে সাধক উক্ত মন্ত্র দুই লক্ষ জপ করে, তাহাকে দর্শন করিবামাত্র কামিনীগণ যে যে কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তাহারা সেই সেই কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই সাধকের নিকট আগমন করে। যেমন কোন তীর্থস্থানে গমন করিতে হইলে যুবতীগণও কৌলিক লজ্জা ও ভয় পরিত্যাগ করিয়া অভিলষিত তীর্থে গমন করে, সেইরূপ যুবতীগণ কুলশীল বিসর্জ্জন দিয়া সাধকের বশীভূতা হয় এবং তাহারা আপন আপন সর্ব্বস্ব সেই সাধককে প্রদান করে ॥ ১৯৭ ॥

ত্রিভির্লক্ষৈস্তথা জপ্তৈর্মণ্ডলীকং সমণ্ডলং।
বশমায়াতি তে সর্ব্বে নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৯৮ ॥

যদি কোন সাধক পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র তিন লক্ষ জপ করে, তাহা হইলে রাজা ও রাজ্যস্থ লোক সকল সেই সাধকের বশীভূত হয়, ইহার অন্যথা হয় না ॥ ১৯৮ ॥

ষড়্ভির্লক্ষৈর্ম্মহীপাল স এব বলবাহনঃ ॥ ১৯৯ ॥

যে সাধক পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র বিধিপূর্ব্বক ছয় লক্ষ জপ করে, সেই ব্যক্তি বলবাহনযুক্ত সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হয় ॥ ১৯৯ ॥

লক্ষৈর্দ্বাদশভির্জপ্তৈর্যক্ষরক্ষোরগেশ্বরাঃ।
বশমায়ান্তি তে সর্ব্বে আজ্ঞাং কুর্ব্বন্তি নিত্যশঃ ॥২০০॥

যদি কোন্ ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র দ্বাদশ লক্ষ জপ করে, তাহা হইলে যক্ষ, রাক্ষস ও নাগগণ তাহার বশীভূত হইয়া নিরন্তর আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া থাকে ॥ ২০০ ॥

ত্রিপঞ্চলক্ষজপ্তৈস্তু সাধকেন্দ্রস্য ধীমতঃ। সিদ্ধবিদ্যাধরাশ্চৈব গন্ধর্ব্বাপ্সরসোগণাঃ। বশমায়ান্তি তে সর্ব্বে নাত্র কার্য্যা বিচারণা। হটাৎ শ্রবণবিজ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞত্বং প্রজায়তে ॥ ২০১ ॥

কোন যোগ সাধক যদি বিধানক্রমে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পঞ্চদশ লক্ষ জপ করে, তাহা হইলে সিদ্ধ, বিদ্যাধর, যক্ষ ও অপ্সরোগণ সেই সাধকের বশীভূত হইয়া থাকে, আর হটাৎ তাহার শ্রবণবিজ্ঞান হয়, অর্থাৎ সে যাহা শ্রবণ করে, তাহাই অনায়াসে বুঝিতে পারে এবং সেই ব্যক্তি সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করে ॥ ২০১ ॥

তথাষ্টাদশভির্লক্ষৈর্দ্দেহেনানেন সাধকঃ। উত্তিষ্ঠেন্ মেদিনীং ত্যক্ত্বা দিব্যদেহস্তু জায়তে। ভ্রমতে স্বেচ্ছয়া লোকে ছিদ্রাং পশ্যতি মেদিনীং ॥ ২০২ ॥

যদি কোন সাধক পূর্ব্ব কথিত মন্ত্র অষ্টাদশ লক্ষ জপ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সশরীরে ঊর্দ্ধে গমন করিয়া দেবদেহ ধারণপূর্ব্বক পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া আপন ইচ্ছানুসারে সর্ব্বলোকে গমন করিতে পারে এবং পৃথিবীকেও সচ্ছিদ্রা দর্শন করে, অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যে গমন করিয়া পৃথিবীর মধ্যগত সকল পদার্থ জানিতে পারে ॥ ২০২ ॥

অষ্টাবিংশতিভির্লক্ষৈর্ব্বিদ্যাধরপতির্ভবেৎ। সাধকস্তু ভবেদ্ধীমান্ কামরূপো মহাবলঃ। ত্রিংশল্লক্ষৈস্তথা জপ্তৈর্ব্রহ্মবিষ্ণুসমো ভবেৎ। রুদ্রত্বং ষষ্টিভির্লক্ষৈ রমরত্বমশীতিভিঃ। কোট্যৈকয়া মহাযোগী লীয়তে পরমে পদে। সাধকস্তু ভবেদ্যোগী ত্রৈলোক্যে সোতিদুর্ল্লভঃ ॥ ২০৩ ॥

কোন যোগসাধক যদি অষ্টাবিংশতি লক্ষ মন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি কামরূপী ও বিদ্যাধরগণের অধিপতি হয়। ত্রিশলক্ষ মন্ত্র জপ করিলে সেই সাধক ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর তুল্য শক্তিশালী হয়। ষষ্টি লক্ষ জপ করিলে রুদ্রত্ব লাভ করে। অশীতিলক্ষ জপ করিলে সর্ব্বলোকের অভিরঞ্জক হয়। এককোটি মন্ত্র জপ করিলে সেই ব্যক্তি মহাযোগী হইয়া পরম পদে লয় পায়, আর যাবৎ সে দেহধারণ করে, তাবৎ সাধু যোগী ও জীবন্মুক্ত হইয়া ত্রিভুবনে বিচরণ করিতে পারে এবং সে ত্রৈলোক্যের অতি দুর্লভ হয় ॥ ২০৩ ॥

ত্রিপুরে ত্রিপুরন্ত্বেকং শিবং পরমকারণং। অক্ষয়ং তৎপদং শান্তমপ্রমেয়মনাময়ং। লভতেঽসৌ ন সন্দেহো ধীমান্ সর্ব্বমভীপ্সিতং ॥ ২০৪ ॥

দেবি ত্রিপুরে! ত্রিপুরসংজ্ঞক শিবই সাধকের পরম পদ প্রাপ্তির কারণ, সেই শিবপদই অক্ষয়, অপ্রমেয়, শান্ত ও অনাময়। যোগিগণ সতত এই পদই বাঞ্ছা করেন। সুবুদ্ধি সাধক সেই শিবপদই লাভ করেন, তাহাতেই তাহাদিগের সর্ব্বপ্রকার অভিলষিত প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ২০৪ ॥

শিববিদ্যা মহাবিদ্যা গুপ্তা চাগ্রে মহেশ্বরি।
মদ্ভাষিতমিদং শাস্ত্রং গোপনীয়মতোবুধৈঃ ॥ ২০৫ ॥

মহেশ্বরি! এই শিববিদ্যারই নাম মহাবিদ্যা। সাধক প্রথমত এই বিদ্যা গোপন করিয়া রাখিবে, আর আমি যে শাস্ত্র কহিলাম, ইহাও গোপন করিবে ॥ ২০৫ ॥

হটবিদ্যা পরং গোপ্যা যোগিনা সিদ্ধিমিচ্ছতা।
ভবেদ্বীর্য্যবতী গুপ্তা নির্ব্বীর্য্যা চ প্রকাশিতা ॥ ২০৬ ॥

যে যোগী যোগসাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ ইচ্ছা করেন, তিনি এই হট বিদ্যা গোপনে রাখিবেন। এই বিদ্যা গোপন করিয়া রাখিতে পারিলেই তাহা বীর্য্যবতী হয়, আর এই বিদ্যা প্রকাশ করিলে তাহার বীর্য্যহানি হইয়া থাকে ॥ ২০৬ ॥

য ইদং পঠতে নিত্যং আদ্যোপান্তং বিচক্ষণঃ। যোগসিদ্ধির্ভবেত্তস্য ক্রমেণৈব ন সংশয়ঃ। স মোক্ষং লভতে ধীমান্ য ইদং নিত্যমর্চ্চয়েৎ ॥ ২০৭ ॥

যে বিচক্ষণ সাধক প্রতিদিন এই শিবসংহিতাগ্রন্থ আদি হইতে অন্তপর্য্যন্ত পাঠ করে, ক্রমত তাহার যোগসিদ্ধি হয়। ইহার কোন সংশয় নাই, আর যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই গ্রন্থের পূজা করে, সেই ব্যক্তি অন্তকালে মোক্ষপদ লাভ করিতে পারে ॥ ২০৭ ॥

মোক্ষার্থিভ্যশ্চ সর্ব্বেভ্যঃ সাধুভ্যঃ শ্রাবয়েদপি।
ক্রিয়াযুক্তস্য সিদ্ধিঃ স্যাদক্রিয়স্য কথং ভবেৎ ॥ ২০৮ ॥

যাহারা মোক্ষার্থী ও সাধুশীল তাহাদিগকে এই মহাবিদ্যা শ্রবণ

করাইবে। কারণ যাহারা এই মহাবিদ্যা শ্রবণ করিয়া ক্রিয়া করে, তাহাদিগেরই সিদ্ধি হয়, আর যাহারা ক্রিয়াবিহীন, তাহাদিগের কদাচ সিদ্ধি হয় না ॥ ২০৮ ॥

তস্মাৎ ক্রিয়া বিধানেন কর্ত্তব্যা যোগিপুঙ্গবৈঃ।
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ সন্ত্যক্তান্তরসংজ্ঞকঃ। গৃহস্থঃ সকলা
শেষো মুক্তঃ স্যাদ্‌যোগসাধনে ॥ ২০৯ ॥

যেহেতু ক্রিয়াদ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয়, অতএব যোগিপ্রবরেরা বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক ক্রিয়া করিবে। যাহার চিত্ত যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট থাকে, যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়পরায়ণ নহে এবং গৃহস্থ, অথচ গৃহোচিত কার্য্যে আসক্ত নহে, সেই ব্যক্তিই যোগ সাধন করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে ॥২০৯॥

গৃহস্থানাং ভবেৎ সিদ্ধিরীশ্বরাণাং জপেন বৈ।
যোগক্রিয়াভিযুক্তানাং তস্মাৎ সংযততে গৃহী ॥ ২১০॥

গৃহস্থব্যক্তি যোগযুক্ত ও বিষয়াসক্ত হইলেও কেবল জপ করিলেই তাহাদিগের সিদ্ধি হয়, অতএব গৃহস্থ ব্যক্তিও যোগসাধনে যত্ন করিবে ॥ ২১০ ॥

গেহে স্থিত্বা পুত্রদারাদি-পূর্ণো সঙ্গং ত্যক্ত্বা চান্তরে
যোগমার্গে। সিদ্ধেশ্চিহ্নং বীক্ষ্য পশ্চাৎ গৃহস্থঃ ক্রীড়েৎ
সোবৈ সম্মতং সাধয়িত্বা ॥ ২১১ ॥

ইতীশ্বরবিরচিতা শিবসংহিতা সমাপ্তা ॥

যে গৃহস্থব্যক্তি পুত্রদারাদিযুক্ত হইয়া গৃহে থাকিলেও ঐ পুত্রদারাদির প্রতি আন্তরিক অনুরাগ পরিত্যাগ করত যোগপথে প্রবৃত্ত হয়, সেই গৃহী পরে আপন যোগসিদ্ধির চিহ্ন দর্শন করিয়া সর্ব্বদা যোগসাধনে ক্রীড়িত হয় ॥ ২১১ ॥ ইতি শিবসংহিতা সমাপ্তা।

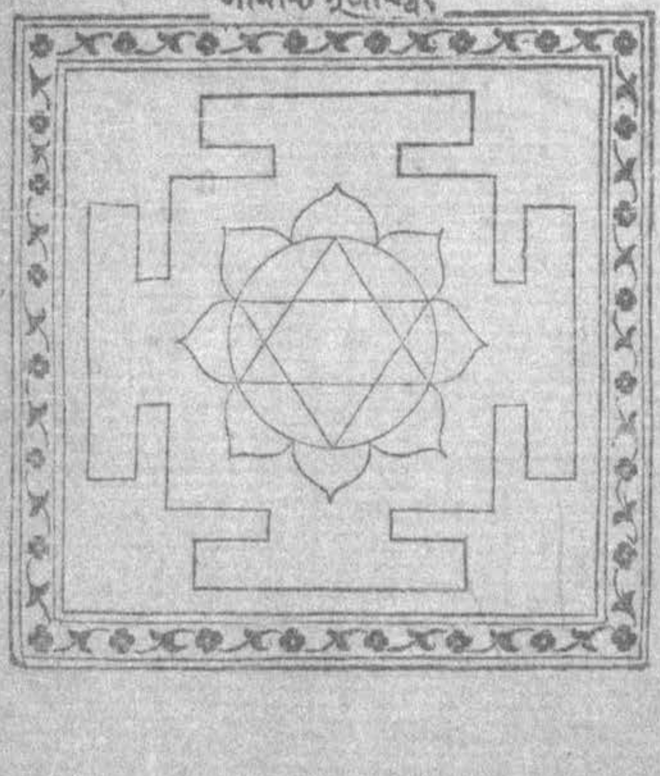
ইতি ঢাকা জিলার অন্তর্গত বুতুনীগ্রামনিবাসী শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত,
সঙ্কলিত ও প্রকাশিত অরুণোদয়নামক মাসিকপত্রিকায় শিবসংহিতা
সমাপ্ত।







সামান্য পূজাযন্ত্রং



গ্রহশান্ত্য ধারণ যন্ত্রং



ষট্‌কর্ম্মদীপিকা।

কৃত্যাদেবীং নমস্কৃত্য তথা ত্রিপুরসুন্দরীম্। ভদ্রকালীঞ্চ দেবেশীং তথা ষট্‌কর্ম্মদেবতাম্। শ্রীকৃষ্ণবিদ্যাবাগীশভট্টাচার্য্যেণ ধীমতা। ক্রিয়তে বিদুষাং প্রীত্যৈ কৃত্যাপল্লবদীপিকা॥ ক্রোধাজ্জ্বলন্তীং জ্বলনং বমন্তীং সৃষ্টিং দহন্তীং দিতিজং গ্রসন্তীং। ভীমং নদন্তীং প্রণমামি কৃত্যাং রোরূয়মাণাং ক্ষুধয়োগ্রক..ীম্। উন্মত্তভৈরবীতন্ত্রাৎ ফেৎকারীডামরাত্তথা। তথাচ মালিনীতন্ত্রাত্তথা কালোত্তরাদপি। সিদ্ধযোগীশ্বরীতন্ত্রাৎ যোগিনীজালসম্বরাৎ। সর্ব্বতন্ত্রাৎ সমাকৃষ্য ষট্‌কর্ম্মবিধিরুচ্যতে॥ পুস্তকে লিখিতা বিদ্যা যেন সুন্দরি জপ্যতে। সিদ্ধির্ন জায়তে দেবি কল্পকোটিশতৈরপি। গুরুং বিনাপি শাস্ত্রেঽস্মিন্নাধিকারঃ কথঞ্চন। অথাভিধাস্যে শাস্ত্রেঽস্মিন্ সম্যক্ ষট্‌কর্ম্মলক্ষণম্। সর্ব্বতন্ত্রানুসারেণ প্রয়োগফলসিদ্ধিদম্॥

অথ ষট্‌কর্ম্মণাং সার্ব্বকালিকত্বম্।

ষট্‌কর্ম্মণাং সার্ব্বকালিকত্বমাহ স্মৃতিঃ। নৈমিত্তিকানি কাম্যানি নিপতন্তি যথা তথা।

স্ববীর্য্যাদ্রাজবীর্য্যাচ্চ স্ববীর্য্যং বলবত্তরম্।
তস্মাৎ স্বেনৈব বীর্য্যেণ নিগৃহ্নীয়াদরীন্ দ্বিজঃ॥ ১॥

ষট্‌কর্ম্ম সকল কালেই করিতে পারে, এই বিষয়ে স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, নৈমিত্তিক কার্য্য, সকলকালেই করিতে পারে, ইহাতে কোন কালবিচারের আবশ্যকতা নাই। মনু লিখিয়াছেন যে, স্বীয় বীর্য্য ও রাজবীর্য্য, এই উভয়ের মধ্যে স্বীয় বীর্য্য প্রধান, অতএব স্বীয় বীর্য্যদ্বারা শত্রুগণকে নিগৃহীত করিবে॥ ১॥

অথ ষট্‌কর্ম্মাণি।

শান্তিবশ্যস্তম্ভনানি বিদ্বেষোচ্চাটনে তথা।
মারণান্তানি শংসন্তি ষট্‌ কর্ম্মাণি মনীষিণঃ॥ ২॥

শান্তিকর্ম্ম, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন ও মারণ, পণ্ডিতগণ এই ষড়্‌বিধ কর্ম্মকে ষট্‌কর্ম্ম বলিয়া থাকেন॥ ২॥

অথ ষট্‌কর্ম্মণাং লক্ষণম্।

রোগকৃত্যাগ্রহাদীনাং নিরাসঃ শান্তিরীরিতা।
বশ্যং জনানাং সর্ব্বেষাং বিধেয়ত্বমুদীরিতম্॥ ৩॥

যে কর্ম্মদ্বারা রো[illegible] কৃত্যা ও গ্রহাদির দোষ শান্তি হয়, তাহাকে শান্তিকর্ম্ম এবং যাহাতে [illegible]গণ বশীভূত হয়, তাহাকে বশীকরণ বলে॥ ৩॥

প্রবৃত্তিরোধঃ সর্ব্বেষাং স্তম্ভনং সমুদাহৃতং।
স্নিগ্ধানাং দ্বেষজননং মিথো বিদ্বেষ[illegible]॥ ৪॥

যে প্রক্রিয়াদ্বারা সকল প্রাণীর প্রবৃত্তি রোধ হয়, তাহার নাম স্তম্ভন এবং যাহাতে পরস্পর প্রণয়ী ব্যক্তিদিগের প্রণয় ভঞ্জন হইয়া উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিদ্বেষণ বলে॥ ৪॥

উচ্চাটনং স্বদেশাদের্ভ্রংশনং পরিকীর্ত্তিতম্। প্রাণিনাং প্রাণহরণং মারণং সমুদাহৃতম্। স্বদেবতাদিক্‌কালাদীন্ জ্ঞাত্বা কর্ম্মাণি সাধয়েৎ। স্নিগ্ধানাং পরস্পরমিত্রভাবাপন্নানাং॥ ৫॥

যে কর্ম্মদ্বারা কোন ব্যক্তিকে স্বীয় দেশাদি হইতে ভ্রষ্ট করা যায়, তাহার নাম উচ্চাটন এবং যাহাতে প্রাণিবর্গের প্রাণ বধকরা যায়, তাহাকে মারণ বলে। এই সকল কার্য্যে দেবতা, দিক্ ও কালাদি পরিজ্ঞাত হইয়া ষট্‌কর্ম্ম করিবে, তাহা হইলেই কার্য্য সফল হইয়া থাকে॥ ৫॥

অথ ষট্‌কর্ম্মণাং দেবতা।

রতির্ব্বাণী রমা জ্যেষ্ঠা দুর্গা কালী যথা ক্রমাৎ। ষট্‌ কর্ম্মদেবতাঃ প্রোক্তাঃ কর্ম্মাদৌ তাঃ প্রপূজয়েৎ॥ কালীতি ভদ্রকালী॥ ৬॥

ষট্‌কর্ম্মের দেবতা কথিত হইতেছে। শান্তিকার্য্যের দেবতা রতি, বশীকরণের দেবতা বাণী, স্তম্ভনকার্য্যের দেবতা রমা, বিদ্বেষের জ্যেষ্ঠা, উচ্চাটনের দুর্গা ও মারণকার্য্যের দেবতা ভদ্রকালী। কর্ম্মের আদিতে যথাক্রমে এই সকল দেবতার যথাবিধি পূজা করিয়া কার্য্য করিবে॥ ৬॥

অথ ষট্‌কর্ম্মণাং দিঙ্‌নিয়মঃ।

ঈশচন্দ্রেন্দ্রনির্ঋতিবায়্বগ্নীনাং দিশোমতাঃ।
ক্রমেণ ষট্‌সু কর্ম্মসু দিশঃ প্রশস্তাঃ॥ ৭॥

ষট্‌কর্ম্মের দিঙ্‌নিয়ম বলা যাইতেছে, শান্তিকার্য্যে ঈশান দিক্ প্রশস্ত, এইরূপে বশীকরণে উত্তরদিক্, স্তম্ভনে পূর্ব্বদিক্, বিদ্বেষণে নৈর্ঋতদিক্, উচ্চাটনে বায়ুকোণ, মারণে অগ্নিকোণের প্রশস্ততা জানিবে। যে যে কার্য্যে যে যে দিকের প্রশস্ততা লিখিত হইল, সেই সেই দিকে সেই সেই কর্ম্ম করিবে॥ ৭॥

অথ ষট্‌কর্ম্মণাং ঋতুকালাদিনির্ণয়ঃ।

সূর্য্যোদয়াৎ সমারভ্য ঘটিকাদশকং ক্রমাৎ। ঋতবঃ স্যু-

কানস্তাদ্যা অহোরাত্রং দিনে দিনে। বসন্তগ্রীষ্মবর্ষাশ্চ শরদ্ধেমন্তশৈশিরাঃ ॥ ৮ ॥ ঘটিকা অত্র দণ্ডরূপা।

সূর্য্যোদয় হইতে দশ দশ দণ্ড করিয়া দিবা ও রাত্রিতে বসন্তাদি ছয় ঋতু হইয়া থাকে। সূর্য্যোদয়ের পর প্রথম দশ দণ্ড বসন্ত ঋতু, তৎপর দশ দণ্ড গ্রীষ্ম, তৎপর দশদণ্ড বর্ষা, তৎপর দশদণ্ড শরৎ, তৎপর দশদণ্ড হেমন্ত ও তৎপর দশদণ্ড শিশির ঋতু জানিবে॥ ৮॥

প্রকারান্তরম্।

বসন্তশ্চৈব পূর্ব্বাহ্ণে গ্রীষ্মো মধ্যাহ্ন উচ্যতে। বর্ষা জ্ঞেয়া পরাহ্ণে তু প্রদোষে শিশিরঃ স্মৃতঃ। অ[illegible]ত্রৌ শরৎকালঃ উষা হেমন্ত উচ্যতে। অন্তে চ ঋতবঃ সর্ব্বে সায়াহ্নাদৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৯ ॥

প্রকারান্তরে দিবারাত্রিমধ্যে ঋতুকাল কথিত হইতেছে। দিবসের পূর্ব্বভাগে বসন্ত ঋতু, মধ্যাহ্নকালে গ্রীষ্ম, অপরাহ্ণে বর্ষা, প্রদোষকালে শিশির, অর্দ্ধরাত্রে শরৎ এবং উষাকালে হেমন্ত ঋতু জানিবে। এইরূপে কোন্ ঋতুর উদয় হয়, তাহা নির্ণয় করিয়া ষট্‌কর্ম্ম করিতে হইবে॥ ৯॥

হেমন্তঃ শান্তিকে প্রোক্তোবসন্তো বশ্যকর্ম্মণি। শিশিরঃ স্তম্ভনে জ্ঞেয়ো গ্রীষ্মে বিদ্বেষ ঈরিতঃ। প্রাবৃডুচ্চাটনে জ্ঞেয়ো শরন্মারণকর্ম্মণি ॥ ১০ ॥

হেমন্ত ঋতুতে শান্তি কর্ম্ম করিবে। এইরূপ বসন্ত ঋতুতে বশীকরণ, শিশিরে স্তম্ভন, গ্রীষ্মে বিদ্বেষণ, বর্ষাঋতুতে উচ্চাটন এবং শরৎ ঋতুতে মারণ কার্য্য করিবে॥ ১০ ॥

অথ ষট্‌কর্ম্মণাং তিথিবারনিয়মমাহ।

প্রয়োক্তব্যানি বিধিনা তচ্চ সংপ্রোচ্যতেঽধুনা। দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া চ পঞ্চমী সপ্তমী তথা। বুধেজ্যাকাব্যসোমাশ্চ শান্তিকর্ম্মণি কীর্ত্তিতাঃ ॥ গুরুচন্দ্রযুতা ষষ্ঠী চতুর্থী চ ত্রয়োদশী। নবমী পৌষ্টিকে শস্তা চাষ্টমী দশমী তথা। পুষ্টির্ধনজনাদীনাং বর্দ্ধনং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ১—২ ॥

এইরূপ ষট্‌কর্ম্মের তিথিবারনিয়ম কথিত হইতেছে। দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী ও সপ্তমী এই চারি তিথি এবং বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও সোম এই চারিবার শান্তিকর্ম্মে প্রশস্ত। বৃহস্পতি কিম্বা সোমবারযুক্ত ষষ্ঠী, চতুর্থী, ত্রয়োদশী, নবমী, অষ্টমী কিম্বা দশমী তিথিতে পুষ্টি কর্ম্ম করিবে। যে কর্ম্ম দ্বারা ধনজনাদির বৃদ্ধি হয়, তাহাকে পুষ্টিকর্ম্ম বলে॥ ১—২॥

দশম্যেকাদশী চৈব ভানুশুক্রদিনে তথা। আকর্ষণে ত্বমাবস্যা নবমী প্রতিপত্তথা॥ পৌর্ণমাসী মন্দভানুযুক্তা বিদ্বেষকর্ম্মণি। ষষ্ঠী চতুর্দ্দশী তদ্বদষ্টমীমন্দবারকাঃ। উচ্চাটনে তিথিঃ শস্তা প্রদোষেষু বিশেষতঃ ॥ ৩—৪ ॥

দশমী, একাদশী, অমাবস্যা, নবমী অথবা প্রতিপদ্ তিথিতে ও রবি কিম্বা শুক্রবারে আকর্ষণ কার্য্য করিবে। বিদ্বেষণ কার্য্যে শনি কিম্বা রবিবারযুক্ত পূর্ণিমা তিথি প্রশস্ত। ষষ্ঠী, চতুর্দ্দশী এবং অষ্টমী এই তিন তিথি ও শনিবার উচ্চাটন কার্য্যে প্রশস্ত। বিশেষত প্রদোষ সময়েই উচ্চাটন কার্য্য করা বিধেয়॥ ৩—৪॥

চতুর্দ্দশ্যষ্টমী কৃষ্ণা অমাবস্যা তথৈব চ। মন্দারার্কদিনোপেতা শস্তা মারণকর্ম্মণি॥ বুধচন্দ্রদিনোপেতা পঞ্চমী দশমী তথা। পৌর্ণমাসী চ বিজ্ঞেয়া তিথিস্তম্ভনকর্ম্মণি ॥ ৫—৬ ॥

কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী, অষ্টমী কিম্বা অমাবস্যা তিথিতে এবং শনি, মঙ্গল অথবা রবিবারে মারণ কার্য্য করিবে। বুধ কিম্বা সোমবারে এবং পঞ্চমী, দশমী অথবা পূর্ণিমা তিথিতে স্তম্ভন কার্য্য করা কর্ত্তব্য॥ ৫—৬॥

শুভগ্রহোদয়ে কুর্য্যাদশুভান্যশুভোদয়ে।
রৌদ্রকর্ম্মাণি রিক্তার্কে মৃত্যুযোগে চ মারণম্ ॥ ৭ ॥

শুভগ্রহের উদয়ে শান্তিপুষ্ট্যাদি শুভকার্য্য এবং অশুভগ্রহের উদয়ে মারণাদি অশুভ কার্য্য করিবে। বিদ্বেষণ ও উচ্চাটনাদি ক্রূরকার্য্যসকল রবিবার রিক্তা তিথিতে করিবে এবং মৃত্যুযোগেতে মারণ কার্য্য করা বিধেয়॥ ৭॥

অথ ষট্‌কর্ম্মণাং নক্ষত্রনিয়মমাহ।

স্তম্ভনং মোহনঞ্চৈব বশীকরণমুত্তমম্। মাহেন্দ্রে বারুণে চৈব কর্ত্তব্যমিহ সিদ্ধিদম্॥ জ্যেষ্ঠা চৈবোত্তরাষাঢ়া চানুরাধা চ রোহিণী। মাহেন্দ্রমণ্ডলং হ্যেতৎ সর্ব্বকর্ম্মপ্রসিদ্ধিদম্॥ স্বাত্যুত্তরভাদ্রপদা মূলা শতভিষা তথা। পূর্ব্বভাদ্রপদাশ্লেষা জ্ঞেয়া বারুণমধ্যগাঃ। পূর্ব্বাষাঢ়া তু তৎকর্ম্মসিদ্ধিদা শম্ভুনা স্মৃতা॥ ৮—১০॥

স্তম্ভন, মোহন ও বশীকরণ এই ত্রিবিধ কার্য্য মাহেন্দ্র ও বারুণ মণ্ডলমধ্যগত নক্ষত্রে করিলে কার্য্য সফল হয়। জ্যেষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া, অনুরাধা ও রোহিণী এই সকল নক্ষত্র মাহেন্দ্র মণ্ডলস্থিত। উত্তরভাদ্রপদ, মূলা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও অশ্লেষা এই সকল নক্ষত্র বারুণ মণ্ডল মধ্যগত। এই সকল নক্ষত্রে কার্য্য করিলে সেই কার্য্য সফল হইয়া থাকে। আর পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে উক্ত কার্য্য সকল করিলেও কার্য্য সিদ্ধি হয় এই কথা মহাদেব বলিয়াছেন॥ ৮—১০॥

বিদ্বেষোচ্চাটনং বহ্নিবায়ুযোগে চ কারয়েৎ। স্বাতী হস্তা মৃগশিরা চিত্রা চোত্তরফল্গুনী। পুষ্যা পুনর্ব্বসুর্ব্বহ্নিমণ্ডলস্থাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ অশ্বিনী ভরণী আর্দ্রা ধনিষ্ঠা শ্রবণা মঘা। বিশাখা কৃত্তিকা পূর্ব্বফল্গুনী রেবতী তথা। বায়ুমণ্ডলমধ্যস্থাস্তত্তৎকর্ম্মপ্রসিদ্ধিদাঃ॥ ১১—১২॥

বিদ্বেষণ ও উচ্চাটন কর্ম্ম বহ্নিমণ্ডলস্থিত ও বায়ুমণ্ডলস্থিত নক্ষত্রে করিবে। স্বাতী, হস্তা, মৃগশিরা, চিত্রা, উত্তরফল্গুনী, পুষ্যা ও পুনর্ব্বসু এই সকল নক্ষত্র বহ্নিমণ্ডলমধ্যস্থিত। আর অশ্বিনী, ভরণী, আর্দ্রা, ধনিষ্ঠা, শ্রবণা, মঘা, বিশাখা, কৃত্তিকা, পূর্ব্বফল্গুনী ও রেবতী এই সকল নক্ষত্র বায়ুমণ্ডলমধ্যস্থিত। যে যে কার্য্যে যে যে নক্ষত্র উক্ত হইল, সেই সেই নক্ষত্রে সেই সেই কার্য্য করিলেই সিদ্ধিপ্রদ হয়॥ ১১—১২॥

কাঃ বিশেষঞ্চ।

বশ্যং পূর্ব্বেঽহ্নি মধ্যাহ্নে বিদ্বেষোচ্চাটনং তথা।
শান্তিপুষ্টী দিনস্যান্তে সন্ধ্যাকালে চ মারণম্‌ ॥ ১ ॥

দিবসের পূর্ব্বভাগে বশীকরণ, মধ্যভাগে বিদ্বেষণ ও উচ্চাটন, শেষভাগে শান্তি ও পুষ্টি কর্ম্ম এবং সন্ধ্যাকালে মারণ কর্ম্ম করিবে ॥ ১ ॥

অথ ষট্‌কর্ম্মণাং লগ্ননিয়মমাহ।

কুর্য্যাচ্চ স্তম্ভনং কর্ম্ম হর্য্যক্ষে বৃশ্চিকোদয়ে। দ্বেষোচ্চাটনিকং কর্ম্ম কুলীরে বা তুলোদয়ে। মেষকন্যাধনুর্ম্মীনে বশ্যশান্তিকপৌষ্টিকম্‌। মারণোচ্চাটনে চাপৌ রিপুভেদবিনিগ্রহে ॥ ১ ॥

... র্ম্মের বিহিত লগ্ন কথিত হইতেছে। সিংহ কিম্বা বৃশ্চিক লগ্নে স্তম্ভন, ... কিম্বা তুলা লগ্নে বিদ্বেষণ ও উচ্চাটন; মেষ, কন্যা, ধনু অথবা মীন লগ্নে বশীকরণ, শান্তি কর্ম্ম ও পুষ্টিকর্ম্ম করিবে এবং মারণ, উচ্চাটন ও শত্রুনিবারণাদি কার্য্যেও মেষ, কন্যা, ধনু ও মীনলগ্ন প্রশস্ত ॥ ১ ॥

অথ ভূতোদয়ে ষট্‌কর্ম্মনিয়মো যথা।

জলং শান্তিবিধৌ শস্তং বশ্যে বহ্নিরুদীরিতঃ। স্তম্ভনে পৃথিবী শস্তা বিদ্বেষে ব্যোম কীর্ত্তিতম্‌। উচ্চাটনে স্মৃতো বায়ুর্ মারণে মতঃ। তত্তদ্‌ভূতোদয়ে সম্যক্‌ তত্ত... সংযুতম্‌। তত্তৎ কর্ম্ম বিধাতব্যং মন্ত্রিণা নিশ্চিতাত্ম...

অনন্তর ষট্‌কর্ম্মের তত্ত্বনিয়ম কথিত হইতেছে। ... উদয়ে শান্তিকর্ম্ম, বহ্নিতত্ত্বের উদয়ে বশীকরণ, পৃথ্বীতত্ত্বের ... স্তম্ভন, আকাশতত্ত্বের উদয়ে বিদ্বেষণ, বায়ুতত্ত্বের উদয়ে উচ্চাটন এবং পৃথ্বীতত্ত্ব অথবা বহ্নিতত্ত্বের উদয়ে মারণ কর্ম্ম ... প্রকারে তত্ত্বের উদয় বিবেচনা করিয়া যে যে তত্ত্বোদয়ে যে যে ক... সেই সেই তত্ত্বোদয়ে সেই সেই কর্ম্ম করিবে। যে তত্ত্বের উদ... ... উক্ত হইয়াছে, সেই তত্ত্বের মণ্ডল করিয়া সেই কার্য্য করি... ॥ ১ ॥

পরচক্রভয়াদৌ বা তীব্ররূপে ... য়ে।
ন কালনিয়মোপ্যাঃ প্রয়ো... ... ॥ ১ ॥

শত্রু ভয় অথবা অন্য কোন প্রকা... ... স্থিত হইলে তাহা নিবারণার্থ কার্য্য করিতে হইলে তাহাতে ... করিবে না। যখন এইরূপ বিপদ উপস্থিত দেখিবে, তখন ... কার্য্য করিবে ॥ ২ ॥

অথ ষট্‌কর্ম্মদিঙ্‌নিয়মস্ত ...

ইন্দ্রে স্তম্ভনমুচ্চাটমগ্নৌ ... । যাম্যে রক্ষসি বিদ্বেষঃ শান্তির্বারুণবায়বে। ... মরুদ্ভাগে যথেষ্ট কলহবিগ্রহৌ। কুর্ব্বীত নৈর্‌ঋ... ... ক্ষোভস্তদ্‌ব্রহ্মণঃ পদে। ব্রহ্মণঃ পদে ঐশান্যামিত্যর্থ ॥ ...

ষট্‌কর্ম্মের দিঙ্‌নিয়মপ্রমাণ ... কথিত ... কথিত হইতেছে। পূর্ব্বদিকে ...

অভিচার কার্য্যে অগ্নিদিক্‌ প্রশস্ত। দক্ষিণদিকে ... পশ্চিমে ও বায়ুকোণে শান্তিকর্ম্ম করিবে। কুলোদ্বেগ বিগ্রহাদিতে নৈঋতকোণ প্রশ... ... । যে ... সেই সকল কর্ম্ম ঈশানকোণে করিবে ॥ ১ ॥

অথ ষট্‌কর্ম্মণাং বর্ণ...

বশ্যে চাকর্ষণে ক্ষোভে রক্ত... শান্তৌ পুষ্টৌ, চাপ্যায়নে সিত... মুচ্চাটনে স্মৃতম্‌। উন্মাদে শত... শত্রুগোপো রক্তবর্ণকীটবিশে...

বশীকরণ, আকর্ষণ ও ক্ষো... বিষনিবারণ, শান্তিকরণ ... ধূম্রবর্ণ, উন্মাদকরণে ...

উ...

উ...

... দেবতাকে উত্থিত চিন্তা ...

... তত্তৎ কার্য্যোক্ত দেবতাকে ...

অথ ষট্‌কর্ম্মণাং সাত্ত্বিকাদৌ ...

আসীনং শ্বেতরূপস্থ সাত্ত্বিকে ... পীতবর্ণং রক্তং শ্যামমুদাহৃতং। যানস্থ... তামস উচ্যতে ॥ ১ ॥

সাত্ত্বিককার্য্যে উপবিষ্ট ও শ্বেতবর্ণ, রাজসকার্য্যে পীত, শ্যামবর্ণ এবং তামসকার্য্যে যানমার্গস্থিত ও কৃষ্ণবর্ণ চিন্তা করিবে ॥ ১

সাত্ত্বিকং মোক্ষকামানাং রাজসং রাজ্যমিচ্ছতাম্‌। তামসং শত্রুনাশার্থং সর্ব্বব্যাধিনিবারণম্‌। সর্ব্বোপদ্রবনাশার্থং তামসন্তু বিচিন্তয়েৎ ॥ ২ ॥

মোক্ষকামী ব্যক্তি সাত্ত্বিক ও রাজ্যাভিলাষী রাজসকার্য্য করিবে। শত্রুনাশার্থ ও সর্ব্বরোগ নিবারণার্থ এবং সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব শান্ত্যর্থ তামসকার্য্য করা কর্ত্তব্য ॥ ২ ॥

অথ মন্ত্রস্যাধিষ্ঠাতৃদেবতামাহ।

রুদ্রোরগার্ক গন্ধর্ব্বযক্ষরক্ষোঽহিকিন্নরাঃ। পিশাচ ভূতদৈত্যেন্দ্রসিদ্ধাঃ কিংপুরুষাসুরাঃ। সর্ব্বেষামপি মন্ত্রাণাং এতে পঞ্চদশ স্মৃতাঃ। কেচিদষ্টাদশ প্রাহুঃ সমস্তানাং নৃণাং মতাঃ ॥ ১ ॥

মন্ত্রসকলের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা কথিত হইতেছে। রুদ্র, মঙ্গল, গরুড়, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, কিন্নর, পিশাচ, ভূত, দৈত্য, ইন্দ্র, সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও অসুর এই পঞ্চদশ দেবতা সর্ব্বপ্রকার মন্ত্রের অধিষ্ঠাতা। কোন কোন গ্রন্থকারের মতে অষ্টাদশপ্রকার দেবতা মন্ত্রের অধিষ্ঠাতা উক্ত আছে ॥ ১ ॥

অথ মন্ত্রাণাং বর্ণসংখ্যাভেদে সংজ্ঞামাহ।

ক্রূরাঃ শনিঃ পঞ্চবর্ণৈঃ ষড়্‌ভির্বর্ণৈস্তু শৃঙ্খলঃ। ক্রমতঃ

[illegible] ঙ্গর্বভিঃ পবিঃ। শক্তিশ্চ দশভিশ্চৈকা-
[illegible] । চক্রং [illegible] ন্দশভিরুর্ণৈঃ কুলিশঃ স্মাক্ষয়ো-
[illegible] নারাচে [illegible] ত্রী পঞ্চবর্ণকঃ। পদ্মং
[illegible] ত কর্ত্তরী। ভেদে তু কথিতা সূচী
[illegible] ষং ক্ষোভনে বন্ধে শৃঙ্খলঃ ক্রকচ-
[illegible] শক্তিং বন্ধে চ কর্ম্মণি।
[illegible] গাঙ্গরঃ। উৎসাদে কুলিশঃ
[illegible] সূচী। মারণে পদ্মং শান্তি-
[illegible] র্ম্ম সর্ব্বত্রৈব প্রয়োজয়েৎ।
[illegible] ম্‌। সহস্রাক্ষরমন্ত্রাদেঃ
[illegible] উচ্চাটে।

[illegible] চী, অক্ষর মন্ত্রের
[illegible] র সংজ্ঞা ক্রুর, ষড়-
[illegible] অক্ষর মন্ত্রের সংজ্ঞা
[illegible] একাদশাক্ষর
[illegible] চক্র, ত্রয়োদশ [illegible] মন্ত্রের সংজ্ঞা
[illegible] নারাচ, পঞ্চদশাক্ষর মন্ত্রের
[illegible] র জানিবে। এইরূপ কোন্‌ ক [illegible]
[illegible] ছে। মন্ত্রচ্ছেদে কর্ত্তরী মন্ত্র প্রশস্ত ; এ [illegible]
[illegible] কায়, ক্ষোভণে মুষল, বন্ধনে শৃঙ্খল, ছেদনে
[illegible] স্তম্ভনে বজ্র, বন্ধনে শক্তি, বিদ্বেষে পরশু, সর্ব্ব-
[illegible] কুলিশ, সৈন্যভেদে নারাচ, মারণে ভুষুণ্ডী এবং
[illegible] কর্ম্মে পদ্মমন্ত্র প্রশস্ত জানিবে। এই সকল শান্ত্যাদি কর্ম্ম
[illegible] বিরোধি অর্থাৎ দক্ষিণাচারে উক্ত কার্য্য সকল করা কর্ত্তব্য ॥ ১ ॥

অথ কার্য্যবিশেষে যোজনপল্লবাদিনির্ণয়ঃ।

পঞ্চাশদ্বর্ণরূপাস্যা মাতৃকা পরমেশ্বরী। তত্রোৎপন্না মহা-কৃত্যা ত্রৈলোক্যভয়দায়িনী। যথা কামোজ্জপঃ কার্য্যোমন্ত্রাণা-মপি মে শৃণু ॥ ১ ॥

মাতৃকা দেবী পঞ্চাশদ্বর্ণরূপা, ঐ সকল বর্ণ হইতে উৎপন্ন মন্ত্র ত্রিভুবনের ভয় নিবারণ করে এবং মনুষ্যগণ যে কামনায় মন্ত্রজপ করে, তাহার সেই কামনা পূর্ণ হয় ॥ ১ ॥

মন্ত্রাদৌ যোজনং নাম্নঃ পল্লবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। মারণে বিদ্বসংহারে গ্রহভূতনিবারণে। উচ্চাটনে চ বিদ্বেষে পল্লবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ মন্ত্রান্তে নামসংস্থানং যোগইত্যভিধীয়তে। শান্তিকে পৌষ্টিকে বশ্যে প্রায়শ্চিত্তবিশোধনে। মোহনে দীপনে যোগঃ প্রযুঞ্জন্তি মনীষিণঃ। স্তম্ভনোচ্চাটনোচ্ছেদ-বিদ্বেষেষু স চোচ্যতে ॥ ২ ॥

মন্ত্রসকল দুই প্রকার, পল্লব ও যোজন ; যে মন্ত্রের আদিতে নামযুক্ত থাকে, সেই মন্ত্রকে পল্লব মন্ত্র বলে। মারণ, সংহার, গ্রহভূতাদিনিবারণ, উচ্চাটন ও বিদ্বেষণ এই সকল কার্য্যে প [illegible] ব মন্ত্র প্রশস্ত। যে মন্ত্রের অন্তে নাম যুক্ত থাকে তাহার নাম যোজন [illegible]। শান্তিকর্ম্ম, পুষ্টিকর্ম্ম, বশীকরণ, প্রায়শ্চিত্ত ও মোহন ইত্যাদি কার্য্যে পণ্ডিতগণ যোজন মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন এবং স্তম্ভন, উচ্চাটন ও বিদ্বেষণ কার্য্যেও ঐ যোজন মন্ত্র প্রশস্ত জানিবে ॥ ২ ॥

নাম আদ্যন্তমধ্যেষু মন্ত্রঃ স্যাদ্রোধ উচ্যতে। মন্ত্রাভিমুখীকরণে সর্ব্বব্যাধিনিবারণে। জ্বরগ্রহবিষাদ্যার্ত্তি শান্তিকে [illegible] স চোচ্যতে। সম্মোহনে স এবাথ মন্ত্রাণামক্ষরাণি চ ॥ ৩ ॥

নামের আদি, মধ্য ও অন্তে মন্ত্র থাকিলে তাহাকে রোধমন্ত্র বলা যায়। এই মন্ত্র অভীমুখীকরণ, সর্ব্বরোগ নিবারণ ও জ্বরগ্রহবিষপীড়াদি শান্তি এই সকল কার্য্যে প্রশস্ত। সম্মোহনেও উক্ত রোধ মন্ত্রদ্বারা কার্য্য ক [illegible]

একৈকান্তরিতং যত্ত্ প্রথনং পরিকীর্ত্তিতম্। তন্ [illegible] বিধাতব্যং নামাদ্যক্ষ যথা মনুঃ। তৎ সংপুটং [illegible] কীলনে পরিভাষিতম্। স্তম্ভে মৃত্যুঞ্জয়ে ইন্দ্রেরক্ষাদিষু চ সংপুটম্ ॥ ৪ ॥ নাম্ন আদৌ অনুলোমেন অন্তে বিলোমক্রমেণ ইতি ভাবঃ ॥

যাহাতে নামের এক এক অক্ষরের পর মন্ত্র থাকে তাহাকে প্রথন মন্ত্র [illegible]। এই মন্ত্র শান্তিকার্য্যে প্রশস্ত এবং যে স্থলে নামের আদিতে অনু [illegible] নামের অন্তে বিলোমে মন্ত্র থাকে, তাহাকে সংপুট মন্ত্র বলে। এই [illegible] কার্য্য করিবে এবং স্তম্ভন, মৃত্যুনিবারণ ও রক্ষাদিকার্য্যেও এই সংপুট [illegible] ॥ ৪ ॥

মন্ত্রম [illegible] সর্ব্বং সাধ্যসংজ্ঞামনন্তরম্। বিপরীতং পুনশ্চান্তে মং [illegible] ॥ ইতি বচনানুসারাৎ সাধ্য-নামাদৌ অনুলো [illegible] বিলোমেন মন্ত্রাক্ষরাণি [illegible] তব্যানি ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

পুনর্ব্বার প্রকারান্তরে সংপুট [illegible] হইতেছে। অগ্রে মন্ত্রাক্ষর সকল অনুলোমে উচ্চারণ করিয়া তৎপ [illegible] ধ্যনাম উল্লেখ করিবে এবং তদনন্তর পুনর্ব্বার মন্ত্রাক্ষর সকল বিলো [illegible] ঠ করিবে ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্ণদ্বন্দ্বমেকৈকং [illegible] অক্ষরং ক্রমাৎ।
কথ্যতে সবিদর্ভ [illegible] পৌষ্টিকে ॥ ৬ ॥

মন্ত্রের দুই দুইটি অক্ষর [illegible] সাধ্যনামের দুই দুইটি অক্ষর ক্রমশঃ পাঠ করিলে তাহাকে স [illegible] বিদর্ভ মন্ত্র ব [illegible] এই মন্ত্র বশীকরণ, আকর্ষণ ও পুষ্টি কার্য্যে প্রশস্ত ॥ [illegible] ॥

অথ ক [illegible] র্য্যবিশেষে হুঁ ফট্‌ বষড়াদীনি।

বন্ধনোচ্চাটনে [illegible] মে সংপ্রীতে হুঁ পদং জপেৎ। কট্‌কার ছেদনে হুঁ ফট্‌ রিষ্টি [illegible] বারণে। পুষ্টৌ চাপ্যায়নে বৌষট্‌ বোধনে মলিনী [illegible] অগ্নিকার্য্যে জপেৎ স্বাহাং নমঃ সর্ব্ব চার্চ্চ [illegible] ॥ ৭ ॥

[illegible] কান [illegible] হুঁ, ফট্‌, বষট্‌ ও নমঃ শব্দের প্রয়োগ

করিতে হইবে, তাহা কথিত হইতেছে। বন্ধন, উচ্চাটন ও বিদ্বেষণ-কার্য্যে হুঁ এই মন্ত্র জপ করিবে। ছেদনে ফট্ এই মন্ত্র, গ্রহরিষ্ট নিবারণে হুঁ ফট্, পুষ্টিকার্য্যে ও শান্তিকরণে বৌষট্, অগ্নিকার্য্যে অর্থাৎ হোমাদিতে স্বাহা, এই মন্ত্রে কার্য্য করিবে। সর্ব্বপ্রকার পূজাতে নমঃ শব্দ প্রয়োগ করিবে ॥ ৭ ॥

শান্তিপুষ্টিবশদ্বেষাকৃষ্ট্যুচ্চাটনমারণে। স্বাহা স্বধা বষট্ হুঁ চ বৌষট্ ফট্ যোজয়েৎ ক্রমাৎ। বশ্যাকর্ষণসন্তাপজ্বরে স্বাহাং প্রকীর্ত্তয়েৎ। ক্রোধোপশমনে শান্তৌ প্রীতৌ যোজ্যং নমো বুধৈঃ। বৌষট্ সম্মোহনোদ্দীপপুষ্টিমৃত্যুঞ্জয়েষু চ। হুংকারং প্রীতিনাশে চ ছেদনে মারণে তথা। উচ্চাটনে চ বিদ্বেষে বৌষট্ চাঙ্গীকৃতৌ বষট্। মন্ত্রোদ্দীপনকার্য্যেষু লাভালাভে বষট্ স্মৃতম্ ॥ ৮ ॥

শান্তিকার্য্যে ও পুষ্টিকর্ম্মে, স্বাহা এই মন্ত্র প্রয়োগ করিবে, এই প্রকার বশীকরণে স্বধা, বিদ্বেষণে বষট্, আকর্ষণে হুঁ, উচ্চাটনে বৌষট্ ও মারণে ফট্ এই মন্ত্রে পূজাদি করিতে হয় এবং উক্ত মন্ত্রে বশীকরণ, আকর্ষণ ও জ্বর সন্তাপ নিবারণ এই সকল কার্য্যও করিবে। ক্রোধনিবারণ, শান্তি-কার্য্য ও প্রীতিবর্দ্ধন এই সকল কার্য্যে পণ্ডিতগণ নমঃ শব্দ প্রয়োগ করেন। সম্মোহন, উদ্দীপন, পুষ্টিকার্য্য ও মৃত্যুনিবারণ এই সকল কার্য্যে বৌষট্, প্রণয়ভঞ্জন, ছেদন ও মারণে হুঁ, উচ্চাটনে ও বিদ্বেষণে, বৌষট্, অঙ্গীকরণে বষট্, মন্ত্রচৈতন্য ও লাভালাভাদি কার্য্যে বষট্ এই মন্ত্র প্রয়োগ করিবে ॥ ৮ ॥

অথ স্ত্রীপুংনপুংসকমন্ত্রনিয়মমাহ।

স্ত্রীপুংনপুংসকত্বেন ত্রিধা স্যুর্মন্ত্রজাতয়ঃ। স্ত্রীমন্ত্রা বহ্নি-জায়ান্তা নমোহন্তাশ্চ নপুংসকাঃ। হুঁ ফট্ পুমাংস ইত্যুক্তা বশ্যশান্ত্যভিচারকে। ক্ষুদ্রক্রিয়াত্যাপধ্বংসে স্ত্রিয়োহন্যত্র নপুংসকাঃ ॥ ৯ ॥

মন্ত্রের স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক সংজ্ঞা কথিত হইতেছে। মন্ত্র সকল তিন প্রকার, স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক। যে সকল মন্ত্রের অন্তে স্বাহা এই শব্দ আছে, সেই সকল মন্ত্র স্ত্রীসংজ্ঞক, আর যে যে মন্ত্রের অন্তে নমঃ এই শব্দ আছে তাহারা নপুংসক এবং যে সকল মন্ত্রের অন্তে হুঁ ফট্ এই শব্দ আছে, সেই সকল মন্ত্র পুরুষ। বশীকরণ, শান্তিকার্য্য অভিচার এই সকল কার্য্যে পুরুষ মন্ত্র, ক্ষুদ্র ক্রিয়াদি বিনাশে স্ত্রীমন্ত্র, ইহার অন্যত্র স্থলে নপুংসক মন্ত্র প্রশস্ত ॥ ৯ ॥

তারান্ত্যাগ্নিবিয়প্রায়োমন্ত্র আগ্নেয় উচ্যতে। সৌম্যাশ্চ মনবঃ প্রোক্তা ভূয়িষ্ঠেন্দ্বমৃতাক্ষরাঃ ॥ আগ্নেয়মন্ত্রাঃ সৌম্যাঃ স্যুঃ প্রায়শোহন্তে নমোহন্বিতাঃ মন্ত্রঃ শান্তোহপি রৌদ্রত্বং হুঁ ফট্ পল্লবিতো যদি ॥ সুপ্তঃ প্রবুধ্যমানোহপি মন্ত্রঃ সিদ্ধিং ন গচ্ছতি। স্বাপকালো বামবাহো জাগরো দক্ষিণাবহঃ। স্বপকালে তু মন্ত্রস্য জপো ন চ ফলপ্রদঃ ॥ আগ্নেয়াঃ সংপ্রবু-ধ্যন্তে প্রাণে চরতি দক্ষিণে। বামে চরতি সৌম্যাশ্চ প্রবুদ্ধা মন্ত্রিণাং সদা ॥ নাড়ীদ্বয়গতে প্রাণে সর্ব্বে বোধং প্রয়ান্তি চ। প্রয়চ্ছন্তি ফলং সর্ব্বে প্রবুদ্ধা মন্ত্রিণাং সদা ॥ ১০ ॥

যে মন্ত্রের অন্তে ওঁ শব্দ আছে, তাহাকে আগ্নেয় মন্ত্র বলে। আর যে মন্ত্রে ইন্দু ও অমৃতাক্ষর থাকে তাহাকে সৌম্যমন্ত্র বলা যায়। আগ্নেয় মন্ত্রের অন্তে নমঃ শব্দ থাকিলে তাহাকেও সৌম্যমন্ত্র বলা যায়। সৌম্য মন্ত্র পল্লবিত হইলে তাহাকে আগ্নেয় বলে। সুপ্তমন্ত্র কদাচ সিদ্ধ হয় না। বামনাসায় শ্বাসবহনকালে নিদ্রাবস্থা এবং দক্ষিণনাসায় শ্বাসবহনকালে মন্ত্রের জাগ্রদবস্থা হয়। মন্ত্রের নিদ্রাকালে জপ করিলে সেই জপ ফলপ্রদ হয় না। দক্ষিণনাসায় শ্বাসবহন কালে আগ্নেয় মন্ত্র ও বামনাসা বহনকালে সৌম্যমন্ত্র প্রবুদ্ধ থাকে এবং উভয় নাড়ীর বহন সময়ে সকল মন্ত্রই প্রবুদ্ধ থাকে। প্রবুদ্ধ মন্ত্র জপ করিলেই ফল সিদ্ধ হয় ॥ ১০ ॥

অথ আসনানি।

আসনানি প্রবক্ষ্যামি কর্ম্মণাং বিহিতান্যপি। পদ্মাসনং পৌষ্টিকে তু শান্তিকে স্বস্তিকাসনম্। আকৃষ্টে পৌষ্টিকে তদ্বদ্বিদ্বেষে কুক্কুটাসনম্। অর্দ্ধস্বস্তিকমুচ্চাটে অর্দ্ধস্থাপনপার্ষ্ণিকম্। মারণে স্তম্ভনে তদ্বদ্বিকটং পরিকীর্ত্তিতম্। বশ্যে ভদ্রাসনং তেষাং কথ্যতে চাথ ভাবনা ॥

অনন্তর ষট্ কর্ম্মের বিহিত আসন সকল কথিত হইতেছে। পুষ্টিকর্ম্মে পদ্মাসন, শান্তিকার্য্যে স্বস্তিকাসন, আকর্ষণ, পুষ্টিকর্ম্ম ও বিদ্বেষণে কুক্কুটা-সন, উচ্চাটনে অর্দ্ধ স্বস্তিকাসন, মারণ ও স্তম্ভনে বিকটাসন ও বশী-করণে ভদ্রাসন প্রশস্ত ॥

অথ বিকটকুক্কুটাসনয়োর্লক্ষণম্ যথা।

জান্বোর্জঙ্ঘান্তরালেষু ভুজযুগ্মং প্রবেশয়েৎ। বিকটাসনমেতৎ স্যাত্দুপবিশ্যোৎকটাসনে। কুক্কুটাসনমেব সমপাদদ্বয়ং ততঃ। বশ্যে মেষাসনং প্রোক্তং আকৃষ্টৌ ব্যাঘ্রচর্ম্মণি। উষ্ট্রাসনং তথোচ্চাটে বিদ্বেষে তুরগাসনম্। মারণে মহিষং চর্ম্ম মোক্ষে গজাজিনং ভবেৎ। অথবা কম্বলং রক্তং সর্ব্ব-কর্ম্মসু কারয়েৎ ॥

বিকট ও কুক্কুট আসনের লক্ষণ কথিত হইতেছে। জানু ও জঙ্ঘার মধ্যভাগে ভুজদ্বয় প্রবেশিত করিলে বিকটাসন হয়। বিকটাসন করিয়া পাদদ্বয়কে সমভাবে রাখিয়া জানুমধ্যে হস্তদ্বয় প্রবিষ্ট করিলে, এইরূপ আসনকে কুক্কুটাসন বলে। বশীকরণে মেষচর্ম্মে, আকর্ষণে ব্যাঘ্র-চর্ম্মে, উচ্চাটনে উষ্ট্রচর্ম্মে, বিদ্বেষণে ঘোটকচর্ম্মে, মারণকার্য্যে মহিষচর্ম্মে, মোক্ষসাধনে গজচর্ম্মে উপবেশন করিয়া কর্ম্ম করিবে এবং সর্ব্বকর্ম্মে রক্ত-বর্ণ কম্বলে বসিয়া সেই সেই কর্ম্ম করিতে পারে ॥

অথ ষণ্মুদ্রাঃ।

ষণ্মুদ্রাং ক্রমশো জ্ঞেয়াঃ পদ্মপাশগদাহ্বয়াঃ।
মুষলাশনিখড়্গাখ্যাঃ শান্তিকাদিষু কর্ম্মসু ॥

অনন্তর মুদ্রাবিধি কথিত হইতেছে। ষট্‌কর্ম্মে ছয়প্রকার মুদ্রা উক্ত আছে, পদ্ম, পাশ, গদা, মুষল, বজ্র ও খড়্গমুদ্রা। শান্তিকার্য্যে পদ্মমুদ্রা, বশীকরণে পাশমুদ্রা, স্তম্ভনকার্য্যে গদামুদ্রা, বিদ্বেষণে মুষলমুদ্রা, উচ্চাটনে বজ্রমুদ্রা এবং মারণে খড়্গমুদ্রা প্রশস্ত। যে যে কার্য্যে যে যে মুদ্রার প্রশস্ততা উক্ত হইল, সেই সেই মুদ্রাদ্বারা তত্তৎ কার্য্য করিতে হইবে॥

অথ দেবধ্যানমাহ।

শান্তিপৌষ্টিকবশ্যেষু সৌন্দর্য্যাতিশয়ম্বিতাঃ। সর্ব্বাভরণসংদীপ্তাঃ প্রাপ্তকালমনোরথাঃ। ধ্যাতব্যাদেবতাঃ সম্যক্‌ সুপ্রসন্নাননাম্বুজাঃ॥ আকর্ষণেঽপি তদ্বচ্চ বড়িশৈরিব সংস্থকান্। সধ্যমাকর্ষণে দ্বেষে তং স্তম্ভনং করৈরিব। বধ্যমানোজনৈর্দণ্ডৈর্দারিতস্তস্করো যথা॥ উলূকো বা যথা রিষ্টৈর্মন্তব্যোচ্চাটনে রিপুঃ। যৎকিঞ্চিৎ শবমারুহ্য সন্দষ্টৌষ্ঠপুটঃ ক্রুধা। কর্ম্ম কুর্য্যাত্ততোমন্ত্রী যথা ক্রূরেষু কর্ম্মসু॥

কার্য্য বিশেষে দেবতার ধ্যান কথিত হইতেছে। শান্তি কার্য্য, পুষ্টি কর্ম্ম, বশীকরণ ও আকর্ষণ এই চারি কার্য্যে অতিসুন্দরী সর্ব্বাভরণ ভূষিতা, নবযৌবনা ও প্রসন্নবদনা এইরূপে দেবতার ধ্যান করিবে। আকর্ষণ কার্য্যে যেরূপ বড়িশদ্বারা মৎস্য আকৃষ্ট হয় সেইরূপ অভিলষিত ব্যক্তিকে আকর্ষিত করাযায়। অভিচার কার্য্য করিতে কোন শবোপরি আরোহণ করিয়া কার্য্যে করিবে॥

অথ রক্ষার্থম্।

গ্রামে চ নির্জ্জনে দেশে বিদধ্যাদভিচারকম্। যত্রাভিচারহোমন্তু কুর্য্যাচ্চ ভুবি সাধকঃ॥ তত্রাভিতোভটৈ রক্ষাং কারয়েদাত্মসিদ্ধয়ে। নচেচ্চান্যঃ ক্ষিতিপতিশ্চারৈর্জ্ঞাত্বা নিহন্ত্যমুম্॥

গ্রামমধ্যে কোন নির্জন স্থানে অভিচার কার্য্য করিবে। যে স্থানে অভিচার কার্য্যের হোম করিবে, সেই স্থানের চতুর্দ্দিকে যোদ্ধা সৈন্য দ্বারা রক্ষা করিবে, অন্যথা অন্য রাজা তাহা জানিয়া চর দ্বারা সাধককে বিনাশ করিতে পারে॥

অথ কুণ্ডম্।

বিদ্বেষে চাভিচারে চ ত্রিকোণং কুণ্ডমিষ্যতে।
দ্বিমেখলং কোণমুখং হস্তমাত্রন্তু সর্ব্বতঃ॥
(কোণমুখং নৈঋর্ত্যাদি)
উচ্চাটনন্তু নৈঋর্ত্যাং শত্রুপক্ষস্য কারয়েৎ।
উৎসাদনন্তু বায়ব্যাং দেবানামপি কারয়েৎ॥

এইক্ষণ কুণ্ডবিধি কথিত হইতেছে। বিদ্বেষ কার্য্যে ত্রিকোণ কুণ্ড করিবে। এই ত্রিকোণের দুইটি মেখলা থাকিবে। এবং এই কুণ্ড এক হস্ত পরিমিত হওয়া আবশ্যক। আর নৈঋত কোণে এই কুণ্ডের মুখ রাখিতে হইবে। শত্রুপক্ষের উচ্চাটনে নৈঋতকোণে ও দেবোচ্চাটনে মণ্ডপের বায়ু কোণে কুণ্ড করিতে হইবে॥

শত্রূণাং তাপনে শস্তং যোন্যাখ্যমগ্নিকোণগম্। অর্দ্ধচন্দ্রং যাম্যায়াং শত্রূণাং মারণে স্থিতম্। যাম্যায়াং মণ্ডপস্থ। ত্রিকোণং নৈঋর্তে কুণ্ডং রিপূণাং ব্যাধিবর্দ্ধনম্॥ দাহায়াপ্যেচ বিদ্বেষে কুণ্ডং পূর্ণেন্দুসন্নিভম্। চতুরস্রম্বা কর্ত্তব্যং দ্বেষাদৌ তু বিচক্ষণৈঃ। কুণ্ডং সুলক্ষণং কৃত্বা তত্র কর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥ চতুরস্রে ভবেদ্বশ্যমাকর্ষণং ত্রিকোণকে। কর্ষণস্তম্ভনে দেবি বিদ্বেষঞ্চ ত্রিকোণকে। অথৈবোচ্চাটনং প্রোক্তং ষট্‌কোণে মারণং স্মৃতম্॥

শত্রুতাপন কার্য্যে যোনি কুণ্ড প্রশস্ত, এই কুণ্ড মণ্ডপের অগ্নিকোণে হইবে। শত্রুর মারণে মণ্ডপের দক্ষিণদিকে অর্দ্ধচন্দ্র কুণ্ড করিতে হইবে। শত্রুর রোগবর্দ্ধনে মণ্ডপের নৈঋত কোণে ত্রিকোণ কুণ্ড করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। অথবা বিদ্বেষ কার্য্যে চতুরস্র কুণ্ড করিয়া কার্য্য করিবে। কুণ্ড সকল অতি সুলক্ষণান্বিত করিয়া কর্ম্ম সাধন করা কর্ত্তব্য। চতুরস্র কুণ্ডে বশীকরণ, ত্রিকোণকুণ্ডে আকর্ষণ, স্তম্ভন ও উচ্চাটন, এবং ষট্‌কোণ কুণ্ডে মারণ কার্য্য করিবে॥

উদীচ্যাং পৌষ্টিকে কুণ্ডং বারুণ্যাং শান্তিকাদিষু। উদীচ্যাং মণ্ডপস্থ গ্রামস্থ বা। উচ্চাটে চানিলে কুণ্ডং যাম্যে চ মারণং ভবেৎ॥ মানহীনাদিকং দোষং নাস্তি কুণ্ডেঽভিচারকে। মানং হস্তাদিমানম্॥

পুষ্টিকার্য্যে মণ্ডপের উত্তরদিকে, শান্তিকার্য্যে পশ্চিমদিকে, উচ্চাটনে বায়ুকোণে এবং মারণে দক্ষিণদিকে কুণ্ড করিবে। অভিচারকার্য্যে কুণ্ডের পরিমাণের ন্যূনাধিক জনিত দোষ হয় না। আগমজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিবাহাদি কার্য্যকে শুভ ও স্তম্ভনাদি মারণান্ত কার্য্যকে ক্রূরকর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন॥ ১॥

ততো রাজাতিবিদ্বাংসমথর্ব্বশ্রুতিপারগম্ বহুভির্দ্রবিণৈর্বস্ত্রৈর্নানারত্নৈর্বিভূষণৈঃ। পূজয়িত্বা ততঃপশ্চাদ্‌বিধিনা বরয়েদৃত্বিজম্॥ বৃতোঽপ্যুৎসাহসংযুক্তঃ সর্ব্বরক্ষাপরায়ণঃ। যত্নতো মারণং কর্ম্ম কুর্য্যাদ্রাজ্ঞোহিতেচ্ছয়া॥ বিত্তশাঠ্যং পরিত্যজ্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ। বিত্তশাঠ্যং নিহন্ত্যাশু পুত্রমায়ুর্যশোধনম্। দেশরক্ষণধর্ম্মেণ ন স্বয়ং পাপভাগ্ ভবেৎ॥ তেজোনাশো ভবেদাদৌ বলনাশস্ততো ভবেৎ। সপত্নস্য ততোনাশস্তিস্রশ্চারবৃত্তয়স্ততঃ। ত্রিরাবৃত্তৌ ফলালাভে ত্রিরাবৃত্তং পুনশ্চরেৎ॥

তৎপরে রাজা অথর্ব্ববেদবেত্তা ব্রাহ্মণকে বহু অর্থ, বস্ত্র ও নানাবিধ রত্ন ভূষণাদিদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বিধান ক্রমে বরণ করিবে। ব্রাহ্মণ ব্রতী হইয়া উৎসাহ সহকারে সর্ব্বপ্রকার রক্ষা বিধান করিয়া রাজার হিতকামনায় যত্নপূর্ব্বক মারণ কার্য্য করিবে। অভিচার কার্য্যে বিত্তের শঠতা করিবে না, যদি অর্থব্যয়ের শঠতাহেতু কার্য্যের কোন প্রকার অঙ্গ ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে কর্ম্মকর্ত্তার পুত্র, আয়ু ধন ও যশ নষ্ট হইয়া যায়। দেশ রক্ষার নিমিত্তে অভিচার কার্য্য করিলে কর্ম্মকর্ত্তা পাপভাগী হয়

না। মারণ কার্য্যদ্বারা অগ্রে শক্রর তেজ নষ্ট হয়, তৎপরে বল ও তৎপরে শক্র স্বয়ং বিনাশিত হয়। অভিচার কার্য্য তিনবার করিলে ফল দেখা যায়, যদি তিনি বার কার্য্য করিলেও কোন ফল না হয়, তবে পুনর্ব্বার তিন বার কার্য্য করিবে ॥ ১ ॥

বশ্যাৎ স্তম্ভনমুৎকৃষ্টং স্তম্ভনান্মোহনং মহৎ। মোহনাদ্দ্বেষণং শ্রেষ্ঠং দ্বেষাদুচ্চাটনং বরম্। উচ্চাটনাদপি মহন্মারণং সর্ব্বতো-মহৎ। মারণাদধিকং কর্ম্ম ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ তত্রৈব দক্ষিণে চিত্তং কৃত্বা মারণ মারভেৎ। শান্তিপুষ্ট্যাদিনস্যান্তে সন্ধ্যা-কালে তু মারণম্ ॥

বশীকরণ হইতে স্তম্ভন প্রধান, স্তম্ভন হইতে মোহন প্রধান, মোহন হইতে বিদ্বেষণ প্রধান, বিদ্বেষণ হইতে উচ্চাটন প্রধান, উচ্চাটন হইতে মারণ প্রধান, সুতরাং মারণ কার্য্য ষট্‌কর্ম্মমধ্যে সর্ব্বপ্রধান কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। মারণ হইতে প্রধান কার্য্য কোন কালে হয় নাই এবং হইবে না। দিবসের শেষ ভাগে শান্তি কার্য্য ও পুষ্টি কর্ম্ম এবং সন্ধ্যাকালে মারণ কর্ম্ম করিবে ॥

অথ কুম্ভস্থাপনম্। আঙ্গিরসে।

শান্তিকে স্বর্ণকুম্ভঞ্চ নবরত্নৈর্বিভূষিতং। তদভাবে রৌপ্য-কুম্ভং তাম্রং বাপি সুলক্ষণম্। অভিচারে লৌহকুম্ভং স্থাপয়েৎ সুসমাহিতঃ। উৎসাদে কাচকুম্ভঞ্চ মোহনে রৈত্যকুম্ভকম্। উচ্চাটনে চ মৃৎকুম্ভং কালমণ্ডলসংস্থিতম্। সর্ব্বকর্ম্মাণি বা কুর্য্যাৎ কুম্ভং তাম্রময়ং তথা ॥

অনন্তর ষট্‌কর্ম্মের কুম্ভ নিয়ম কথিত হইতেছে। আঙ্গিরস গ্রন্থে লিখিত আছে যে, শান্তি কার্য্যে নানারত্নদ্বারা বিভূষিত স্বর্ণকুম্ভ, তদভাবে রৌপ্যকুম্ভ এবং তদভাবে সুলক্ষণান্বিত তাম্রকুম্ভ স্থাপন করিয়া কার্য্য করিবে। অভিচারে লৌহকুম্ভ, উৎসাদে কাচকুম্ভ, মোহনে পিত্তল কুম্ভ, উচ্চাটনে মৃৎকুম্ভ প্রশস্ত। তাম্রময় কুম্ভে সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করিতে পারে ॥

তত্তৎকুম্ভঞ্চ সংস্থাপ্য রুদ্রং দেবীঞ্চ পূজয়েৎ। উপচার-ক্রমেণৈব দেবং ধ্যায়েদ্‌যথাবিধি ॥ শূলহস্তং মহারৌদ্রং সর্ব্ববৈরি-নিসূদনং। পূর্ণচন্দ্রসমাভানং রুদ্রং বৃষভবাহনং ॥ অথবান্যপ্রকারেণ ধ্যানং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ ॥ কাশ্মীরস্ফটিক-প্রভং ত্রিনয়নং পঞ্চাননং শূলিনম্ খট্টাঙ্গাসিবরপ্রসাদডমরু-চক্রাব্জবীজাভয়ং। বিভ্রাণং দশদোর্ভিরিন্দুজটিলং বীরাসনে সংস্থিতং গৌরীশ্রীসহিতং সদৈবমখিলং ধ্যায়েচ্ছিবং চর্ম্মিণম্ ॥ রুদ্রমন্ত্রেণ কুর্য্যাচ্চ উপচারান্ পৃথগ্বিধান্। ভদ্রকালীঞ্চ সংপূজ্য নৈবেদ্যৈশ্চ পৃথগ্বিধৈঃ। পট্টবস্ত্রৈরলঙ্কারৈর্ব্বলিদানৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ। যত্র ন স্যাদুপায়োঽন্যঃ শত্রোর্ভয়নিবৃত্তয়ে। তদানন্যগতিত্বেন মারণাদীনি কারয়েৎ ॥

পূর্ব্ববচনানুসারে যথোক্ত কুম্ভস্থাপন করিয়া বিবিধ উপচারদ্বারা রুদ্র ও দেবী ভদ্রকালীর পূজা করিবে। রুদ্রের ধ্যান এইরূপে করিবে—শূলহস্ত, মহা ভয়ঙ্কররূপী, সর্ব্বশক্রবিনাশকারী, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় আভাযুক্ত ও বৃষবাহন, এইরূপ রুদ্রদেবের আকার চিন্তাকরিয়া পূজা করিতে হইবে। অন্যপ্রকার ধ্যান—কাশ্মীর স্ফটিকের ন্যায় দেহকান্তি, ত্রিনয়ন, পঞ্চবদন এবং দশহস্ত, ঐ সকল হস্তে শূল, খট্টাঙ্গ, খড়্গ, বরমুদ্রা, প্রসাদ-মুদ্রা, ডমরু, চক্র, পদ্ম, বীজ ও অভয়মুদ্রা ধারণ করিয়াছেন এবং মস্তকে জটাভার, বীরাসনে উপবিষ্ট, গৌরী ও লক্ষ্মী উভয়পার্শ্বে বিরাজমানা আছেন। এইরূপে ধ্যান করিয়া ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্ম্মুক্ষীয়মামৃতাৎ এই রুদ্রমন্ত্রে দেবের পূজা করিবে। তৎপরে পৃথক্ নৈবেদ্যাদি উপচারদ্বারা ভদ্রকালী দেবীর অর্চ্চনা করিতে হইবে। এই দেবদেবীর পূজাতে পট্টবস্ত্র, অলঙ্কার ও বলিদানাদি উপচার সকলই পৃথগ্‌রূপে দিতে হইবে ॥

দীপাদগ্নিং সমানীয় ধূপাদ্বা চাস্ত্যজাদপি। বিদ্বেষণা-ভিচারে চ ক্রব্যাদংশং ন সংত্যজেৎ ॥ অত্র চৈব বিধায়াগ্নিং পরিস্তীর্য্য শরৈস্তৃণৈঃ। বিভীতকপরিধ্যা চ কল্পয়েদ্‌যস্য মারণম্। জুহুয়ান্নিম্বতৈলাক্তৈঃ কাকোলূকৈশ্চ পিচ্ছকৈঃ। দারয়ৈনং শোষয়ৈনং মারয়েত্যভিধায় চ। অষ্টোত্তরশতেনৈব মনসা জুহুয়াদ্দৃঢ়া। হোমান্তে বিধিবৎ কৃত্যামারাধ্যাগ্নেশ্চ সন্নিধৌ। যোমে চ কণ্টকং দূরাদ্দূরং বা চান্তিকেঽপি চ। পিব ভক্ষমস্থক তস্য ইত্যুক্ত্বা চ নিবেদয়েৎ। সংরক্ষ্যাগ্নিং বিধানেন নবরাত্রিং সমাপয়েৎ। মৃতস্তিষ্ঠতি জ্ঞাত্বৈবং তাব-দস্য রিপোর্ম্মৃতিঃ ॥ বসনং লোহিতং প্রোক্তং উষ্ণীশং লোহিতং স্মৃতম্। জপহোমাদৌ সংকল্প্য তদাবরণমারভেৎ ॥

যে স্থলে শক্রভয়নিবারণের অন্য কোন উপায় নাই, সেই স্থলেই অগত্যা মারণকার্য্য করিবে। শক্রগৃহের দীপাগ্নি কিম্বা ধূপাগ্নি আনয়ন করিয়া তদ্দ্বারা অভিচারকার্য্য করিবে। বিদ্বেষণাদি অভিচার কার্য্যের কালে ক্রব্যাদংশ পরিত্যাগ করিতে হয় না। বিধিপূর্ব্বক অগ্নিস্থাপন করিয়া শরতৃণদ্বারা অগ্নি পরিস্তরণ করিবে। তৎপরে নিম্বতৈলাক্ত কাকপক্ষ ও পেচকপক্ষদ্বারা হোম করিবে। পুনর্ব্বার যাহার মারণ কামনায় কার্য্য করিবে, তাহাকে উদ্দেশ করিয়া "এনং দারয়, এনং শোষয়, এনং মারয়" এইরূপ বাক্য বলিয়া মানসিকমন্ত্রে অষ্টোত্তরশত হোম করিতে হইবে। হোমাবসানে অগ্নিসমীপে কৃত্যা দেবীর অর্চ্চনা করিয়া "দূরে কিম্বা নিকটে আমার যে কোন্ শক্র আছে তাহার মাংস ভক্ষণ কর" এই বলিয়া নিবেদন করিবে। এইপ্রকার বিধানে অগ্নি সংরক্ষণপূর্ব্বক নবরাত্রিপর্য্যন্ত জপ হোমাদি করিয়া কার্য্য সমাপন করিলে শক্র ব্যক্তির মৃত্যু হইয়া থাকে। মারণকার্য্যে বস্ত্র উষ্ণীশাদি লোহিত-বর্ণের করা কর্ত্তব্য। জপহোমাদির আদিতে সঙ্কল্প করিয়া কার্য্য করিতে হইবে।

বিশুদ্ধেশ্বরে।—

স্থাপকালে তু মন্ত্রস্য জপেন চ ফলপ্রদঃ। স্থাপকালো

বামবাহো জাগরো দক্ষিণাবহঃ। শান্তিকর্ম্মণি মিশ্রং বা জপে-ন্মন্ত্রং প্রসিদ্ধয়ে॥

বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্রে লিখিত আছে যে, নিদ্রাকালে মন্ত্র জপ করিলে সেই জপ ফলপ্রদ হয় না। যেকালে বামনাসিকাতে শ্বাসবায়ু প্রবাহিত হয়, তাহাকে নিদ্রাকাল এবং যে সময়ে দক্ষিণনাসাতে শ্বাস বহে সেই সময়কে জাগরণকাল বলে। অতএব দক্ষিণনাসায় শ্বাসবহনকালেই জপ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু শান্তিকার্য্যে যৎকালে উভয় নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হয় সেইকালে জপ করিবে॥

অথ মালানির্ণয়ঃ।

প্রবালবজ্রমণিভির্ব্বশ্যপৌষ্টিকয়োর্জ্জপেৎ। মত্তেভদন্তমণি-ভির্জ্জপেদাকৃষ্টিকর্ম্মণি। সাধ্যকেশসূত্রযুক্তিস্তুরঙ্গদশনোদ্ভবৈঃ। অক্ষমালাং পরিষ্কৃত্য বিদ্বেষোচ্চাটনে জপেৎ। মৃতস্য যুদ্ধশূন্যস্য দশনৈর্গর্দ্দভস্য চ। কৃতাক্ষমালাং জপ্তব্যং শত্রুমারণ-মিচ্ছতা। ক্রিয়তে শঙ্খমণিভির্ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে। পদ্মাক্ষৈঃ প্রজপেন্মন্ত্রং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে। রুদ্রাক্ষমালয়া জপ্তো মন্ত্রঃ সর্ব্বফলপ্রদঃ। স্ফাটিকী মৌক্তিকী বাপি রৌদ্রাক্ষী বা প্রবা-লজা। সারস্বতাপ্তয়ে শস্তা পুত্রজীবৈস্তথাপ্তয়ে। পদ্মসূত্রকৃতা রজ্জুঃ শস্তা শান্তিকপৌষ্টিকে। আকৃষ্ট্যুচ্চাটয়োর্ব্বাজিপুচ্ছ-বালসমুদ্ভবা। নরস্নায়ুবিশেষৈস্তু মারণে রজ্জুরুত্তমা। অন্যাসা-ক্ষাক্ষমালানাং রজ্জুঃ কার্পাসিকী মতা। সপ্তবিংশতিসংখ্যাণকৈঃ কৃতা মুক্তিং প্রযচ্ছতি। অক্ষৈস্তু পঞ্চদশভিরভিচারফলপ্রদা। অক্ষমালা বিনির্দ্দিষ্টা তন্ত্রাদৌ তত্ত্বদর্শিভিঃ। অষ্টোত্তর-শতেনৈব সর্ব্বকর্ম্মসু পূজিতা॥

অনন্তর ষট্‌কর্ম্মের মালা নির্ণয় কথিত হইতেছে। বশীকরণে ও পুষ্টি-কর্ম্মে প্রবাল, হীরক অথবা মণিনির্ম্মিতমালাদ্বারা জপ করা বিধেয়, আক-র্ষণকার্য্যে মত্তহস্তীর দন্তনির্ম্মিত মালায় জপ করিবে। বিদ্বেষণে ও উচ্চাটনকার্য্যে বিদ্বেষ্য ও উচ্চাটনীয় ব্যক্তির কেশসূত্রদ্বারা অশ্বদন্ত-নির্ম্মিত মালা গ্রন্থন করিয়া সেই মালাদ্বারা জপ করিবে। শত্রুর মারণাভিলাষী ব্যক্তি যুদ্ধভিন্নে মৃতব্যক্তির দন্ত অথবা গর্দ্দভদন্তদ্বারা মালা করিয়া জপ করিবে। ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধির জন্যে জপ কার্য্যে শঙ্খ, মণি কিম্বা পদ্মাক্ষ মালাদ্বারা জপ প্রশস্ত। রুদ্রাক্ষমালাদ্বারা জপ করিলে সেই জপ ফলপ্রদ হয়। বিদ্যালাভ কামনায় স্ফটিকমালা, মৌক্তিক-মালা, রুদ্রাক্ষমালা ও জীবপুত্রিকাবীজমালা প্রশস্ত। শান্তিকার্য্যে ও পুষ্টিকর্ম্মে পদ্মসূত্রনির্ম্মিত রজ্জুদ্বারা মালা গ্রন্থন করিবে। আকর্ষণ ও উচ্চাটনকার্য্যে অশ্বের পুচ্ছকেশদ্বারা সূত্র প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা মালা গ্রন্থনপূর্ব্বক জপ করিবে। মারণকার্য্যে মনুষ্যের স্নায়ুদ্বারা মালা গ্রন্থন করিয়া জপ করা বিধেয়। অন্যান্য জপমালাতে কার্পাসসূত্রদ্বারা মালা গ্রন্থনরজ্জু করিবে। সপ্তবিংশতিসংখ্যক মালাদ্বারা জপ করিলে কার্য্যের ফললাভ হইয়া থাকে। অভিচারকার্য্যে পঞ্চদশসংখ্যক মালাদ্বারা জপ করিলে ফললাভ হয়। সর্ব্বপ্রকার তান্ত্রিকার্য্যে তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ অষ্টো-ত্তরশতসংখ্যক মালাদ্বারা জপকার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন॥

অথ জপাঙ্গুলিনিয়মঃ।

শান্ত্যাদিস্তম্ভবশ্যেষু মধ্যাগ্রেণ চ চালয়েৎ। অঙ্গুষ্ঠানামিকা-ভ্যান্তু জপেদাকর্ষণে মনুম্। অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীভ্যাস্তু বিদ্বেষোচ্চা-টয়োর্জ্জপেৎ। কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠযোগেন মারণে জপ-ঈরিতঃ॥

অনন্তর জপকার্য্যের অঙ্গুলিনিয়ম কথিত হইতেছে। শান্তিকর্ম্ম, পুষ্টিকর্ম্ম, স্তম্ভন ও বশীকরণে অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা মালা চালন করিবে। আকর্ষণকার্য্যে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাদ্বারা, বিদ্বেষণকার্য্যে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাদ্বারা, বিদ্বেষণকার্য্যে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীদ্বারা এবং মারণকার্য্যে কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিদ্বারা জপ করিবে॥

অথ জপদিঙ্‌নিয়মঃ।

জপেৎ পূর্ব্বমুখঃ বশ্যে দক্ষিণস্যাভিচারকে। পশ্চিমে ধনদং বিদ্যাদুত্তরং শান্তিকং ভবেৎ। আয়ুষ্যরক্ষাশান্তিক পুষ্টিং বাপি করিষ্যতি॥

অনন্তর জপের দিঙ্‌নিয়ম কথিত হইতেছে। বশীকরণে পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিয়া জপ করিবে। এইরূপ মারণাদি অভিচারকার্য্যে দক্ষিণমুখ, ধন লাভ কামনায় কার্য্য করিলে পশ্চিমমুখ এবং আয়ুরক্ষা, শান্তিকার্য্য ও পুষ্টিকার্য্যে উত্তরমুখ হইয়া জপাদি করিতে হইবে॥

অথ জপলক্ষণম্ বাচিকাদিমন্ত্রাশ্চ।

যঃ শ্রূয়তেঽন্যৈঃ স তু বাচিকঃ স্যাদুপাংশুসংজ্ঞো-নিজদেহ-বেদ্যঃ। নিষ্কম্পরস্তোষ্ঠমথাক্ষরাণাম্ যচ্চিন্তনং স্যাদিহ মানসাখ্যঃ॥ পরাভিচাপে কিল বাচিকঃ স্যাদুপাংশুরুক্তো-ঽপ্যথ শান্তিপুষ্টৌ। মোক্ষেষু জাপঃ কিল মানসাখ্যঃ সংজ্ঞা ত্রিধা পাপনুদে তথোক্তা॥

অনন্তর জপলক্ষণ কথিত হইতেছে। জপ তিন প্রকার, বাচিক, উপাংশু ও মানসিক। জপকালে যদি জপ্যমান মন্ত্র অন্যে শুনিতে পায় সেই জপকে বাচিক জপ বলে। জপ্যমান মন্ত্র নিজকর্ণগোচর হইলে সেই জপকে উপাংশু এবং দন্ত ও ওষ্ঠ চালন না করিয়া কেবল মন্ত্রাক্ষর চিন্তনরূপ জপকে মানসিক জপ বলা যায়। অভিচারকার্য্যে বাচিক জপ, শান্তি ও পুষ্টি কার্য্যে উপাংশু জপ এবং মোক্ষসাধনকার্য্যে মানসিক জপ প্রশস্ত॥

অথ কুণ্ডদিঙ্‌নিয়মঃ।

শান্তিকে পৌষ্টিকে চৈব হোমঃ স্যাদ্‌যোগ্যসাধনৈঃ। কার্য্যঃ প্রাগ্‌বদনেনাথ সৌম্যেন বদনেন বা॥ আকৃষ্টৌ বায়ুকুণ্ডে চ কৌবেরীদিঙ্‌মুখেন তু। নৈর্ঋতীদিঙ্‌মুখস্তস্মিন্ কুণ্ডে বিদ্বে-ষণে হুনেৎ। আগ্নেয়ীদিঙ্‌মুখস্তেতৎকুণ্ডে মারুতকেঽপি বা উচ্চাটনে হুনেন্মন্ত্রী মারণে যাম্যদিঙ্‌মুখঃ। জুহুয়াদ্যাম্যকু…

তু মন্ত্রী তৎসাধনৈস্ততঃ। বজ্রলাঞ্ছিতকুণ্ডে বা গ্রহভূতনিবারণে। বায়ব্যাদিত্রমুখোবশ্যে কুণ্ডে যোন্যাক্রুতৌ হুনেৎ। বজ্রলাঞ্ছিতকুণ্ডে বা স্তম্ভে প্রাগ্বদনো হুনেৎ॥ বজ্রলাঞ্ছিতকুণ্ডে ইতি—বজ্রং হীরকং ষট্‌কোণং। তথাচ ষট্‌কোণকুণ্ডে॥

অনন্তর হোমকুণ্ডাদির দিঙ্‌নিয়ম কথিত হইতেছে। শান্তিকর্ম্ম ও পুষ্টিকর্ম্মে পূর্ব্বমুখ কিম্বা উত্তরমুখ হইয়া হোমাদি কার্য্য করিবে। আকর্ষণ কার্য্যে উত্তরমুখ হইয়া বায়ুকোণস্থ কুণ্ডে হোম করিতে হইবে। বিদ্বেষণ কার্য্যে নৈঋতমুখ হইয়া বায়ুকোণস্থ কুণ্ডে হোম করিবে। উচ্চাটন কার্য্যেও ঐরূপ কুণ্ডে অগ্নিকোণমুখী হইয়া হোম করা বিধেয়। মারণকার্য্যে দক্ষিণমুখ হইয়া দক্ষিণদিকস্থিত কুণ্ডে হোম করা প্রশস্ত। গ্রহভূতাদি নিবারণকার্য্যে ষট্‌কোণ কুণ্ডে বায়ুকোণমুখে এবং বশীকরণে ত্রিকোণ কুণ্ডে হোম করিতে হইবে। স্তম্ভনকার্য্যেও ষট্‌কোণকুণ্ডে পূর্ব্বমুখী হইয়া হোম করিবে॥

অথ শান্ত্যাদৌ দ্রব্যনিয়মঃ।

দ্রব্যাণ্যথ প্রবক্ষ্যামি তত্তৎকর্ম্মানুসারতঃ। শান্তিকে তু পয়ঃসর্পিস্তিলক্ষীরদ্রুমেণ বা। অমৃতাখ্যা লতা চৈব পায়সং তত্র কীর্ত্তিতম্॥ পৌষ্টিকে তু প্রবক্ষ্যামি হোমদ্রব্যাণ্যতঃপরম্। বিল্বপত্রৈশ্চ আজ্যৈঃ স্যাজ্জাতীপুষ্পৈস্তথৈব চ। কন্যার্থী জুহুয়াল্লাজৈঃ শ্রীকামঃ কমলৈস্তথা। দধ্না চ শ্রিয়মাপ্নোতি চান্নৈশ্চান্নং ঘৃতপ্লুতৈঃ। সমৃদ্ধ্যৈ জুহুয়ান্মন্ত্রী মহাদারিদ্র্যশান্তয়ে। লক্ষহোমাল্লভেচ্ছান্তিং ঘৃতবিল্বতিলৈর্নিধিম্॥ আকর্ষণে চ হবনং প্রিয়ঙ্গুবিল্বকং ফলম্। জাতীপলাশকুসুমৈঃ সৈন্ধবৈশ্চৈবমেব চ। রাজিকালবণৈর্ব্বাপি বশ্যং বা পৌষ্টিকোদিতৈঃ। বশ্যার্থী জাতিকুসুমৈরাকৃষ্টৌ করবীরজৈঃ। কার্পাসনিম্বজক্ষারৈঃ সাধ্যকেশৈরথাপি বা। উচ্চাটনে কাকপক্ষৈরথবা মোহনে পুনঃ। উন্মত্তবীজৈর্জুহুয়াদ্বিষরক্তেন মারণম্। (বিষরক্তেনেতি—বিষং রক্তমিশ্রিতং কৃত্বা হোময়েৎ।) অজাপয়স্তথা সর্পিঃ কার্পাসাস্থি নৃণামপি। তন্মাংসঞ্চাপি সাধ্যস্য নখলোমগণৈরপি। একীকৃত্য হুনেন্মন্ত্রী শত্রুমারণকাঙ্ক্ষয়া। জুহুয়াৎ সার্ষপৈস্তৈলৈরথবা শত্রুমারণে॥ (কার্পাসাস্থি ইতি—কার্পাসবীজং। নৃণামপীতি—নরাস্থি। তন্মাংসমিতি—নরমাংসম্।) রোহীবীজৈস্তিলোপেতৈরুৎসাদে জুহুয়াদ্‌যবৈঃ। তুষকণ্টকসংযুক্তৈর্বীজৈঃ কার্পাসিকৈরপি। সর্ষপৈর্লবণসংমিশ্রৈর্হুনেৎ সর্ব্বাভিচারকে। কাকোলূকচ্ছদৈঃ ক্রূরৈঃ কারস্করবিভীতকৈঃ। মরীচৈঃ সর্ষপৈঃ সিক্থৈরর্কক্ষীরৈঃ কটুত্রয়ৈঃ। কটুতৈলৈঃ স্নুহীক্ষীরৈঃ কুর্য্যান্মারণকর্ম্মাণি॥ (কাকোলূকচ্ছদৈঃ—কাকপেচকপক্ষৈঃ। কারস্কর-ইতি কুঁচিলা ইতি খ্যাতঃ। কটুত্রয়ৈরিতি—মরীচপিপ্পলীশুণ্ঠীভিঃ। কটুতৈলৈরিতি—সর্ষপতৈলৈঃ।) আয়ুষ্কামে ঘৃততিলৈর্দূর্ব্বাভিরাম্রপত্রকৈঃ। প্রয়োক্তৈরাম্রপর্ণৈশ্চ জ্বরং সদ্যোবিনাশয়েৎ। গুড়ূচী মৃত্যুঞ্জয়নে তথা শান্ত্যৈ গজাশ্বয়োঃ গোরৈস্তু সর্ষপৈর্হুত্বা সদ্যোরোগং হরেদ্‌গবাম্॥ বৃষ্টিকামো বৈতসীভিঃ সমিদ্ভিঃ পত্রকৈস্তথা॥ হুত্বা পুষ্টিমবাপ্নোতি পুত্রজীবৈস্তু পুত্রকম্। ঘৃতগুগ্‌গুলুহোমেন বাক্‌পতিত্বং প্রজায়তে। মল্লিকাজাতিবিক্রমনাগপুন্নাগসম্ভবৈঃ। পুষ্পৈঃ সরস্বতীসিদ্ধিস্তথা সর্ব্বার্থসাধনম্। পয়সা লবণৈর্ব্বাপি হুনেদ্‌বৃষ্টিনিবারণে॥

অনন্তর ষট্‌কর্ম্মের হোমদ্রব্য সকল কথিত হইতেছে। শান্তিকার্য্যে দুগ্ধ, ঘৃত, অশ্বত্থাদি ক্ষীরীবৃক্ষ, গুলঞ্চলতা কিম্বা পায়সদ্বারা হোম করিবে। এইরূপ পুষ্টিকার্য্যে বিল্বপত্র, ঘৃত অথবা জাতীপুষ্পদ্বারা; কন্যার্থী ব্যক্তি লাজ (খৈ) দ্বারা; শ্রীকামী ব্যক্তি পদ্মদ্বারা; দরিদ্র ব্যক্তি সমৃদ্ধিকামনায় দধি অথবা ঘৃতান্নদ্বারা হোম করিবে। ঘৃত, বিল্ব ও তিলদ্বারা লক্ষহোম করিলে মহানিধি লাভ হয়। আকর্ষণকার্য্যে প্রিয়ঙ্গু, বিল্বফল, জাতীপুষ্প, পলাশপুষ্প কিম্বা সৈন্ধবদ্বারা; পুষ্টিকার্য্যে শ্বেতসর্ষপ ও লবণদ্বারা হোম করা বিধেয়। বশ্যার্থী ব্যক্তি জাতীপুষ্পদ্বারা, আকর্ষণে করবীরপুষ্পদ্বারা হোম করিবে। উচ্চাটনকার্য্যে যাহাকে উচ্চাটিত করিবে, তাহার কেশদ্বারা অথবা কার্পাসবীজ ও নিম্ববীজ তক্রমিশ্রিত করিয়া হোম করিতে হইবে; মোহনে কাকপক্ষদ্বারা হোম করিবে। মারণকার্য্যে ধুস্তূরবীজ ও রক্তমিশ্রিত বিষদ্বারা অথবা ছাগদুগ্ধ, ঘৃত, কার্পাসবীজ, মনুষ্যাস্থি, মনুষ্যমাংস ও মারণীয় ব্যক্তির নখ ও লোম এই সকল একত্র করিয়া কিম্বা সার্ষপতৈলদ্বারা হোম করিবে। উৎসাদনকার্য্যে রোহিতকবীজ, তিল ও যবদ্বারা, সর্ব্বপ্রকার অভিচারকার্য্যে তুষসংযুক্ত কার্পাসবীজ, সর্ষপ ও লবণ এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া হোম করিবে। মারণকার্য্যে কাক পেচকাদি ক্রূরপক্ষীর পক্ষ, কুচিলা, বিভীতক, মরিচ, সর্ষপ, মম, আকন্দের ক্ষীর, ত্রিকটু, কটুতৈল ও সিজের ক্ষীর দ্বারা, আয়ুর্ব্বর্দ্ধনকার্য্যে ঘৃত, তিল, দূর্ব্বা, আম্রপত্রদ্বারা হোম করিবে। আম্রপল্লবদ্বারা হোম করিলে সদ্য জ্বরবিনাশ হইয়া থাকে। মৃত্যুঞ্জয়কার্য্যে এবং গজ ও অশ্বের শান্তিকার্য্যে গুলঞ্চদ্বারা হোম করিতে হইবে। শ্বেতসর্ষপদ্বারা হোম করিলে সদ্য গরুর রোগ শান্তি হয়। বৃষ্টিকামনায় কার্য্য করিলে তাহাতে বেতস সমিধ ও বেতস পত্রদ্বারা হোম করিবে। পুষ্টিকামী ব্যক্তি জীবপুত্রিকার সমিধদ্বারা হোম করিলে পুষ্টিলাভ করিতে পারে। ঘৃত ও গুগ্‌গুলদ্বারা হোম করিলে বাক্‌পতিত্ব লাভ হয়। মল্লিকাপুষ্প, জাতীপুষ্প, বিক্রম, নাগকেশরপুষ্প ও পুন্নাগপুষ্পদ্বারা হোম করিলে সরস্বতীসিদ্ধি হইয়া থাকে। বৃষ্টিনিবারণার্থ কার্য্যে দুগ্ধ ও লবণদ্বারা হোম করিতে হয়॥

অথ বহ্নের্জ্জিহ্বা। শারদায়াম্।

পদ্মরাগা সুবর্ণাখ্যা তৃতীয়া ভদ্রলোহিতা। লোহিতানন্তরং শ্বেতা ধূমিনী চ করালিকা। রাজস্যোরসনা বহ্নের্ব্বিহিতাঃ কাম্যকর্ম্মসু॥ বিশ্বমূর্ত্তিস্ফুলিঙ্গিন্যৌ ধূম্রবর্ণা মনোজবা। লোহিতাখ্যা করালখ্যা কালী তামস্য ঈরিতাঃ। এতাঃ সপ্ত

নিযুজ্যন্তে ক্রূরকর্ম্মসু মন্ত্রিভিঃ। স্বস্বনামসমাভাঃ স্যুর্জ্জিহ্বাঃ কনকরেতসঃ। হিরণ্যা গগনা রক্তা কৃষ্ণাখ্যা সুপ্রভা মতা। বহুরূপাঽতিরক্তা চ সাত্ত্বিক্যো যাগকর্ম্মসু॥

অন্যত্রাপি বহ্নের্জ্জিহ্বা যথা—

সম্যাস্যা রুদ্রভাগে দ্রুতকনকনিভা কর্ষণাদৌ হিরণ্যা বৈদূর্য্যা পূর্ব্বভাগে প্রভবতি গগনা স্তম্ভনাদৌ রসজ্ঞা। রক্তা বালার্কবর্ণা হুতবহবিদিশি দ্বেষণাদৌ প্রশস্তা কৃষ্ণা নীলাম্বুজাভা দিশি দনুজপতের্ম্মারণে সুপ্রশস্তা। বারুণ্যে সুপ্রভা সা প্রতিদিশি রসনা শান্তিকে শোণবর্ণা হেমাভা চাতিরক্তা পবনদিশি গতোচ্চাটনে সুপ্রশস্তা। মধ্যে কুণ্ডস্য চান্তঃ প্রভবতি বহুরূপা যথার্থাভিধানা॥ (সম্যাস্যা রসজ্ঞা চ—জিহ্বা। রুদ্রভাগে—ঈশানকোণে। হুতবহবিদিশি—অগ্নিকোণে।)

অনন্তর অগ্নির জিহ্বা ও কর্ম্মবিশেষে তাহার প্রয়োজন কথিত হইতেছে। পদ্মরাগা, সুবর্ণাখ্যা, ভদ্রলোহিতা লোহিতা, শ্বেতা, ধূমিনী ও করালিকা অগ্নির এই সকল রাজসী জিহ্বা কাম্যকর্ম্মে প্রশস্তা। বিশ্বমূর্ত্তি, স্ফুলিঙ্গিনী, ধূম্রবর্ণা, মনোজবা, লোহিতা, করালা ও কালী এই সকল তামসী জিহ্বা, উক্ত সপ্তজিহ্বা মারণাদি ক্রূরকর্ম্মে প্রশস্তা। উক্ত জিহ্বাসকলের বর্ণ স্বস্বনামানুসারে নির্ণয় করিবে। হিরণ্যা, গগনা, রক্তা, কৃষ্ণা, সুপ্রভা, বহুরূপা ও অতিরক্তা এই সকল অগ্নির সাত্ত্বিকী জিহ্বা। এই জিহ্বাসকল যাগকার্য্যে প্রশস্তা। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য দিকেও অগ্নির জিহ্বা আছে, তাহা এই—অগ্নির ঈশান কোণে সুবর্ণবর্ণা হিরণ্যা নামে যে জিহ্বা আছে, তাহা আকর্ষণকার্য্যে প্রশস্তা। পূর্ব্বদিকে নীলকান্তমণির ন্যায় নীলবর্ণা গগনা নামক যে জিহ্বা আছে, তাহা স্তম্ভনাদিতে, অগ্নিকোণে তরুণ অরুণের ন্যায় রক্তবর্ণা রক্তা নামে যে জিহ্বা আছে, তাহা বিদ্বেষণে, নৈঋতকোণে নীলপদ্মবর্ণা কৃষ্ণা নামে যে জিহ্বা আছে তাহা মারণকার্য্যে, পশ্চিম দিকে রক্তবর্ণা সুপ্রভা নামে যে জিহ্বা আছে, তাহা শান্তিকার্য্যে, বায়ুকোণে সুবর্ণবর্ণা অতিরক্তা নামে যে জিহ্বা আছে, তাহা উচ্চাটনকার্য্যে প্রশস্তা এবং কুণ্ডের মধ্যস্থলে বহুরূপা নামে যে জিহ্বা আছে তাহাতে হোম করিলে যথার্থ অর্থলাভ হয়।

অথাগ্নের্নামানি যথা—

পূর্ণাহুত্যাং মৃড়োনাম শান্তিকে বরদস্তথা। পৌষ্টিকে বলদশ্চৈব ক্রোধোঽগ্নিশ্চাভিচারকে। বশ্যার্থে কামদোনাম বরদানে চ চূড়কঃ। লক্ষহোমে বহ্নির্নাম কোটিহোমে হুতাশনঃ॥

অনন্তর অগ্নির নাম কথিত হইতেছে, অর্থাৎ হোম করিবার সময় কার্য্যবিশেষে বিশেষ বিশেষ নামকরণ করিয়া হোম করিতে হয়। কোন্ কার্য্যে কি নামে অগ্নির পূজাদি করিবে, সেই সকল নাম এই—পূর্ণাহুতিতে মৃড় নাম, শান্তিকার্য্যে বরদ, পুষ্টিকর্ম্মে বলদ, অভিচারকার্য্যে ক্রোধ, বশীকরণে কামদ, বরদানে চূড়ক, লক্ষহোমে বহ্নি এবং কোটিহোমে হুতাশন। এইরূপে অগ্নির নামকরণ পূর্ব্বক তত্তন্নামে পূজা করিয়া হোম করিতে হয়।

অথ হোমব্যবস্থা।

দ্রব্যাশক্তৌ ঘৃতং হোমে ত্বশক্তৌ সর্ব্বতোজপেৎ। মূলবদ্যাদশাংশঃ স্যাদঙ্গাদীনাং জপক্রিয়া। অশক্তাবুক্তহোমস্য জপস্তু দ্বিগুণোমতঃ। যেষাং জপে চ হোমে চ সংখ্যা নোক্তা মনীষিভিঃ। তেষামষ্টসহস্রাণি সংখ্যোক্তা জপহোময়োঃ। স্বাহান্তেনৈব মন্ত্রেণ কুর্য্যাদ্ধোমং বলিং তথা। নমোঽন্তেন নমস্কারমর্চ্চনঞ্চ সমাচরেৎ। মন্ত্রান্তে নাম সংযোজ্য তর্পয়ামীতি তর্পণম্। সংখ্যানুক্তৌ জপে হোমে চাষ্টোত্তরসহস্রকম্॥

এইক্ষণ হোমব্যবস্থা কথিত হইতেছে। যজ্ঞীয়দ্রব্যের অভাব হইলে কেবল ঘৃতদ্বারা হোম করিবে। মূলদেবতার মন্ত্র যত সংখ্যায় জপ করিবে তাহার দশাংশসংখ্যায় অঙ্গদেবতার মন্ত্র জপ করিবে। কেবল ঘৃতহোমে অশক্ত হইলে হোমসংখ্যার দ্বিগুণ জপ করিতে হয়। যে যে স্থলে জপের ও হোমের কোন সংখ্যা উক্ত নাই, সেই সেই স্থলে অষ্টোত্তরসহস্র জপ ও হোমের সংখ্যা জানিবে। মন্ত্রের অন্তে স্বাহা শব্দ যোগ করিয়া হোম আর বলিপ্রদান করিবে। নমস্কার ও অর্চনার কালে নমঃশব্দ যোগ করিতে হয়। তর্পণকালে মন্ত্রান্তে দেবতার নাম যোগ করিয়া তর্পয়ামি নমঃ এই মন্ত্রে তর্পণকার্য্য করিবে। যেস্থলে জপ ও হোমের সংখ্যা উক্ত নাই সেই স্থলে অষ্টোত্তরসহস্রসংখ্যায় জপ ও হোম করারও বিধি আছে।

অথ স্রুক্‌স্রুবনিয়মঃ।

ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলা স্রুক্ স্যাচ্চতুর্বিংশাঙ্গুলাঃ স্রুবঃ। মুখং কণ্ঠং তথা বেদীং সপ্ত চৈকাষ্টভিঃ ক্রমাৎ। আয়ামানাহতো দণ্ডোবিংশতিশ্চ ষড়ঙ্গুলঃ। (আয়ামানাহত ইতি—দৈর্ঘ্যং বিস্তারঞ্চ।) বেদরামাঙ্গুলৈঃ কুণ্ডো গর্ত্তোহি চতুরঙ্গুলঃ। খাতং বেদাঙ্গুলৈর্ব্বৃত্তং অঙ্গুলত্রিতয়ং খনেৎ। মেখলা দ্ব্যঙ্গুলা তদ্বৎ শোভাশেষং বিচিন্তয়েৎ। (শোভাশেষমিতি—মেখলাবহির্ভাগস্য শোভাসংজ্ঞা।) বেদীত্র্যংশেন বিস্তারং কুর্য্যাৎ কুণ্ডমুখাগ্রয়োঃ। কনিষ্ঠাগ্রমিতং রন্ধ্রং স্রুচোম্বুক্তবিনির্গমে। কাকিকদ্ব্যঙ্গুলং খাতং পক্ষে মৃগপদাকৃতিঃ। কাকিকদ্ব্যঙ্গুলং দণ্ডোনাহস্তস্য তেঽঙ্গুলঃ। ইতি বা পাঠঃ। দ্বাবিংশত্যঙ্গুলোদণ্ড, আনাহশ্চ কৃতাঙ্গুলঃ। দণ্ডমূলাগ্রয়োর্গণ্ডৌ স্রুবে কঙ্কণবদ্ভবেৎ। সুবর্ণরূপ্যতাম্রৈর্ব্বা স্রুকস্রুবৌ দারুজাবপি। আয়সীয়ৌ বা স্রুক্‌স্রুবৌ কারস্করময়াবপি। নাগেন্দ্রনতরোর্বিদ্যাৎ ক্ষুদ্রকর্ম্মণি সংস্থিতৌ। চন্দনং খদিরাশ্বত্থাম্রচূতবিকঙ্কতাঃ। চম্পামলকসারশ্চ পালাশাশ্চেতি দারবঃ॥

অনন্তর স্রুক্ ও স্রুবনিয়ম কথিত হইতেছে। ষট্‌ত্রিংশৎ অঙ্গু-

পরিমাণ স্রুক্ এবং চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুলপরিমিত স্রুব প্রস্তুত করিবে। স্রুক্ ও স্রুবের মুখ সপ্তাঙ্গুল, কণ্ঠ একাঙ্গুল এবং বেদী অষ্টাঙ্গুল-পরিমাণ হইবে। দণ্ডের দৈর্ঘ্য বিংশত্যঙ্গুল এবং বিস্তার ষড়ঙ্গুল। স্রুক্ ও স্রুবের কুণ্ডভাগ চারি অঙ্গুল দিঘা তিন অঙ্গুল বিস্তৃত এবং তন্মধ্যে চারি অঙ্গুল গর্ত্ত হইবে। ঐ গর্ত্তটি বর্ত্তুলাকার এবং তিন অঙ্গুল পরিমাণ খাত করিতে হইবে। গর্ত্তের বহির্ভাগে দুই অঙ্গুল পরিমিত মেখলা এবং তথাহে শোভা করিতে হইবে। বেদীর তৃতীয়াংশ পরিমাণে কুণ্ডমুখ ও অগ্রভাগের বিস্তার করিবে। স্রুকের অগ্রভাগে ঘৃতনির্গমনার্থ কনিষ্ঠাগ্র পরিমিত ছিদ্র করিতে হইবে। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, অথবা কুঁচিলাকাষ্ঠদ্বারা স্রুক্ ও স্রুব নির্ম্মাণ করিবে। রুদ্রকার্য্যে নাগেন্দ্রলতাদ্বারা স্রুক্ ও স্রুব করিবে। চন্দন, খদির, অশ্বত্থ, পাকুড়, আম, বঁইচ, চম্পক, আমলকী ও পলাশ এই সকল বৃক্ষের কাষ্ঠে স্রুক্ ও স্রুব করা বিধেয় ॥

অথ হোমমুদ্রাঃ।

ন দেবাঃ প্রতিগৃহ্নন্তি মুদ্রাহীনাং যথাহুতিম্। মুদ্রয়ৈবেতি হোতব্যং মুদ্রাহীনং ন ভোক্ষ্যতি। মুদ্রাহীনঞ্চ যো মোহাদ্ধোম-মিচ্ছতি মন্দধীঃ। যজমানং স চাত্মানং পাতয়েত্তেন নিশ্চিতম্ ॥ তিস্রোমুদ্রাঃ স্মৃতা হোমে মৃগী হংসী চ শূকরী। শূকরী করসঙ্কোচী হংসী মুক্তকনিষ্ঠিকা। মৃগী কনিষ্ঠা-তর্জ্জন্যো হোমমুদ্রেয়মীরিতা। আভিচারিককার্য্যেষু শূকরী পরিকীর্ত্তিতা। নমঃ স্বাহা বষট্ বৌষট্ হুং ফড়ন্তাশ্চ জাতয়ঃ। শান্তৌ বশ্যে তথা স্তম্ভে বিদ্বেষোচ্চাটমারণে ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণানন্দবিদ্যাবাগীশভট্টাচার্য্যকৃতায়াং ষট্‌কর্ম্ম-দীপিকায়াং কুণ্ডাদিনিয়মোদ্বিতীয়োদ্দেশঃ ॥

অনন্তর হোমের মুদ্রাবিধি কথিত হইতেছে। দেবগণ মুদ্রাহীন আহুতি গ্রহণ করেন না, অতএব মুদ্রাদ্বারা হোম করিবে এবং মুদ্রাহীন ভক্ষণ করিবে না। যে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি মোহবশতঃ মুদ্রাহীন হোম করে, সেই ব্যক্তি আপনাকে ও যজমানকে পাতিত করে। হোমবিষয়ে তিন প্রকার মুদ্রা কথিত আছে, যথা—মৃগী, হংসী ও শূকরী। করসঙ্কোচে শূকরীমুদ্রা, কনিষ্ঠা ভিন্ন অন্য সকল অঙ্গুলীতে হংসীমুদ্রা এবং কনিষ্ঠা ও তর্জ্জনীতে মৃগীমুদ্রা হয়। অভিচারকার্য্যে শূকরী মুদ্রা প্রশস্ত। শান্তিকার্য্যে নমঃ, বশীকরণে স্বাহা, স্তম্ভনকার্য্যে বষট্, বিদ্বেষণে বৌষট্, উচ্চাটনে হুঁ এবং মারণে ফট্ শব্দ মন্ত্রান্তে যোগ করিয়া হোম করিতে হয় ॥

অথ শান্তিকর্ম্মাভিধীয়তে।

ঋষয় উচুঃ। নামত্রয়স্য মহাত্ম্যং শ্রোতুকামা বয়ং প্রভো। ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি বক্তুমর্হস্যশেষতঃ ॥ ব্রহ্মোবাচ। অতিগুহ্য-তরং মন্ত্রং বর্ষকোটিশতৈরপি। ন শক্যং বিস্তরং বক্তুং সংক্ষেপা-চ্ছৃণুত দ্বিজাঃ ॥

অথ অচ্যুতাদৌ পূজাদি।

অচ্যুতানন্তগোবিন্দৈশ্চতুর্থ্যন্তৈস্ত্রিভিঃ পদৈঃ। নমোঽন্তৈ-র্জপকালে তু মূলমন্ত্র-ইতীরিতঃ। অথবাপি সমস্তৈস্তু চতুর্থ্যন্তৈকমন্ত্রতা। তদৃষিঃ শৌনকোজ্ঞেয়ঃ পৃথক্ পক্ষে পরাশরঃ। ব্যাসশ্চ নারদশ্চৈব বিরাট্ ছন্দ উদীরিতঃ। পরং ব্রহ্ম তথা প্রোক্তং হরির্ব্বা দেবতেত্যপি। জপকালে তু পূজায়াং নমঃ শব্দং প্রযোজয়েৎ। তর্পণে তর্পয়ামীতি দ্বিতীয়ান্তং প্রযোজয়েৎ। স্বাহান্তং হোমকালে তু চতুর্থ্যন্তং তু যোজয়েৎ। ষড়ঙ্গমন্ত্রৈরেতৈস্তু হৃদয়াদিক্রমেণ তু। নেত্রান্তাঃ স্বয়মেবৈতে প্রযোজ্যা মন্ত্রবিত্তমৈঃ। অবিদিত্বা ঋষিং ছন্দোদেবতাঙ্গান্যপি দ্বিজঃ। কেবলং স্বয়মেবৈতজ্জপ্তারং রক্ষতি ধ্রুবম্। সাঙ্গঞ্চ যোজয়েন্নিত্যং সপ্ত সপ্ত চ সপ্ত চ ॥ সপ্তবারং কৃতে যদি ন সিধ্যতি তদা পুনঃ। সপ্তবারং সপ্তবারং কুর্য্যাৎ প্রয়োগমিত্যর্থঃ ॥

অথ হরিধ্যানম্।

অথ ধ্যানং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ শঙ্খচক্রধরং দেবং চতুর্ব্বাহুং কিরীটিনম্। সর্ব্বায়ুধৈরুপেতঞ্চ গরুড়োপরি সংস্থিতম্। শনকাদিমুনীন্দ্রৈস্তু সর্ব্বদেবৈরুপাসিতম্। শ্রীভূমিসহিতং দেবমুদয়াদিত্যসন্নিভম্। প্রাতরুদ্যৎসহস্রাংশুমণ্ডলোপরি সংস্থিতম্। সর্ব্বলোকস্য রক্ষার্থমনন্তং নিত্য-মেব চ। অভয়ং বরদঞ্চৈব প্রযচ্ছন্তং মুদান্বিতম্ ॥ এবং ধ্যাত্বা হরিং নিত্যং পরংব্রহ্মস্বরূপিণম্ ॥ প্রাতর্ম্মধ্যন্দিনে চৈব সায়াহ্নে চ বিশেষতঃ। অর্চ্চয়েদ্দেবদেবেশং ধূপপুষ্প জলাদিভিঃ। হবিষাগ্নৌ জলৈঃ পুষ্পৈঃ স্পর্শনস্য হৃদয়ে হরিম্ অর্চ্চয়ন্তং চ যোনিত্যং জপেন্ সবিমণ্ডলে। কিঞ্চিদভ্যা[illegible]ন কৃত্বা জপেন্নিত্যমতন্দ্রি[illegible]। অশুচিশ্চাত্মনোবাপি মনঃ পাপমহা[illegible] শুচিরেব জপেন্নিত্যং নামত্রয়জপাদ্দ্বিজাঃ বিনিয়োগান্ প্রবক্ষ্যামি যথাবদ্দ্বিজসত্তমাঃ। নাস্মাৎপরতর রক্ষা রোগার্ত্তানাং বিধীয়তে। অষ্টোত্তরসহস্রং বা শতং ব জপসংখ্যয়া। রোগার্ত্তান্মার্জ্জয়েন্মুক্তি রবিবারে তথাষ্টমীং নিত্যমেব পিবেত্তোয়মষ্টাবিংশতিসংখ্যয়া। হুনেদুষ্ণৈস্তৈর্ব্বি লৈদূর্ব্বাগুড়ূচীভিঃ পৃথক্ পৃথক্। লক্ষঞ্চৈব জপেন্মন্ত্রং মহারো প্রশান্তয়ে ॥ শ্রীবৃক্ষাশ্বত্থমূলে বা রোগিণং সংস্পৃশন্ জপেৎ স্পৃশন্ জপ্ত্বা নিরীক্ষেত চাদিত্যং মনসা স্মরন্। এ[illegible] কৃতবং পুংসোরোগশান্তির্ভবিষ্যতি ॥ কন্যাং বা লাজহোমেন স্ত্রি বা বিল্বপত্রকৈঃ। পুত্রার্থী ঘৃতহোমেন চারোগ্যঞ্চ তিলৈ র্ঘৃতৈঃ ॥ গুড়ূচীঘৃতদূর্ব্বাভিস্তিলৈর্ব্বিল্বৈঃ কুশৈঃ শরৈঃ যথাকামী তু জুহুয়াত্তত্তৎকামস্য সিদ্ধয়ে ॥ গ্রহাপস্মারকুষ্মাণ্ড

পিশাচাঃ প্রেতসংস্থিতাঃ। লক্ষে হুতে চ দূর্ব্বাভিস্তেষাং শান্তির্ভবিষ্যতি ॥ রবিবারে জলে স্থিত্বা নাভিমাত্রে জপেন্নরঃ। অষ্টোত্তরসহস্রন্তু জ্বরশান্তির্ভবিষ্যতি ॥ স্পৃষ্ট্বাশ্বত্থং জপেদর্কং রবিমণ্ডলমধ্যগম্। ধ্যায়ন্ কৃষ্ণং লভেৎ কামমনুরূপং কুটুম্বিনাম্ ॥ অচ্যুতানন্তগোবিন্দনামোচ্চারণভীষিতাঃ। নশ্যন্তি সকলারোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহং। সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমুৎক্ষিপ্য ভুজমুচ্যতে ॥ বেদশাস্ত্রাৎ পরং নাস্তি ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ। জ্বরগ্রহাদিগ্রস্তন্তু স্পৃষ্ট্বা লক্ষং জপেজ্জলে। অসাধ্যোঽপি ভবেৎ সুস্থোভস্মনা তাড়য়েদ্‌বুধঃ ॥ মূর্দ্ধ্নি চৈব ললাটে চ স্কন্দেস্মন্ত্রত্রয়ং হৃদি। আরোগ্যং সর্ব্বজন্তূনাং যথেচ্ছং গচ্ছতি স্বয়ম্ ॥ মোক্ষকামোজপেন্মন্ত্রমষ্টোত্তরসহস্রকম্ যাবজ্জীবং করে তস্য স্থিতা মুক্তির্ন সংশয়ঃ। ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াঃ বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ বিবিধাস্তথা। সর্ব্বে ভবন্তি বৈ মুক্তানামত্রয়জপাদ্দ্বিজাঃ ॥ দূর্ব্বাভবাশ্চ সমিধোগোচ্ছন্ধেন সমন্বিতাঃ। হোতব্যাঃ শান্তিকে দেবি শান্তির্যেন ভবেৎস্ফুটম্ ॥ ইতি সনৎকুমারসংহিতায়াং শান্তিকল্পে নামত্রয়কল্পং সম্পূর্ণম্ ॥

অনন্তর শান্তিকার্য্য কথিত হইতেছে। ঋষিগণ ব্রহ্মার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভো! আমরা নামত্রয়ের মাহাত্ম্য শ্রবণে অভিলাষী হইয়াছি, অতএব আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা আমাদের নিকট বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন, হে ঋষিগণ! তোমরা যে কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা অতি গোপনীয়, শতকোটি বর্ষেও নামত্রয়ের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না, তবে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি, শ্রবণ কর। অচ্যুতায় নমঃ, অনন্তায় নমঃ এবং গোবিন্দায় নমঃ, জপকালে এই তিনটি পৃথক্ মূলমন্ত্র বলিয়া জানিবে। অথবা অচ্যুতানন্তগোবিন্দায় নমঃ এই এক [illegible] স্থানে জপ পূজাদি করিবে। অচ্যুতানন্তগোবিন্দায় নমঃ এই মন্ত্রের [illegible]নক ঋষি, অচ্যুতায় নমঃ এই মন্ত্রের ঋষি পরাশর, অনন্তায় নমঃ [illegible] মন্ত্রের ঋষি ব্যাস এবং গোবিন্দায় নমঃ এই মন্ত্রের ঋষি নারদ। উক্তমন্ত্র-[illegible]ইয়েরই বিরাট্‌ছন্দ, পরংব্রহ্ম অথবা হরি [illegible]। জপকালে ও পূজা-[illegible]য়ে নমঃশব্দ যোগ করিয়া কার্য্য করিবে। তর্পণকালে [illegible] তর্প-[illegible]মি এইরূপ দ্বিতীয়ান্ত বাক্যে তর্পণ করিতে হইবে। হোমকালে অন-[illegible]য় স্বাহা ইত্যাদি চতুর্থ্যন্ত বাক্য বলিবে এবং হৃদয়াদি নেত্রপর্য্যন্ত অঙ্গ-[illegible]স করিতে হইবে। ঋষিচ্ছন্দঃ দেবতা ও অঙ্গমন্ত্র না জানিয়া কেবল [illegible] জপ করিলেও জপকর্ত্তার রক্ষা হইয়া থাকে। ঋষ্যাদি পরিজ্ঞাত [illegible]য়া সপ্তবারমাত্র জপ করিলেই সিদ্ধি হইয়া থাকে। যদি সপ্তবার জপে [illegible]দ্ধি না হয়, তবে পুনর্ব্বার সপ্তবার জপ করিবে। ইহাতেও যদি সিদ্ধি [illegible] হয়, তা[illegible] হইলে পুনর্ব্বার সপ্তবার জপ করিলে নিশ্চয় সিদ্ধি হইবে।

এইক্ষণ সর্ব্বপাপপ্রণাশক ধ্যান কথিত হইতেছে। দেবতার আকার [illegible]রূপ—চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করিয়াছেন, মস্তকে [illegible]ট আছে, সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রে বিভূষিত, গরুড়োপরি উপবিষ্ট। সনকাদি [illegible]গণ ও দেবগণ নিয়ত উপাসনা করিতেছেন। উদিত আদিত্যের ন্যায় [illegible]হকান্তি এবং প্রভাতকালোদিত সূর্য্যমণ্ডলোপরি সংস্থিত। সর্ব্বদা অভয় ও বরপ্রদান করিতেছেন। এই প্রকারে পরংব্রহ্মরূপী হরিকে প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে ধ্যান করিয়া সম্বৃত পুষ্পাঞ্জলিদ্বারা অর্চ্চনা করিবে। ঘৃতদ্বারা অগ্নিতে হোম করিয়া জল পুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা করতঃ হরিকে হৃদয়ে চিন্তা করিবে। এইপ্রকারে সূর্য্যমণ্ডলে হরির ধ্যান ও অর্চ্চনা করিয়া সংযতচিত্তে নিয়মিতরূপে জপ করিতে হইবে। অশুচি কিম্বা শুচি হইয়া নিত্য পূর্ব্বোক্ত নামত্রয় জপ করিলে রোগার্ত্ত ব্যক্তির রোগশান্তি হইয়া থাকে। রবিবার অষ্টমী তিথিতে অষ্টোত্তর-সহস্র অথবা অষ্টোত্তরশত পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র জপ করিয়া রোগী ব্যক্তির মস্তক মার্জ্জনা করিবে এবং প্রতিদিন অষ্টাবিংশতিবার মন্ত্র জপ করিয়া জলপান করিবে। তৎপরে ঘৃতমিশ্রিত তিল, দূর্ব্বা ও গুলঞ্চদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ হোম করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র লক্ষজপ করিলে মহারোগশান্তি হয়। শ্রীফল কিম্বা অশ্বত্থবৃক্ষের মূলে রোগীকে স্পর্শ করতঃ মন্ত্র জপ করিয়া সূর্য্যদর্শনপূর্ব্বক মনে মনে সূর্য্যদেবকে স্মরণ করিবে। এইরূপে শান্তি করিলে রোগী ব্যক্তির রোগ নিবারণ হয়। কন্যার শান্তিকামনায় লাজদ্বারা, স্ত্রীর শান্তিকামনায় বিল্বপত্রদ্বারা, পুত্রার্থী ব্যক্তি ঘৃতদ্বারা হোম করিবে। তিল, ঘৃত, গুড়ূচী, দূর্ব্বা, বিল্ব, কুশ ও শরতৃণদ্বারা হোম করিলে কাম্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। দূর্ব্বাদ্বারা লক্ষহোম করিলে গ্রহদোষ, অপস্মার রোগ, কুষ্মাণ্ড, পিশাচ ও প্রেতশান্তি হয়। রবিবারে নাভিমাত্র জলে স্থিত হইয়া অষ্টোত্তরসহস্র জপ করিলে জ্বরশান্তি হয়। অশ্বত্থবৃক্ষ স্পর্শকরতঃ রবিমণ্ডল মধ্যগত কৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া এক বর্ষ-পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত অচ্যুতানন্ত গোবিন্দ এই মন্ত্র জপ করিবে। ইহাতে ইচ্ছানুরূপ ফললাভ হইয়া থাকে। অচ্যুতানন্ত গোবিন্দ এই নাম উচ্চারণে সমস্ত রোগ ভীত হইয়া বিনষ্ট হয়। হস্ত উত্তোলন করিয়া "বেদশাস্ত্রাৎ পরং নাস্তি ন দেবঃ কেশবাৎপরং।" এইরূপ কীর্ত্তন করিবে এবং জ্বরগ্রস্তব্যক্তিকে স্পর্শপূর্ব্বক স্থিরচিত্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত অচ্যুতানন্ত গোবিন্দ ইত্যাদি মন্ত্র লক্ষ জপ করিয়া রোগীকে ভস্মদ্বারা তাড়ন করিবে। ইহাতে অসাধ্য জ্বর নিবারণ হইয়া রোগী স্বাস্থ্য লাভ করে। রোগীর মস্তকে, ললাটে ও হৃদয়ে অচ্যুতানন্ত গোবিন্দ এই নামত্রয় ন্যাস করিলে সর্ব্বজন্তুর আরোগ্য হইয়া থাকে। মোক্ষকামী ব্যক্তি উক্ত নাম অষ্টোত্তরসহস্র জপ করিলে তাহার হস্তে মুক্তি স্থিত হয়, ইহাতে সংশয় নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং অন্যান্য শঙ্করজাতি সকলেই এই নামত্রয় জপে মুক্তিলাভ করিতে পারে। শান্তিকার্য্যে দূর্ব্বার সমিধ গব্যদুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া হোম করিতে হয়, ইহাতে নিশ্চয় শান্তি হইয়া থাকে ॥

অথাথর্ব্বণোক্তজ্বরশান্তিঃ।

অগস্ত্যঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ কালিকা দেবতা জ্বরস্য সদ্যঃ শান্ত্যর্থে বিনিয়োগঃ। ওঁ কুবেরস্তে মুখং রৌদ্রং নন্দিমানন্দিমাবহন্। জ্বরং মৃত্যুভয়ং ঘোরং জ্বরং নাশয়তে ধ্রুবম্। কেচিত্তু। ওঁ কুবেরস্য মুখং রাত্রং নন্দিকানন্দমাবহন্। জ্বর মৃত্যুভয়ং ঘোরং জ্বরং নাশয়তে জ্বরম্ ॥ সহস্রমযুতং বাপি জপেৎ শান্তির্ভবেদ্‌ধ্রুবম্। আম্রপত্রস্য হোমেন জ্বরশান্তির্ভবেন্নৃণাম্ ॥ ১ ॥

অনন্তর আথর্ব্বণোক্ত জ্বরশান্তি কথিত হইতেছে। অস্য মন্ত্রস্য অগস্ত্য ঋষি ইত্যাদি ঋষ্যাদি ন্যাসপূর্ব্বক ওঁ কুবেরস্তে মুখং রৌদ্রং ইত্যাদি মন্ত্র সহস্র কিম্বা দশসহস্র জপ করিয়া আম্রপত্রদ্বারা হোম করিলে নিশ্চয় জ্বরশান্তি হয়। কেহ কেহ উক্ত মন্ত্রকে অন্য প্রকার পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা মূলে দেখিতে পাইবেন ॥ ১ ॥

প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য শান্তে যুগ্মং তথৈব চ। সর্ব্বারিষ্টনাশিনী চ তদন্তে বহ্নিবল্লভা ॥ ওঁ শান্তে শান্তে সর্ব্বারিষ্টনাশিনী স্বাহা। একলক্ষজপেনাপি সর্ব্বশান্তির্ভবেদ্ধ্রুবম্। অযুত-জপেন সিদ্ধিঃ। অস্য মন্ত্রস্যাযুতজপেন সিদ্ধিং কৃত্বা প্রয়োগঃ কার্য্যঃ। সমাহিতমনা ভূত্বা মনসা চার্থচিন্তনাৎ। বিজ্ঞেয়া মানসী ভক্তিঃ শান্তিকর্ম্মণি যোজয়েৎ ॥ ২ ॥

ওঁ শান্তে শান্তে সর্ব্বারিষ্টনাশিনী স্বাহা. এই মন্ত্র একলক্ষ জপ করিলে সর্ব্বরোগ শান্তি হয়। দশসহস্র জপে এই মন্ত্রের সিদ্ধি হয়। অগ্রে দশসহস্র জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে প্রক্রিয়া করিবে। স্থিরচিত্ত হইয়া মনে মনে মন্ত্রার্থ চিন্তনপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে এই প্রক্রিয়া করিলে সর্ব্বরোগ শান্তি হয় ॥ ২ ॥

অথ তন্ত্রোক্তজ্বরশান্তিঃ।

কথয়াম্যথ লোকানাং হিতায় সর্ব্বশান্তিকম্। বিধানং যন্ময়া দৃষ্টং তন্ত্ররাজে ময়োত্তরে। শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং দেবদেবং ত্রিলোচনম্। চন্দ্রমণ্ডলমধ্যস্থং চন্দ্রচূড়ং জটাধরম্। চতুর্ভুজং বৃষারূঢ়ম্ ভৈরবং তুম্বুরুসংজ্ঞকম্। শূলমালাধরং দক্ষে বামে পুস্তং সুধাঘটম্। সর্ব্বাবয়বসংযুক্তং সর্ব্বাভরণভূষিতম্। সিত-বস্ত্রপরীধানং নাগহারবিরাজিতম্। মানসে ভাবয়েদেবং সর্ব্ব-শান্তিকরং শিবম্ ॥

অনন্তর তন্ত্রোক্ত জ্বরশান্তিবিধান কথিত হইতেছে। প্রথমে তুম্বুরু ভৈরবের ধ্যান করিবে। দেবতার আকার এইরূপ—শুদ্ধস্ফটিকের ন্যায় দেহকান্তি, দেবাদিদেব, ত্রিলোচন এবং চন্দ্রমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী। চূড়াতে চন্দ্র আছে। জটাধারী, চতুর্ভুজ এবং বৃষবাহন। ইহার দক্ষিণহস্তদ্বয়ে শূল ও মালা, বামহস্তদ্বয়ে পুস্তক ও সুধাপূর্ণ ঘট। এই দেব সর্ব্বাবয়বসংযুক্ত এবং সর্ব্বপ্রকার আভরণে বিভূষিত। শ্বেতবস্ত্র পরিধান ও গলে সর্পমালা আছে। এইরূপ ভৈরবকে মানসে ধ্যান করিলে সর্ব্বরোগ শান্তি হয় ॥

অথ তুম্বুরুভৈরবমন্ত্রম্।

অস্য মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি দেবানামপি দুর্লভং। যেন বিজ্ঞান-মাত্রেণ জায়ন্তে সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ। আদৌ তারং সমুদ্ধৃত্য তুম্বুরু-ভৈরবেতি চ। পদং দত্ত্বা শিবং বীজং অমুকস্য পদং বদেৎ। সর্ব্বশান্তিপদং দত্ত্বা পদং দেয়ং কুরুদ্বয়ং। ঈশানং বহ্নিমারূঢ়ং দ্বিতীয়স্বরভূষিতং। নাদবিন্দুসমাযুক্তং বহ্নিমায়ামনন্তরং। অনেন বলিমানদ্যাদন্নাদিকসমন্বিতং। ওঁ তুম্বুরুভৈরব হৌঁ অমু-কস্য সর্ব্বশান্তিং কুরু কুরু রং হ্রাং রং হ্রীং। পূজয়েৎ শ্বেত-দূর্ব্বাভির্নানাপুষ্পৈর্ব্বিশেষতঃ। ধূপদীপাদিসংযুক্তৈঃ সহস্রং প্রজপেন্মনুং। যস্য নাম্না ভবেত্তস্য সর্ব্বশান্তিরনুত্তমা। সাধ্য-মৌলৌ সুধাধারং তস্য মূর্দ্ধ্নি প্রবর্ষিণং। অহর্নিশং স্মরেদেবং শান্তিপুষ্টিকরং শিবং। হোমং বা কারয়েদেভির্দূর্ব্বাপুষ্পা-ক্ষতাদিভিঃ। তিলক্ষীরসমাযুক্তৈস্তৈর্ব্বৈশ্চ ঘৃতসংযুতৈঃ। ত্রিকোণকে ততঃ কুণ্ডে বহ্নিং প্রজ্বাল্য হোময়েৎ। দশাংশকস্য হোমেন ততঃ শান্তির্ভবেদিতি ॥

অনন্তর তুম্বুরুভৈরবের মন্ত্র কথিত হইতেছে। এই মন্ত্র দেবতাদিগেরও দুর্লভ। এই মন্ত্র জ্ঞানমাত্রে সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি হইয়া থাকে। ওঁ তুম্বুরুভৈরব হৌঁ অমুকস্য সর্ব্বশান্তিং কুরু কুরু হ্রাঁ রং হ্রীঁ, এই মন্ত্রে অন্নাদি সংযুক্ত বলিপ্রদান করিবে। উক্ত মন্ত্রে শ্বেতদূর্ব্বা, নানাবিধ পুষ্প এবং ধূপদীপাদি বিবিধ উপহারে পূজা করিয়া উক্ত মন্ত্র সহস্র বার জপ করিবে। মন্ত্রমধ্যে যাহার নাম উল্লেখ করিয়া জপপূজাদি করিবে, তাহার সর্ব্বরোগ শান্তি হয়। রোগীব্যক্তির মস্তকে ভৈরবদেব অমৃত-ধারা বর্ষণ করিতেছেন, দিবারাত্রি এইরূপ চিন্তা করিলে রোগীর শান্তি-পুষ্টি হয়। অথবা দূর্ব্বা, পুষ্প ও তণ্ডুলসংযুক্ত ঘৃতমিশ্রিত তিল ও ক্ষীরক-দ্বারা উক্ত মন্ত্রে হোম করিবে। এই হোমকার্য্যে ত্রিকোণ কুণ্ডে বহ্নি প্রজ্বালিত করিয়া হোম করিতে হয়। এইরূপে দশাংশ হোম করিলে সর্ব্বশান্তি হইয়া থাকে ॥

অথ সঞ্জীবনীবিদ্যা।

অথবাপি মহাদেব্যাঃ সঞ্জীবন্যাঃ ক্রমাদিহ। জপেন কারয়েচ্ছান্তিং সর্ব্বোপদ্রবনাশিনীং। ওঁ নমো ভগবতি মৃত-সঞ্জীবনি অমুকস্য শান্তিং কুরু কুরু স্বাহা। অনেন মনুনা মন্ত্রী ভাবয়িত্বা সুচেতসা। গোক্ষীরশশিমিশ্রাভামর্দ্ধেন্দু-কৃতশেখরাং। ত্রিমুখীং ষড়্ভুজাং ত্র্যক্ষীং নৃত্যন্তীং যমপৃষ্ঠ-গাম্ ॥ জটাজূটসমাযুক্তাং রক্তবস্ত্রপরিচ্ছদাং। খড়্গাং ত্রিশূলং কর্ত্রীঞ্চ দক্ষিণে দিশি বামকে। খেটকং ডমরুং চক্রং ধারয়ন্তীং শবাসনাং। প্রত্যালীঢ়পদাম্ভোজাং মুণ্ডমালাবলম্বিনীং। কাঞ্চী-মঞ্জীরহারাদ্যৈর্ভূষণৈঃ পরিভূষিতাং। অন্যাশ্চ ধ্যানমাত্রেণ তন্নাস্তি যন্ন সাধয়েৎ ॥

অনন্তর মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা কথিত হইতেছে। ওঁ নমো ভগবতি মৃতসঞ্জীবনি অমুকস্য শান্তিং কুরু কুরু স্বাহা, এই মন্ত্র জপকরিলে সর্ব্ব-প্রকার উপদ্রব বিনাশ হইয়া সর্ব্বরোগশান্তি হইয়া থাকে। উক্ত মন্ত্র জপ করিয়া স্থিরচিত্তে ধ্যান করিবে। দেবীর আকার এইরূপ—গব্য-দুগ্ধ এবং চন্দ্রের ন্যায় দেহপ্রভা, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র, তিনমুখ, ছয় হস্ত এবং তিন চক্ষু, ইনি নৃত্যপরায়ণা ও যমপৃষ্ঠোপরি উপবিষ্টা। মস্তকে জটাভার এবং রক্তবস্ত্রপরিধান। দক্ষিণহস্তত্রয়ে খড়্গ, ত্রিশূল ও কর্ত্তৃকা (কাটারী) বামহস্তত্রয়ে গদা, ডমরু ও চক্র ধারণ করিয়াছেন। শবাসনে অ[illegible] দক্ষিণপাদ এবং পশ্চাতে বামপাদ। দেবী মুণ্ডমালা ধারণ করিয়া[illegible]

ও কাঞ্চীনূপুর প্রভৃতি নানাবিধ বিভূষণে বিভূষিতা। এইপ্রকারে ধ্যান করিলে কার্য্যসাধন না হয় এমত কোন কার্য্যই নাই॥

অথ মৃণ্ময়শিবলিঙ্গপূজাবিধিঃ।

মৃত্তিকয়া শিবলিঙ্গপূজায়াং কালোত্তরে নারদবাক্যং। অসারে খলু সংসারে সারমেতচ্চতুষ্টয়ং। কাশ্যাং বাসঃ সতাং সঙ্গো গঙ্গাম্ভঃ শম্ভুসেবনং। স্কন্দপুরাণে। অগ্নিহোত্রাস্ত্রিবেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বহুদক্ষিণাঃ। শিবলিঙ্গার্চ্চনস্যৈতে কোট্যংশেনাপি নো সমাঃ। ছিত্ত্বা ভিত্ত্বা চ ভূতানি হত্বা সর্ব্বমিদং জগৎ। যজেদ্দেবং বিরূপাক্ষং ন স পাপেন লিপ্যতে। অনেকজন্মসাহস্রং ভ্রাম্যমাণস্তু যোনিষু। কঃ সমাপ্নোতি বৈ মুক্তিং লিঙ্গার্চ্চনমৃতে নরঃ। প্রাতরুত্থায় যো লিঙ্গং ভক্ত্যা সংপূজয়েৎ সকৃৎ। কপিলাসংখ্যদানস্য যৎফলং তদবাপ্নুয়াৎ। মধ্যন্দিনকরে প্রাপ্তে যোলিঙ্গং পরিপূজয়েৎ। সংপূর্ণাং পৃথিবীং দত্ত্বা যৎফলং তদবাপ্নুয়াৎ। বারুণীমাশ্রিতে সূর্য্যে শিবং সম্যক্ সমর্চ্চয়েৎ। গবাং শতসহস্রস্য দত্তস্য ফলমাপ্নুয়াৎ॥

অনন্তর মৃত্তিকা-নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ পূজা বিধান কথিত হইতেছে। মৃণ্ময় শিবলিঙ্গ পূজা বিষয়ে নারদ বলিয়াছেন যে, অসার সংসারে কাশীবাস, সৎসমাগম, গঙ্গাজল ও শিবার্চ্চন এই চারিটি সারপদার্থ। স্কন্ধপুরাণে লিখিত আছে যে, অগ্নিহোত্র, তিনবেদ ও বহুদক্ষিণ যজ্ঞ এই সকল কার্য্য শিবপূজার কোটী অংশের একাংশের তুল্য নহে। সমস্ত প্রাণীকে ছেদভেদ ও জগৎকে বিনাশ করিয়াও যে ব্যক্তি শিবপূজা করে, সেই ব্যক্তি কোন পাপে লিপ্ত হয় না। সহস্র সহস্র জন্মে নানা যোনি ভ্রমণ করিয়াও শিবলিঙ্গার্চ্চন ব্যতিরেকে কেহ মুক্তি লাভ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া একবার মাত্র ভক্তিপূর্ব্বক শিবপূজা করে, সেই ব্যক্তি কপিলালক্ষদানজন্য ফললাভ করিতে পারে। মধ্যন্দিন সময়ে যে ব্যক্তি শিবার্চ্চন করে, সেই ব্যক্তির সংপূর্ণ পৃথিবী দান করিলে যে ফল হয়, সেই ফললাভ হইয়া থাকে। যে সময়ে সূর্য্যদেব পশ্চিমদিক্ আশ্রয় করিয়া অস্তাচলে গমন করেন, সেই সময় শিবপূজা করিলে লক্ষগোদানজন্য ফলতুল্য ফলপ্রাপ্তি হয়॥

আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা। প্রলয়ে সর্ব্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে॥

আকাশ, লিঙ্গ এবং পৃথিবী তাঁহার আসন, মহাপ্রলয় সময়ে দেবগণের নাশ হইয়া একমাত্র লিঙ্গরূপী মহাদেব বর্ত্তমান ছিলেন, অতএব লিঙ্গ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে॥

অথ লিঙ্গপ্রমাণং যথা শিবতন্ত্রে।

মৃত্তিকাতোলকং গ্রাহ্যমথবা তোলকদ্বয়ং। ত্রিসূত্রস্য প্রমাণেন গঠনং কারয়েদ্বুধঃ। অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বমানন্তু কৃত্বা লিঙ্গং প্রপূজয়েৎ। মৃদাদিলিঙ্গগঠনে প্রমাণং পরিকীর্ত্তিতং। ফলং ক্রমবাপ্নোতি চান্যথা চেত্তথান্যথা॥

অনন্তর শিবলিঙ্গ প্রমাণ কথিত হইতেছে। শিবতন্ত্রে লিখিত আছে যে, শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণে এক তোলা কিম্বা দুই তোলা মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া ত্রিসূত্রপ্রমাণে লিঙ্গ গঠন করিবে। অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ লিঙ্গ গঠন করিয়া পূজা করিতে হইবে। এইরূপ মৃত্তিকাদি শিবলিঙ্গ গঠন প্রমাণ কথিত হইল। মৃত্তিকা নির্ম্মিত শিবপূজা করিলে মুক্তিফল লাভ হয়॥

তথান্যপ্রমাণং কালোত্তরে।

লিঙ্গে বেদ্যাং তথা পীঠে সূত্রত্রয়নিপাতনাৎ। সমানত্বে বিজানীয়াত্রিসূত্রীকরণন্ত্বিদং। স্ফটিকমারকতাদীনাং পঞ্চসূত্রীপ্রমাণকং॥

কালোত্তরে লিখিত আছে যে, লিঙ্গে, লিঙ্গবেদীতে ও লিঙ্গপীঠে তিনটি সূত্রপাত করিয়া ঐ সূত্রের পরিমাণ করিবে, যদি ঐ সূত্রত্রয় সমপরিমাণ হয়, তাহা হইলেই ত্রিসূত্রীকরণ হয়। উক্তরূপ শিবলিঙ্গকে ত্রিসূত্রপ্রমাণ বলা যায়। স্ফটিকাদি লিঙ্গে পঞ্চসূত্রীপ্রমাণ লিঙ্গ করিবে॥

তথান্যপ্রমাণং লিঙ্গপুরাণে।

শিবলিঙ্গস্য যন্মানং তন্মানং দক্ষসব্যয়োঃ। যোন্যগ্রমপি তন্মানং তদধোঽপি তথা ভবেৎ॥

লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে যে, শিবলিঙ্গের যেরূপ পরিমাণ, তাহার বাম দক্ষিণেও সেইরূপ পরিমাণ জানিবে এবং যোনির যে প্রমাণ তদধোভাগেরও সেই প্রমাণ করিবে॥

তথা প্রমাণমন্যৎ তন্ত্রান্তরে।

লিঙ্গস্য যাদৃগ্বিস্তারঃ পরিণাহোঽপি তাদৃশঃ। লিঙ্গস্য দ্বিগুণা বেদী যোনিস্তদর্দ্ধসম্মিতা। সর্ব্বতোঽঙ্গুষ্ঠতোহ্রস্বং ন কদাচিদপি ক্বচিৎ। রত্নাদিষু চ নির্ম্মাণে মানমিচ্ছাবশাদ্ভবেৎ॥

তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, লিঙ্গের পরিমাণানুসারে তাহার বিস্তার করিবে। লিঙ্গপরিমাণের দ্বিগুণ লিঙ্গবেদীর পরিমাণ করিবে। বেদীর অর্দ্ধপরিমাণে যোনির পরিমাণ জানিবে। কোন পরিমাণও অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণের ন্যূন করিবে না। রত্নাদিদ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণ স্থলে কোন পরিমাণের নিয়ম নাই, আপনার ইচ্ছানুসারে পরিমাণ স্থির করিয়া লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিবে॥

প্রমাণান্তরং শিবধর্ম্মে।

ব্রহ্মা সংপূজয়েন্নিত্যং লিঙ্গং শিলাময়ং শুভং। তস্য সম্পূজনাত্তেন প্রাপ্তং ব্রহ্মত্বমুত্তমং। ইন্দ্রনীলময়ং লিঙ্গং বিষ্ণুরর্চ্চয়তে সদা। বিষ্ণুত্বং প্রাপ্তবাংস্তেন সোঽভূদ্‌দ্ভুতৈকশাসনঃ। স্ফটিকং নির্ম্মলং লিঙ্গং বরুণোঽর্চ্চয়তে সদা। তেন তদ্বরুণত্বং হি প্রাপ্তমূর্জ্জবলান্বিতং॥

শিবধর্ম্মে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মা প্রতিদিন শিলাময় লিঙ্গ পূজা করিতেন, সেই পুণ্যবলে তাঁহার ব্রহ্মত্ব পদ লাভ হয়। বিষ্ণু সর্ব্বদা ইন্দ্র নীলমণি-নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ পূজাকরিয়া সেই পুণ্যফলে বিষ্ণুপদ

লাভ করিয়াছেন। বরুণদেব স্ফটিকনির্ম্মিত শিবলিঙ্গ পূজা করিতেন, তাহাতেই তাঁহার বরুণত্ব লাভ হয়॥

তথাহ লিঙ্গপুরাণে। মনিমুক্তাপ্রবালৈশ্চ রত্নৈরপ্যর্চ্চনং মতং। ন গৃহ্ণামি বিনা দেবি বিল্বপত্রৈর্ব্বরাননে।

লিঙ্গপুরাণে মহাদেব বলিয়াছেন যে, মণি, মুক্তা, প্রবাল ও অন্যান্য রত্নাদিদ্বারা অর্চ্চনা করিলেও বিল্বপত্র ব্যতিরেকে আমি তাহা গ্রহণ করি না॥

অপি চ মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশে। লিঙ্গদ্বয়ং তথা নার্চ্চ্যং গণেশদ্বয়মেব চ। শক্তিদ্বয়ং তথা সূর্য্যদ্বয়মেকত্র নার্চ্চয়েৎ। দ্বে চক্রে দ্বারকায়াস্তু শালগ্রামশিলাদ্বয়ং। এতেষামর্চ্চনান্নিত্যমুদ্বেগং প্রাপ্নুয়াদ্‌গৃহী॥

মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশে লিখিত আছে যে, লিঙ্গদ্বয়, গণেশদ্বয়, শক্তিদ্বয়, ও সূর্য্যদ্বয়, একত্র পূজা করিবে না। দুইটি চক্র এবং দুইটি শালগ্রামের একত্র পূজাও নিষিদ্ধ। গৃহীব্যক্তি উক্তরূপে দুইটি করিয়া পূজা করিলে সর্ব্বদা উদ্বেগ প্রাপ্ত হয়॥

অথ শিবপূজাবিধানম্।

মৃদাহরণসংঘট্টং প্রতিষ্ঠাহ্বানমেব চ। স্নপনং পূজনঞ্চৈব বিসর্জ্জনমিতি ক্রমাৎ। হরো মহেশ্বরশ্চৈব শূলপাণিঃ পিণাকধৃক্। পশুপতিঃ শিবশ্চৈব মহাদেব ইতিক্রমাৎ॥

অনন্তর শিবলিঙ্গ পূজাবিধি কথিত হইতেছে। ওঁ হরায় নমঃ এই মন্ত্রে মৃত্তিকা আহরণ, ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ এই মন্ত্রে লিঙ্গগঠন, ওঁ শূলপাণে ইহ সুপ্রতিষ্ঠিতো ভব এই মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা, ওঁ পিণাকধৃক্ ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ, এই মন্ত্রে আবাহন, ওঁ পশুপতয়ে নমঃ এই মন্ত্রে স্নান, ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ এই মন্ত্রে পূজা এবং ওঁ মহাদেব ক্ষমস্ব এই মন্ত্রে বিসর্জ্জন করিবে॥

তথা অগ্নিপুরাণে। বিনা ভস্মত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা রুদ্রাক্ষমালয়া। বিনা মালূরপত্রেণ শিবপূজা বৃথা ভবেৎ। পূজিতোঽপি মহারুদ্রো ন স্যাত্তস্য ফলপ্রদঃ॥

অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে, ভস্মত্রিপুণ্ড্র, রুদ্রাক্ষমলা ও বিল্বপত্রব্যতিরেকে শিবপূজা করিলে সেই পূজা বৃথা হয়, তাহাতে কোন পুণ্যসঞ্চয় হয় না॥

তথাচ শৈবাগমে। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ত্রিপুণ্ড্রং বা কৃত্বা সন্ধ্যাং সমাচরেৎ। শিবপূজাবিধৌ মন্ত্রী ত্রিপুণ্ড্রমপি ধারয়েৎ। অগ্নিহোত্রভবং ভস্ম শৈবমন্ত্রভবন্তু বা। শূদ্রস্তু তেন মন্ত্রেণ ভস্মাণ্যপি চ ধারয়েৎ। ন প্রাচীমগ্রতঃ শম্ভোর্নোদীচীং শক্তিসংযুতাং। ন প্রতীচীং যতঃ পশ্চাদতোদক্ষং সমাশ্রয়েৎ। সর্ব্বোভবশ্চ রুদ্রশ্চ তথৈবোগ্রঃ স্মৃতঃ পুনঃ। ভীমঃ পশুপতিশ্চৈব যজমানস্তথৈব চ। ঈশানস্সূর্য্য ইতি চ মহাদেবস্তু সোমকঃ। মূর্ত্তয়োঽষ্টৌ শিবস্যৈতাঃ শিবসন্নিধিকারিকাঃ। লৈঙ্গে। মূর্ত্তয়োঽষ্টৌ শিবস্যৈতাঃ পূর্ব্বাদিক্রমযোগতঃ। আগ্নেয্যন্তাঃ প্রপূজ্যাশ্চ বেদ্যাং লিঙ্গে শিবং যজেৎ॥

শৈবাগমে লিখিত আছে যে, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র কিম্বা ত্রিপুণ্ড্র করিয়া সন্ধ্যা করিবে। শিবপূজাকালে সাধক ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবে। অগ্নিহোত্র যজ্ঞের ভস্ম অথবা শিবমন্ত্রে যে হোম করা যায়, সেই হোমীয় ভস্মদ্বারা ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবে। শূদ্রব্যক্তির পূর্ব্বোক্তমন্ত্রে ভস্মধারণ করা কর্ত্তব্য মহাদেবের পূর্ব্বদিক্ ও শক্তিদেবতার উত্তরদিক্ সম্মুখ এবং পশ্চিম দিক্ পশ্চাদ্ভাগ, অতএব পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিম দিক্ আশ্রয় না করিয়া দক্ষিণ দিকে উপবেনপূর্ব্বক পূজাদি করিবে। সর্ব্ব, ভব, রুদ্র, উগ্র, ভীম, পশুপতি, ঈশান ও মহাদেব, শিবের এই অষ্টমূর্ত্তি পূজাকরিলে মহাদেবের সান্নিধ্য হয়। লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিকোণপর্য্যন্ত উক্ত অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিবে॥

অথ লিঙ্গমুদ্রা যথা—

দক্ষাঙ্গুষ্ঠং সমুন্নাম্য বামাঙ্গুষ্ঠেন বেষ্টয়েৎ। অঙ্গুলীভির্নিপীড্যৈব শিবস্যাগ্রে প্রচালয়েৎ। লিঙ্গমুদ্রেয়মাখ্যাতা শিবসান্নিধ্যকারিণী॥

অনন্তর লিঙ্গমুদ্রা কথিত হইতেছে। দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলী উন্নত করিয়া বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীদ্বারা বেষ্টন করিয়া দক্ষিণহস্তের অন্যান্য অঙ্গুলী সকলকে বামহস্তের অন্যান্য অঙ্গুলীদ্বারা পীড়ন করিবে। ইহার নাম লিঙ্গমুদ্রা, এই মুদ্রা মহাদেবের অগ্রে চালিত করিলে শিবের সান্নিধ্য হয়॥

অথ মুখবাদ্যফলমাহ।

ভূমিদানেন যৎ পুণ্যং কন্যাদানেন যৎ ফলং। মুখবাদ্যেন তৎ পুণ্যমুভয়ং লভতে নরঃ। তদেব পুণ্যং গীতস্য নৃত্যস্য চ বিশেষতঃ। তত্রৈব। সহস্রমর্চ্চয়েল্লিঙ্গং নিরয়ং স ন পশ্যতি। শিবদেহমবাপ্নোতি ভুক্ত্বা ভোগাননুত্তমান্। লক্ষং সংপূজয়েদ্ যস্তু শিবত্বং লভতে ধ্রুবং। আয়ুরারোগ্যসম্পত্তিযুক্তান্ পুত্রানবাপ্নুয়াৎ। অযত্নেন লভেৎ পুত্রান্ সর্ব্বোৎকৃষ্টগুণান্বিতান্। লক্ষৈর্দ্দশভিরিন্দ্রত্বং ব্রহ্মত্বং বিংশতিঃ স্মৃতং। রুদ্রত্বন্তু চতুর্ভিস্তু কোট্যা চ শিবতাং ব্রজেৎ॥

অনন্তর মুখবাদ্যফল কথিত হইতেছে। ভূমিদানে যে ফল হয় এবং কন্যাপ্রদান করিলে যে সুকৃতি জন্মে, শিবসন্নিধানে একবারমাত্র মুখবাদ্য করিলে সাধক উক্ত উভয়বিধ পুণ্য লাভ করে এবং শিবসমীপে গান ও নৃত্য করিলেও উক্তরূপ ফল হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সহস্র শিবলিঙ্গ অর্চ্চনা করে, তাহার নরক দর্শন হয় না এবং ইহকালে উত্তমোত্তম ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিয়া শিবত্ব পায়। যে সাধক লক্ষসংখ্যক শিবলিঙ্গ পূজা করে, সেই ব্যক্তি পরকালে শিবত্ব লাভ করে এবং ইহকালে আয়ু, আরোগ্য ও সম্পত্তিযুক্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট পুত্র প্রাপ্ত হয়। দশলক্ষ শিবলিঙ্গ পূজনে ইন্দ্রত্ব, বিংশতিলক্ষ শিবলিঙ্গার্চ্চনে ব্রহ্মত্ব এবং চারিকোটি শিবলিঙ্গ পূজা করিলে রুদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়॥

অথ লিঙ্গস্তবম্ ভবিষ্যপুরাণে।

সর্ব্বজ্ঞানপ্রবিজ্ঞানপ্রদায়ৈকমহাত্মনে। নমস্তে সর্ব্বদেবেশ সর্ব্বভূতহিতে রত। অনন্তভোগসম্পন্ন অনন্তাসনসংস্থিত। অনন্তকান্তিসম্ভোগ পরমেশ নমোঽস্তু তে॥ অনন্তকান্তিসম্পন্ন অনন্তাসনসংস্থিত। পরাপরপরাতীত উৎপত্তিস্থিতিকারক। সর্ব্বার্থসাধনোপায় বিশ্বেশ্বর নমোঽস্তু তে॥ সর্ব্বার্থনির্ম্মলাভোগ সর্ব্বব্যাধিবিনাশন। যোগিযোগি মহাযোগি যোগীশ্বর নমোঽস্তু তে॥ কৃত্বা লিঙ্গপ্রতিষ্ঠাঞ্চ ধ্যাত্বা দেবং সদাশিবং। পুজয়িত্বা বিধানেন স্তবমেতদুদীরয়েৎ। লিঙ্গস্তবং মহাপুণ্যং যঃ শৃণোতি সদা নরঃ। নোৎপদ্যতে চ সংসারে স্থানং প্রাপ্নোতি শাশ্বতং। পাপকঞ্চুকনির্ম্মুক্তঃ প্রাপ্নোতি পরমং পদং। ইতি ভবিষ্যপুরাণে লিঙ্গস্তবঃ সমাপ্তঃ॥

ভবিষ্যপুরাণে যে লিঙ্গস্তব লিখিত আছে তাহা এই—হে দেবদেব! তুমি সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানবিজ্ঞানপ্রদ মহাত্মা, তোমাকে নমস্কার করি। হে সর্ব্বদেবেশ্বর! তুমি সর্ব্বপ্রাণীর হিতকারী তোমাকে নমস্কার করি। হে অনন্তভোগসম্পন্ন! তুমি অনন্ত আসনে সংস্থিত আছ; তুমি অনন্তকান্তি ও অনন্তভোগযুক্ত পরমেশ্বর, তোমাকে নমস্কার করি। হে পরাপর! তুমি পরাতীত, সৃষ্টিস্থিতিকারী এবং সর্ব্বার্থসাধনের উপায়স্বরূপ। হে বিশ্বেশ্বর! তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সর্ব্বার্থনির্ম্মলভোগবান্, সর্ব্বব্যাধিবিনাশকারী, যোগী ও যোগীশ্বর, তোমাকে নমস্কার করি। লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করিয়া সদাশিবের ধ্যানপূর্ব্বক বিধানানুসারে শিবের পূজা করিয়া এই স্তব পাঠ করিবে। এই লিঙ্গস্তবপাঠে মহা পুণ্যসঞ্চয় হয়। যে ব্যক্তি এই স্তব সর্ব্বদা শ্রবণ করে, সেই জন পুনর্ব্বার সংসারে উৎপন্ন হয় না এবং নিত্যস্থান প্রাপ্ত হয়, অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে এই লিঙ্গস্তব শ্রবণ করিবে। ইহাতে পাপকঞ্চুক হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করে॥

অথ শিবভক্তস্য বর্জ্জনীয়ানি যথা শিবধর্ম্মোত্তরে।

হিংসাং পরকলত্রঞ্চ নিষ্ঠুরামনৃতাং গিরং। স্তেয়ং কেশবনিন্দাঞ্চ শিবভক্তো বিবর্জ্জয়েৎ॥

হিংসা, পরনারী, নিষ্ঠুর এবং অসত্যবাক্য, চৌরকর্ম্ম ও বিষ্ণুনিন্দা, শিবভক্তগণ এই সকল পরিত্যাগ করিবে॥

অথ শিবলিঙ্গপূজাপ্রয়োগঃ।

শুচৌ দেশে সমুপবিশ্য দর্ভপাণিরাচান্তঃ কামনাভেদেন সঙ্কল্পং কৃত্বা পূজামারভেৎ। ওঁ হরায় নমঃ ইতি মৃদাহরণং। ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ ইতি সংঘট্টনং। ওঁ শূলপাণে ইহ সুপ্রতিষ্ঠিতোভব। ইতি প্রাণপ্রতিষ্ঠা। ততো ধ্যায়েৎ। ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং। পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানম্ বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং॥ ওঁ পিণাকধৃক্ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ ইত্যাদ্যাবাহনং কৃত্বা। ওঁ পশুপতয়ে নমঃ, ইতি স্থাপনম্। ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ ইতি পাদ্যাদিভিঃ পূজয়েৎ। ততো বামাবর্ত্তেন পিণ্ডিকায়াং প্রাচ্যাদ্যাগ্নেয়ান্তং ওঁ সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ। ওঁ ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ। ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ। ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ। ওঁ ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ। ওঁ পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ। ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ। ওঁ ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ। ইতি গন্ধপুষ্পৈঃ সংপূজয়েৎ। ওঁ মহাদেব ক্ষমস্ব ইতি বিসর্জ্জয়েৎ। তথাহ লৈঙ্গে। একীকৃত্য চ লিঙ্গানি দশপঞ্চশতানি বা। প্রত্যেকমথবা দেবি বিল্বপত্রৈঃ প্রপূজয়েৎ। একং পাশুপতং লিঙ্গং মৃচ্ছিলাদিবিনির্ম্মিতং। শালগ্রামশিলামেকং গৃহস্থৈশ্চৈব পূজয়েৎ॥

এইক্ষণ শিবলিঙ্গপূজাবিধান কথিত হইতেছে। শুদ্ধস্থানে উপবেশনপূর্ব্বক কুশযুক্ত হস্তে আচমন করিয়া কামনানুরূপ সঙ্কল্পান্তে পূজারম্ভ করিবে। এই পূজাপ্রণালী মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে, দৃষ্টি করিলেই অনায়াসে সকলের বোধগম্য হইবে। লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে যে, দশ, পঞ্চ কিম্বা শতলিঙ্গ একত্র করিয়া অথবা এক একটি পৃথক্‌রূপে বিল্বপত্রদ্বারা মার্জ্জনপূর্ব্বক পূজা করিবে। গৃহস্থব্যক্তি মৃত্তিকা কিম্বা শিলাদিনির্ম্মিত একটি শিবলিঙ্গ ও একটি শালগ্রাম পূজা করিবে।

অথ শিবনির্ম্মাল্যভোজনম্ যথা শিবরহস্যে।

যথা যথা চ স্বাদূনি শুভানি সুরভীণি চ। নিবেদ্য পিষ্টপানাদি তৎফলানি যথা তথা। ভক্ত্যা নিবেদ্য ভুঞ্জানঃ ফলমক্ষয়মাপ্নুয়াৎ॥

শিবনির্ম্মাল্য ভোজনবিষয়ে শিবরহস্যে যাহা লিখিত আছে, তাহা এই—পিষ্টক, পানীয় ও পত্রফলাদি সুমিষ্ট ও সদ্‌গন্ধযুক্ত উত্তমোত্তম দ্রব্য সকল মহাদেবকে নিবেদন করিয়া সেই নির্ম্মাল্য ভোজন করিলে অক্ষয়ফললাভ হইয়া থাকে।

অথ হারীতোক্তনক্ষত্রদোষজ্বরশান্তির্লিখ্যতে।

নক্ষত্রেষু জ্বরোঽসাধ্যঃ সাধ্যোঽপি স চিকিৎসিতঃ। রিষ্টির্হারীতনির্দ্দিষ্টা সা চাত্র লিখ্যতে ময়া। জন্মাধানে চ নিধনে প্রত্যরৌ চ বিপৎকালে। যদি ব্যাধিঃ সমুৎপন্নঃ ক্লেশায় মরণায় বা। জ্যোতিশ্চক্রে ধনিষ্ঠাদিনক্ষত্রাণাং বিচেষ্টিতং। দশরাত্রং ধনিষ্ঠাসু জ্বরোভবতি দেহিনাং। ষড়্‌রাত্রং বা দশাহং বা ভবেৎ শতভিষাজ্বরঃ। তথা ভাদ্রপদাস্বেতং পূর্ব্বাসু মরণং ধ্রুবং। উত্তরাসু ভবেন্মোক্ষো দিবসেঽর্দ্ধচতুর্দ্দশে। ষড়্‌রাত্রং পঞ্চরাত্রং বা রেবত্যাং বর্ত্ততে জ্বরঃ। অশ্বিন্যামপি ষড়্‌রাত্রাৎ সুখং সম্পাদ্যতে ধ্রুবং। ভরণ্যাঞ্চ যমস্তিষ্ঠেৎ মরণং পঞ্চমেঽহনি। কৃত্তিকায়াং গৃহীতস্য সপ্তরাত্রং ভবেজ্জ্বরঃ। ন মুক্তো যদি সপ্তাহাদেকবিংশতিমে সুখং। রোহিণ্যামষ্টরাত্রেণ সুখ-

মেকাদশে হি বা। মৃগশীর্ষে জ্বরোঽপ্যেতন্নবরাত্রমথাপি বা। আর্দ্রায়ামুপসৃষ্টস্য পঞ্চাহান্মৃত্যুমাদিশেৎ। ঊর্দ্ধং যত্তপি বর্ত্তেত ত্রিপক্ষান্মৃত্যুমাদিশেৎ॥ পুনর্ব্বসূপসৃষ্টস্য জ্বরেণ পরিপীড়িতম্। ত্রয়োদশাহতোমুক্তেঃ সপ্তবিংশেঽথবাঽহনি॥ পুষ্যে ত্রিরাত্রং জ্বরিতং সপ্তাহান্নাতিবর্ত্ততে। অশ্লেষায়াং ভবেন্মৃত্যুর্দীর্ঘকালক্রমাদপি॥ মঘায়াং দ্বাদশাহেন মৃত্যুর্ভবতি দেহিনাম্। উক্তস্ততো মঘায়ান্তু পুনরেব সুখী নরঃ॥ পূর্ব্বাসু চোপসৃষ্টস্য ফল্গুনীষু ভবেদ্‌যমঃ॥ উত্তরাসু তথাষ্টাহং নবরাত্রমথাপি বা। একবিংশতিরাত্রাদ্বা জ্বরশান্তিং সমৃচ্ছতি। হস্তেষু সপ্তমে মোক্ষশ্চিত্রায়ামষ্টমেঽহ্নি চ। ঊর্দ্ধং বিযুজ্যমানোঽসৌ মুক্তেশ্চিত্রাগমে পুনঃ॥ স্বাতীযোগে দশাহেন মুক্তেঃ পক্ষত্রয়েণ বা॥ বিশাখাসু ভবেন্মৃত্যুরেকবিংশতিমেঽহনি॥ জ্বরস্ত দিবসানষ্টাবনুরাধাসু বর্ত্ততে। অতঊর্দ্ধং ন মুক্তস্য নাপি তস্য চিকিৎসিতম্। জ্যেষ্ঠায়াং পঞ্চমে মৃত্যুরুর্দ্ধং বা দ্বাদশে সুখম্॥ মূলে চ উপসৃষ্টস্য দশরাত্রং ভবেজ্জ্বরঃ। অত উর্দ্ধং ন মুক্তস্য নাপি তস্য চিকিৎসিতম্॥ আষাঢ়ায়াস্তু পূর্ব্বায়াং নবরাত্রাৎ প্রমুচ্যতে। অত উর্দ্ধং ন মুক্তস্য নাপি তস্য চিকিৎসিতম্॥ উত্তরাসু আষাঢ়াসু মাসং ক্লিশ্যত্যসংশয়ম্॥ অষ্টৌ বা নব মাসান্ বা ততোঽস্য সুখমাদিশেৎ॥ শ্রবণেঽষ্টরাত্রং বা ক্লিশ্যতে জ্বরপীড়িতঃ। এতদ্‌ভগবতা প্রোক্তং নক্ষত্রাণাং বিচেষ্টিতম্। য এনং বেত্তি তত্ত্বেন স রাজার্হো ভিষগ্বরঃ॥

অনন্তর হারীতোক্ত নক্ষত্রদোষজন্য জ্বরশান্তি বিধান কথিত হইতেছে। বিরুদ্ধনক্ষত্রে যে জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহা অসাধ্য অর্থাৎ প্রায়শঃ প্রতিকার হয় না। কিন্তু বিশেষ প্রকার চিকিৎসা করিলে সাধ্য হয়, অর্থাৎ প্রতিকার হইয়া থাকে। হারীত যে সকল নক্ষত্রে জ্বরোৎপন্নে রিষ্টিনির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা এই। জন্মনক্ষত্রে, সপ্তম তারাতে, পঞ্চমনক্ষত্রে ও তৃতীয়নক্ষত্রে রোগ উৎপন্ন হইলে সেই রোগ ক্লেশ অথবা মৃত্যুপ্রদ হইয়া থাকে। জ্যোতিশ্চক্রমতে ধনিষ্ঠাদিক্রমে নক্ষত্রের দোষ গণনা হইয়া থাকে। ধনিষ্ঠানক্ষত্রে জ্বর উৎপন্ন হইলে দশরাত্র ভোগ হইয়া থাকে। পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে জ্বর হইলেও উক্তরূপ ফল জানিবে। বিশেষতঃ পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্রে জ্বর হইলে নিশ্চয় রোগীর মরণ হইয়া থাকে। উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে জ্বর হইলে সপ্তাহে মুক্তি হয়। রেবতী নক্ষত্রে উৎপন্ন জ্বর ছয়রাত্র কিম্বা পঞ্চরাত্রস্থিত হয়। অশ্বিনী নক্ষত্রে জ্বর হইলে ছয়রাত্রির পর রোগী সুখী হয়। ভরণী নক্ষত্রে জ্বর হইলে পঞ্চমরাত্রিতে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। কৃত্তিকা নক্ষত্রে জ্বরগৃহীত ব্যক্তির যদি সপ্তাহে জ্বরমুক্তি না হয়, তবে একবিংশতি দিবসের পর জ্বর পরিত্যাগ হইবে। রোহিণী নক্ষত্রে জ্বর হইলে অষ্টমরাত্রে অথবা দ্বাদশরাত্রে জ্বরমুক্তি হইয়া থাকে। মৃগশিরা নক্ষত্রে রোগোৎপত্তি হইলে চতুর্থরাত্র, অষ্টমরাত্র অথবা নবমরাত্রে জ্বরশান্তি হয়। আর্দ্রা নক্ষত্রে জ্বরোৎপত্তি হইলে পঞ্চরাত্রমধ্যে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। যদি পঞ্চরাত্রে জীবিত থাকে, তবে ত্রিপক্ষে মৃত্যু হয়। পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে জ্বর সমুৎপন্ন হইলে ত্রয়োদশদিন কিম্বা সপ্তদশদিনে জ্বরমুক্তি হইয়া থাকে। পুষ্যানক্ষত্রে জ্বর জন্মিলে ত্রিরাত্র অথবা সপ্তরাত্রে জ্বর নিবৃত্তি হয়। অশ্লেষানক্ষত্রে জ্বর উৎপন্ন হইলে দীর্ঘকালে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির মঘানক্ষত্রে জ্বর জন্মে, দ্বাদশ দিবসে তাহার মৃত্যু হয়। যদি উক্ত দিবসে জীবিত থাকে, তবে পুনর্ব্বার মঘানক্ষত্রের পর আরোগ্য লাভ করে। উত্তর ফল্গুনীনক্ষত্রে যে ব্যক্তির জ্বর সমুৎপন্ন হয় অষ্টাহে, নবরাত্রিতে অথবা এক বিংশতি দিবসে জ্বর শান্তি হইয়া থাকে। হস্তানক্ষত্রে জ্বর হইলে সপ্তরাত্রিতে এবং চিত্রানক্ষত্রে জ্বর জন্মিলে অষ্টম দিবসে জ্বর মুক্তি হয়। যদি উক্ত দিবসে জ্বরমুক্তি না হয়, তবে পুনর্ব্বার চিত্রাগমনপর্য্যন্ত জ্বরভোগ করিয়া প্রতিকার হয়। স্বাতীনক্ষত্রে জ্বর সমুৎপন্ন হইলে দশাহে অথবা তিন পক্ষে জ্বরমুক্তি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির বিশাখানক্ষত্রে জ্বর জন্মে, একবিংশতি দিবসে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। অনুরাধানক্ষত্রে যাহার জ্বর সমুৎপন্ন হয়, অষ্টাহ পর্য্যন্ত তাহার জ্বর থাকে। যদি অষ্টাহ পরে জ্বরমুক্তি না হয়, তবে তাহার আর চিকিৎসা নাই। জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে জ্বর জন্মিলে পঞ্চ দিবসে মৃত্যু হয়। যদি উক্ত দিবসে জীবিত থাকে, তবে দ্বাদশ দিবসে জ্বর মোক্ষ হয়। যাহার মূলানক্ষত্রে জ্বর জন্মে, দশরাত্রে তাহার জ্বর মুক্তি হয়। যদি উক্ত দিবসে জ্বর মুক্তি না হয়, তবে আর তাহার চিকিৎসা করিবে না। পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্রে জ্বরোৎপন্ন হইলে নবরাত্রে জ্বর মুক্তি হয়, যদি উক্ত দিবসে জ্বর না ছাড়ে, তবে আর তাহার চিকিৎসায় কোন ফল দর্শিবে না। উত্তরাষাঢ়াতে যাহার জ্বরোৎপত্তি হয়, সেই ব্যক্তি এক মাস পর্য্যন্ত ক্লেশভোগ করে এবং অষ্টম কিম্বা নবম মাসের পরে আরোগ্য লাভ করিতে পারে। শ্রবণানক্ষত্রে জ্বর জন্মিলে অষ্টরাত্র পর্য্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিয়া আরোগ্য লাভ করে। এইরূপে নক্ষত্রোৎপন্নজ্বরের বিবরণ ভগবান্ বলিয়াছেন। যে চিকিৎসক এই সকল বিবরণ জানে, সেই যথার্থ রাজবৈদ্য।

অথ হারীতোক্তজ্বরশান্তিবিধানম্।

হারীতে জ্বরশান্ত্যর্থং বিধানং লিখ্যতেঽধুনা। অগ্নির্ম্মূর্দ্ধেতি কৃত্তিকাসু দধি জুহুয়াৎ। হিরণ্যগর্ভেতি রোহিণ্যাং সর্ব্ববীজময়ং হবিঃ। সর্পির্ম্মাংসং মৃগশীর্ষে সোমং রাজানমিতি হোময়েৎ॥

ওঁ ইমা রুদ্রায় তপসে কপর্দ্দিনে ক্ষয়দ্বীরায় প্রভরামহে মতী যথা সমসং দ্বিপদেশং চতুষ্পদে, বিশ্বং পুষ্টং গ্রামেঽস্মিন্ননাতুরম্। ইতি আর্দ্রাসু মধু জুহুয়াৎ। ওঁ মহীমূষু মাতরমিতি পুনর্ব্বসৌ তণ্ডুলান্। মন্ত্রস্ত। ওঁ মহীমূষু মাতরং সুব্রতানামৃতস্য পত্নীমবসে হুবেম। তুবিক্ষত্রামজরন্তীং সুরুচীং সুশর্ম্মাণমদিতিং সুপ্রণীতিম্॥ ওঁ বৃহস্পতে অতি যদর্য্যো অর্হাদ্দ্যুমদ্বিভাতি ক্রতুমজ্জনেষু। যদ্দীদয়চ্ছবস ঋতপ্রজাত তদস্মাসু দ্রবিণং ধেহি চিত্রম্॥ ইতি পুষ্যে ঘৃতপায়সম্॥ ওঁ নমোঽস্তু সর্পেভ্য ইতি অশ্লেষাসু সর্ব্বৌষধিম্। ওঁ ইদং পিতৃভ্য ইতি মঘাসু শালিতণ্ডুলান্। ওঁ ইদং পিতৃভ্যো

নমোঽস্তুদ্যায় পুর্ব্বাসো যঃ উপবাস ঈশুঃ। যে পার্থিবে রজস্থানি ধস্তা যোবা মুলং ন ব্রজনাসু বিষ্ণু॥ ওঁ প্রাতর্জ্জিতমিতিমিতি পূর্ব্বফল্গুনীষু কঙ্কুং হুনেৎ। ওঁ প্রাতর্জ্জিতং ভগমুগ্রং হুবেম বয়ং পুত্রমদিতে বিয়োবিধর্ত্তা। আধশ্চিদ্যাং মন্যমানস্তুরশ্চিদ্রায়াশ্চিত্রং ভগং ভক্ষী। ওঁ পুরোযমস্ত স্বাহেতি তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যমিতি ঘৃতাহুতিং উত্তরফল্গুনীষু জুহুয়াৎ। তৎসবিতুরিতি হস্তে দধি॥ ওঁ দ্যাবা পৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা নিষ্কভীতে অজরে ভূরিরেতসা ইতি চিত্রাসু মধুপায়সম্॥ ওঁ বায়ুরাগ্রেয়া ইতি স্বাতীষু ঘৃতাক্তান্ তিলান্। ওঁ ইন্দ্রাগ্নী আগতং শুভং গীর্ভির্নভো বরেণ্যং। অস্যপাদং ধিয়েষিতা॥ ইতি বিশাখাসু নবৌদনম্॥ ওঁ মহিভূপামিতি অনুরাধে লসুনম্। ওঁ ফল্গুনাম্নে ইতি জ্যেষ্ঠে কলায়ম্। ওঁ যন্তে দেবী নির্ঋতে ইতি মূলেষু মূলকম্॥ ওঁ ইদমাপঃ প্রবহত যৎকিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি। যদ্বাহমভিদুদ্রোহ যদ্বা শেফ উতানৃতম্॥ ইতি পুর্ব্বাষাঢ়াসু শালিম্। ওঁ বিশ্বেভ্যোমারুত ইতি উত্তরাসু রজতম্। তদভাবে কুন্দপুষ্পম্॥ ওঁ ইদং বিষ্ণুরিতি শ্রবণে সর্কং রক্তম্॥ ওঁ বায়ুরগ্নির্ব্বসুশ্রবাঃ অক্ষন্তানদামুত্তমম্ রয়িম্না নো বোধিসুধীহবং সুরস্থানো অক্ষয়ন্তমস্মাং॥ ইতি ধনিষ্ঠাসু বটশুঙ্গম্॥ ওঁ তত্ত্বায়ামি ব্রহ্মণা বন্দ্যমান স্তদা শাস্তে যজমানোহবির্ভিঃ। অহেনমানো বরুণেষু বোধ্যুরুশংসমানঃ সমানমায়ুঃ প্রমোষীঃ। ইতি শতভিষায়াং জলপুষ্পাণি। ওঁ উত্তরাহিব্রধ্ন ইতি পূর্ব্বভাদ্রপদে শাল্যোদনম্। ওঁ অহিরিবাভোগৈঃ পর্য্যেতি বাহুং জ্যায়াহেতিমপবাধমানঃ হস্তোন্নাবিশ্বাবয়ুনানি বিদ্বান্ পুমান্ পুমাংসং পরিপত্তি মৃত্যোঃ। ইতি উত্তরভাদ্রপদে শাল্যোদনং। ওঁ শন্তোতারশ্চ ইহ স্মসি ইতি রেবত্যাং ফলান্যক্ষতানি। ওঁ উভাবতমশ্বিনোভানবে শর্ম্ম যচ্ছতং অরিক্রিমাভি রুতিতিঃ। ইতি অশ্বিন্যাং ক্ষীরবৃক্ষসমিৎ। মাসং যম ইতি ভরণ্যাং তণ্ডুলান্ জুহুয়াৎ। ইতি সর্ব্বসিদ্ধিঃ॥

অধুনা হারীতোক্ত জ্বরশান্তিবিধান কথিত হইতেছে। কৃত্তিকানক্ষত্রোৎপন্ন জ্বরশান্ত্যর্থ ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়মপাং রেতাংসি জিন্বতি স্বাহা, এই মন্ত্রে দধিদ্বারা হোম করিবে। রোহিণীনক্ষত্রে জ্বর জন্মিলে সেই জ্বরশান্তির জন্যে হিরণ্যগর্ভ ইত্যাদি মন্ত্রে ঘৃতযুক্ত সর্ব্ববীজদ্বারা হোম করিতে হয়। মৃগশিরা নক্ষত্রোৎপন্ন জ্বরশান্তি কামনায় ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিং। এই মন্ত্রে সঘৃত মাংসদ্বারা হোম করিবে। আর্দ্রানক্ষত্রোৎপন্ন জ্বরশান্ত্যর্থ ওঁ ইমারুদ্রায় তপসে ইত্যাদি মন্ত্রে মধুদ্বারা হোম করিতে হয়। পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে যে জ্বর সমুৎপন্ন হয়, তাহার শান্তিকামনায় মহীমূষু মাতরং ইত্যাদি মন্ত্রে তণ্ডুলদ্বারা হোম করিবে। পুষ্যানক্ষত্রজাত জ্বরশান্তিকামী ব্যক্তি ওঁ বৃহস্পতে স্তুতি য়দর্য্যো ইত্যাদি মন্ত্রে ঘৃতপায়সদ্বারা হোম করিবে। অশ্লেষা নক্ষত্রে যে জ্বর জন্মে, তাহার শান্ত্যর্থ নমোঽস্তু সর্পেভ্য ইত্যাদি মন্ত্রে সর্ব্বৌষধিদ্বারা হোম করিবে। মঘানক্ষত্রে জাত জ্বরশান্ত্যর্থ ওঁ ইদং পিতৃভ্যঃ ইত্যাদি মন্ত্রে শালিতণ্ডুলদ্বারা হোম করিবে। পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্রোৎপন্ন জ্বরশান্ত্যর্থ ওঁ প্রাতর্জ্জিতং ইত্যাদি মন্ত্রে কঙ্কু (কাকনিদানা) দ্বারা হোম করিতে হইবে। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রে জাত জ্বরশান্তি হেতু ওঁ পুরোযমস্ত ইত্যাদি এবং তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ইত্যাদি মন্ত্রে ঘৃতদ্বারা হোম করা বিধেয়। হস্তানক্ষত্রজাত জ্বরশান্তির নিমিত্ত তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ইত্যাদি মন্ত্রে অক্ষতদ্বারা হোম করিবে। চিত্রানক্ষত্রোৎপন্ন জ্বর বিনাশার্থ মধু ও পায়সদ্বারা হোম করিবে। স্বাতিনক্ষত্রোৎপন্ন জ্বরশান্ত্যর্থ ওঁ বায়ুরগ্নে ইত্যাদি মন্ত্রে ঘৃতাক্ত তিলদ্বারা, বিশাখানক্ষত্রে জ্বর জন্মিলে ওঁ ইন্দ্রাগ্নী ইত্যাদি মন্ত্রে নবৌদনদ্বারা, অনুরাধাতে জ্বর হইলে ওঁ মহিভূপানামিত্যাদি মন্ত্রে রসুনদ্বারা, জ্যেষ্ঠাতে জ্বর হইলে ওঁ ফল্গুনায় ইত্যাদি মন্ত্রে কলায়দ্বারা, মূলানক্ষত্রে জ্বর জন্মিলে ওঁ যন্তেদেবী ইত্যাদি মন্ত্রে মূলকদ্বারা, পূর্ব্বাষাঢ়াতে জ্বরোৎপন্ন হইলে ওঁ ইদমাপঃ প্রবহত ইত্যাদি মন্ত্রে ধান্যদ্বারা, উত্তরাষাঢ়াতে জ্বর হইলে ওঁ বিশ্বেভ্যোমরুত ইত্যাদি মন্ত্রে রজত, তদভাবে কুন্দপুষ্পদ্বারা, শ্রবণাতে জ্বর জন্মিলে ওঁ ইদং বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে ইত্যাদি মন্ত্রে সর্ব্বরক্তদ্বারা, ধনিষ্ঠাতে জ্বর উৎপন্ন হইলে ওঁ বায়ুরগ্নির্ব্বসুশ্রবাঃ ইত্যাদি মন্ত্রে বটশুঙ্গদ্বারা, শতভিষানক্ষত্রে জ্বর জন্মিলে ওঁ তত্ত্বায়ামি ইত্যাদি মন্ত্রে জলপুষ্পদ্বারা, পূর্ব্বভাদ্রনক্ষত্রে জ্বর হইলে ওঁ উত্তরাহির্ব্বুধ্ন ইত্যাদি মন্ত্রে শাল্যোদনদ্বারা, উত্তরভাদ্র নক্ষত্রে ওঁ অহিরিবাভোগৈঃ ইত্যাদি মন্ত্রে শাল্যোদনদ্বারা, রেবতীনক্ষত্রে জ্বর হইলে তাহা শান্তির নিমিত্তে ওঁ শন্তোতারশ্চ ইত্যাদি মন্ত্রে ফল ও অক্ষতদ্বারা, অশ্বিনীনক্ষত্রে জ্বর জন্মিলে ওঁ উভাবত ইত্যাদি মন্ত্রে ক্ষীরবৃক্ষ সমিৎদ্বারা এবং ভরণীনক্ষত্রোৎপন্ন জ্বরশান্তির নিমিত্তে মাসং যম ইত্যাদি মন্ত্রে তণ্ডুলদ্বারা হোম করিবে। জ্বরোৎপত্তির নক্ষত্র বিবেচনা করিয়া তত্তন্নক্ষত্রোক্ত দ্রব্য ও মন্ত্রদ্বারা হোম করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বরশান্তি হইয়া থাকে।

অথ হারীতোক্তজ্বরহরণবলিঃ।

ওঁ হ্রীঁ ক্লীং ঠঃ ঠঃ ভো ভো জ্বর শৃণু শৃণু হন হন গর্জ্জ গর্জ্জ ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকং ত্র্যাহিকং চাতুরাহিকং সাপ্তাহিকং মাসিকং আর্দ্ধমাসিকং বার্ষিকং দ্বৈবার্ষিকং মৌহুর্ত্তিকং নৈমেষিকং অট অট ভট ভট হুং ফট্ অমুকস্য জ্বরং হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ ভূম্যাং গচ্ছ গচ্ছ স্বাহা॥ ইতি হারীতোক্তজ্বরহরণবলিমন্ত্রঃ।

জ্বরাময়গৃহীতস্য মুষ্টিভির্নবভিঃ কৃতঃ। তণ্ডুলৈর্ব্বর্ণভেদেন কুর্য্যাৎ পুত্তলকং শুভম্। তং হরিদ্রাবলিপ্তাঙ্গং চতুঃপীত-ধ্বজান্বিতম্। হরিদ্রারসপূর্ণাভিঃ পুটকাভিশ্চতসৃভিঃ। মণ্ডিতং গন্ধপুষ্পাদ্যৈরবতার্য্য বিসর্জ্জয়েৎ। এতদ্দিনত্রয়ং কুর্য্যাৎ জ্বররোগোপশান্তয়ে॥ ইতি হারীতোক্তজ্বরহরণবলিঃ।

ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য অমুকস্য উৎপন্ন জ্বরক্ষয়ায় তন্নক্ষত্রায় এষ রচিতপুত্তলকবলির্নমঃ॥ ইত্যুৎসৃজ্য নিমজ্জয়িত্বা

উত্তরস্যাং দিশি পুত্তলকবিসর্জ্জনং কর্ত্তব্যম্॥ ইতি পুত্তলকবিসর্জ্জনম্।

অনন্তর জরশান্ত্যর্থ হারীতোক্ত জরহরণবলি বিধান কথিত হইতেছে। ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ইত্যাদি মন্ত্রে বলিপ্রদান করিতে হইবে। জরিত ব্যক্তির নবমুষ্টিপরিমিত তণ্ডুল লইয়া বলিপিণ্ড পাক করিবে। তণ্ডুলচূর্ণদ্বারা একটি জর প্রতিমূর্ত্তি করিয়া হরিদ্রাদ্বারা তাহার অঙ্গ রঞ্জিত করিবে এবং তাহার চতুর্দ্দিকে হরিদ্রাক্ত ধ্বজচতুষ্টয়দ্বারা শোভিত করিয়া হরিদ্রারসপূর্ণ চারিটি পুটপাত্র স্থাপন করিবে। তৎপরে ঐ পুত্তলিকাকে গন্ধপুষ্পদ্বারা ভূষিত করিয়া বলিপ্রদানপূর্ব্বক ঐ প্রতিমূর্ত্তি বিসর্জ্জন করিবে। এইরূপে তিন দিবস বলিপ্রদান করিলে জরশান্তি হইয়া থাকে। বিসর্জ্জনের বাক্য মূলে লিখিত আছে, উক্ত বাক্যে জ্বরমূর্ত্তি উৎসর্গ করিয়া উত্তরদিকে পুত্তল বিসর্জ্জন করিতে হইবে।

অত্র পুত্তলকং গর্গোক্ততুল্যমিতি। এতৎ কৃত্বা আচমনীয়কং নক্ষত্রায় দদ্যাৎ। জ্বরহৃদয়ং মার্জ্জয়িষ্যামি ভো ভো শৃণু শৃণু হন হন গর্জ্জ গর্জ্জ ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকং ত্র্যাহিকং চাতুরাহিকং সাপ্তাহিকং মাসিকং আর্দ্ধমাসিকং বার্ষিকং দ্বৈবার্ষিকং মৌহূর্ত্তিকং নৈমেষিকং অট অট ভট ভট হুঁ ফট্ বজ্রপাণি রাজা ওঁ শিরোমুঞ্চ কণ্ঠং মুঞ্চ বাহং মুঞ্চ উদরং মুঞ্চ কটিং মুঞ্চ উরুং মুঞ্চ ভূম্যাং গচ্ছ শৃণু শৃণু অমুকস্য জ্বরং হন হন হুঁ ফট্। এতদলক্তরসেন পত্রিকায়াং লিখিত্বা অন্ত্যজায় বলিদানপূর্ব্বকং শিরসি বন্ধনীয়ং॥

গর্গোক্ত প্রণালীক্রমে পুত্তল নির্ম্মাণ করিয়া বলিপ্রদান করিতে হইবে। বলিপ্রদানের পর নক্ষত্রকে আচমনীয় প্রদানপূর্ব্বক জ্বরিতব্যক্তির হৃদয়স্পর্শ করিয়া ভো ভো জ্বর ইত্যাদি মন্ত্রে তাহার গাত্রমার্জ্জন করিবে। এবং ভূর্জপত্রে আলতাদ্বারা মূলের লিখিত মন্ত্র লিখিয়া রোগীর শিখাতে বন্ধন করিয়া দিবে।

অথ গর্গোক্তজ্বরহরণবলির্যথা।—

অশ্বিন্যাং দশরাত্রেণ জ্বরিতঃ কল্যতাং ব্রজেৎ।
তদাশ্বিন্যৈ ইমং দদ্যাৎ পত্যুর্জ্জীবনহেতবে॥

তত্র হস্তপ্রস্থং গৃহীততণ্ডুলকৃতপিষ্টকরচিতং তুরগং স্থূলপাত্রে চতুর্ভিঃ পুরুষৈর্গৃহীতং প্রত্যেকং কপর্দ্দকৈকক্রীতৈর্গন্ধপুষ্পধূপদীপৈর্বেষ্টয়িত্বা পতাকাভিরলংকৃত্য বাস্তুপ্রদেশে সন্ধ্যায়াং জ্বরহরণবলিং দদ্যাৎ। এবং সকলনক্ষত্রে। এতেন সুস্থোভবতি মানবঃ।

অথ গর্গোক্তজ্বরহরণবলি মন্ত্রঃ। ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঠঃ ঠঃ ভো ভো জ্বর শৃণু শৃণু হন হন গর্জ্জ গর্জ্জ ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকং ত্র্যাহিকং চাতুর্থিকং সাপ্তাহিকং মাসিকং আর্দ্ধমাসিকং বার্ষিকং দ্বৈবার্ষিকং মৌহূর্ত্তিকং নৈমেষিকং অট অট ভট ভট অমুকস্য জ্বরং হর হর হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ ভূম্যাং গচ্ছ গচ্ছ স্বাহা॥ গর্গপ্রোক্তোমন্ত্র এষঃ সর্ব্বজ্বরহরঃ স্মৃতঃ॥ ইতি গর্গোক্তজ্বরহরণবলিমন্ত্রঃ।

অনন্তর গর্গোক্ত জ্বরহরণ বলিবিধান কথিত হইতেছে। অশ্বিনীনক্ষত্রে জ্বর হইলে দশরাত্রে রোগী সুস্থতা লাভ করে। অতএব দশ রাত্রমধ্যে বলিপ্রদান করিবে। জ্বরিতব্যক্তির মুষ্টিপরিমিত তণ্ডুল লইয়া তদ্দ্বারা একটি অশ্ব নির্ম্মাণ করিবে। ঐ অশ্ব কোন স্থূলপাত্রে রাখিয়া চারিব্যক্তি ধারণ করিবে। প্রত্যেকে এক এক কপর্দ্দকে ক্রীত গন্ধপুষ্প ধূপ দীপদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া পতাকাদ্বারা বেষ্টন করতঃ সন্ধ্যাসময়ে বাস্তু প্রদেশে ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঠঃ ঠঃ ইত্যাদি মন্ত্রে বলিপ্রদান করিতে হইবে। এইরূপ সকল নক্ষত্রোৎপন্ন জ্বরে তত্তন্নক্ষত্রাধিপতির প্রতিমূর্ত্তি করিয়া বলিপ্রদান করিবে। এইরূপ বলিপ্রদান করিলে রোগী সুস্থ হইয়া থাকে।

অথ জ্বরহরণবলিমন্ত্রস্তু প্রকারান্তরে।

ওঁ নমশ্চণ্ডবজ্রপাণয়ে মহাসুষেণাধিপতয়ে ওঁ জ্বর শৃণু শৃণু ছর্দ্ধ ছর্দ্ধ শিরো মুঞ্চ মুঞ্চ হৃদয়ং মুঞ্চ মুঞ্চ উদরং মুঞ্চ মুঞ্চ কটিং মুঞ্চ মুঞ্চ উরুং মুঞ্চ মুঞ্চ হস্তৌ মুঞ্চ মুঞ্চ গাত্রাণি মুঞ্চ মুঞ্চ ওঁ হুঁ হুঁ হুঁ ফট্ অমুকস্য সর্ব্বজ্বরং নাশয় স্বাহা॥ ইতি কুমারীকল্পিতসূত্রেণ সংবেষ্ট্য পত্রিকাং লেখয়িত্বা জ্বরিণঃ শিরসি বন্ধয়েৎ॥

অথ বারাহীমায়াতন্ত্রয়োশ্চণ্ডীপাঠফলম্।

শ্রীশিব উবাচ। চণ্ডীপাঠফলং দেবি শৃণুষ্ব গদতোমম। একাবৃত্ত্যাদিপাঠানাং যথাবৎ কথয়ামি তে। সঙ্কল্প্য পূর্ব্বং সংপূজ্য স্বস্ত্যাঙ্গে চ মন্তুং সকৃৎ। পাঠাদ্বলিপ্রদানাদ্ধি সিদ্ধিমাপ্নোতি মানবঃ। উপসর্গোপশান্ত্যর্থং ত্রিরাবৃত্তং পঠেন্নরঃ। গ্রহোপশান্তৌ কর্ত্তব্যং পঞ্চাবৃত্তং বরাননে। মহাভয়ে সমুৎপন্নে সপ্তাবৃত্তমুদীরয়েৎ। নবাবৃত্তাত্তবেচ্ছান্তির্ব্বাজপেয়ফলং লভেৎ। রাজবশ্যায় ভূত্যৈ চ রুদ্রাবৃত্তমুদীরিতম্। অর্কাবৃত্তেঃ কাম্যসিদ্ধির্ব্বৈরিহানিশ্চ জায়তে। মন্বাবৃত্তাদিপূর্ব্বস্য তথা স্ত্রীবশ্যতাং নয়েৎ। সৌখ্যং পঞ্চদশাবৃত্তাচ্ছ্রিয়মাপ্নোতি মানবঃ। কলাবৃত্তাৎ পুত্রপৌত্রধনধান্যাগমং বিদুঃ। রাজ্ঞাং ভীতিবিমোক্ষায় বৈরস্যোচ্চাটনায় চ। কুর্য্যাৎ সপ্তদশাবৃত্তং তথাষ্টাদশকং প্রিয়ে। মহাব্রণবিমোক্ষায় বিংশাবৃত্তং পঠেন্নরঃ। পঞ্চবিংশাবর্ত্তনাত্তু ভবেদ্বন্ধবিমোক্ষণম্। সঙ্কটে সমনুপ্রাপ্তে দুশ্চিকিৎস্যাময়ে তথা। জাতিধ্বংসে কুলোচ্ছেদে আয়ুষোনাশ আগতে। বৈরিবৃদ্ধৌ ব্যাধিবৃদ্ধৌ পুরনাশে প্রজাক্ষয়ে। তথৈব ত্রিবিধোৎপাতে মহোৎপাতোপপাতকে। কুর্য্যাদ্যত্নাচ্ছতাবৃত্তং ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্। নশ্যন্তি বিপদস্তস্য অন্তে যাতি পরাং গতিম্। শ্রিয়োবৃদ্ধিঃ শতাবৃত্তাদ্রাজ্যবৃদ্ধিস্তথাপরে। মনসা চিন্তিতং দেবি সিধ্যেদষ্টোত্তরাচ্ছতাৎ।

শতাশ্বমেধযজ্ঞানাং ফলমাপ্নোতি সুব্রতে। সহস্রাবর্ত্তনালক্ষ্মীরাবৃণোতি স্বয়ং স্থিরা। ভুক্ত্বা মনোরথং কামান্ নরোমোক্ষমবাপ্নুয়াৎ। যথাশ্বমেধঃ ক্রতুরাড়্ দেবানাঞ্চ যথা হরিঃ। স্তবানামপি সর্ব্বেষাং তথা সপ্তশতী স্তবঃ। অথবা বহুনোক্তেন কিমেতেন বরাননে। চণ্ড্যাঃ শতাবৃত্তিপাঠাৎ সর্ব্বাঃ সিধ্যন্তি সিদ্ধয়ঃ।

এইক্ষণ বারাহী তন্ত্র ও মায়া তন্ত্রোক্ত চণ্ডীপাঠক্রম ও ফল কথিত হইতেছে; মহাদেব ভগবতীর নিকট বলিতেছেন, হে দেবি! আমি একাবৃত্তাদি চণ্ডীপাঠ ফল বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ সঙ্কল্প করিয়া চণ্ডীর পূজা ও অঙ্গন্যাস পূর্ব্বক নবাক্ষর চণ্ডীমন্ত্র জপ করিবে। চণ্ডীপাঠ ও বলিপ্রদান করিলে কামনা সিদ্ধি হইয়া থাকে। বিবিধ উপসর্গ শান্ত্যর্থ ত্রিরাবৃত্ত চণ্ডীপাঠ করিবে, গ্রহদোষশান্ত্যর্থ পঞ্চাবৃত্ত, মহাভয় উপস্থিত হইলে সপ্তাবৃত্ত পাঠ করিবে। নবাবৃত্ত চণ্ডীপাঠ করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। রাজবশীকরণ ও ঐশ্বর্য্যকামী ব্যক্তি একাদশাবৃত্ত চণ্ডীপাঠ করিবে। দ্বাদশাবৃত্ত চণ্ডীপাঠ করিলে কাম্যসিদ্ধি ও শত্রুহানি হয়। চতুর্দ্দশাবৃত্ত চণ্ডীপাঠে স্ত্রীবশীকরণ এবং পঞ্চদশাবৃত্ত পাঠে সুখ ও শ্রীলাভ হইয়া থাকে। ষোড়শাবৃত্ত চণ্ডীপাঠে পুত্র, পৌত্র, ধন ও ধান্যাগম হয়। রাজ ভয় ও শত্রুভয় নিবারণ এবং শত্রূচ্চাটনার্থ সপ্তদশাবৃত্ত ও অষ্টাদশাবৃত্ত চণ্ডীপাঠ করিবে। মহাব্রণ ও রোগবিনাশার্থ বিংশাবৃত্ত চণ্ডী পাঠ করিবে। পঞ্চবিংশাবৃত্ত চণ্ডী পাঠ করিলে বন্ধবিমোক্ষণ হয়। সঙ্কট উপস্থিতে, দুশ্চিকিৎস্য রোগ জন্মিলে, জাতিধ্বংসে, কুলবিনাশে, আয়ুনাশে, শত্রুবৃদ্ধিতে, রোগবৃদ্ধিতে, গুরুনাশে, প্রজা বিনাশে, ত্রিবিধ উৎপাতে, মহাপাপে ও উপপাতকে শতাবৃত্ত চণ্ডীপাঠ করিবে। শতাবৃত্তচণ্ডী পাঠে বিপদ নাশ হইয়া শুভ সম্পাদন হয় এবং অন্তে উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে। এবং শ্রীবৃদ্ধি ও রাজ্যবৃদ্ধি হয়। অষ্টোত্তর শতাবৃত্ত চণ্ডীপাঠে মনে যাহা চিন্তা করে, তাহাই সিদ্ধি হইয়া থাকে। সহস্রাবৃত্ত চণ্ডীপাঠ করিলে শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং লক্ষ্মী স্থিরা হইয়া তাহার গৃহে থাকেন ও সর্ব্বপ্রকার মনোরথ পূর্ণ হয় এবং মনুষ্য মোক্ষপদ লাভ করে। যেমন অশ্বমেধ সর্ব্বযজ্ঞ প্রধান এবং হরি সর্ব্বদেব প্রধান, তেমন সপ্তশতী স্তব সর্ব্বস্তব প্রধান। আর অধিক কি? শতাবৃত্ত চণ্ডীপাঠে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয়।

সংস্কৃত্য ভূমিং সংস্থাপ্য কলসং তীর্থবারিণা। পুরয়িত্বা স্বর্ণকুম্ভং ক্ষিপেদষ্টমৃদস্তথা। ধর্ম্মকামঃ ক্ষিপেদ্ ভস্ম ধনকামস্তু মৌক্তিকম্। শ্রীকামঃ শ্রীফলং ন্যস্য কামাত্মা রোচনং ন্যসেৎ। মোক্ষকামো ন্যসেদ্বজ্রং জয়কামোঽপরাজিতাম্। উচ্চাটনার্থং ব্যাঘ্রীঞ্চ বশ্যার্থং শিখিমূলকম্। (শিখিমূলকম্ অপামার্গম্)।

মারণায় মরীচঞ্চ কিতবং মোহনায় চ। (কিতবং ধুস্তূরং) আকর্ষণার্থং পাবন্তীং প্রক্ষিপেৎ কলসোদরে। (পাবন্তী পিউলী ইতি ভাষা)।

জপেন্মন্ত্রং মহেশানি শৃণুষ্ব সদতোময়ম্। ক্ষিপ্তঞ্চ কলসে হস্তং তমাদায় জপেন্মনুং। নকুলীশস্তথা বামকর্ণমন্দেন্দুশেখরং। দ্বিৰ্ব্বাগ্ভবং সমুচ্চার্য্য মায়াবীজং ততোবদেৎ। চামুণ্ডায়ৈ পদং পশ্চাদ্বিঠান্তোমনুরীরিতঃ। জপিত্বা দশলক্ষন্তু স্নায়াত্তেনৈব বারিণা। হুনেৎ সর্পিঃপ্রলিপ্তাংশ্চ তিলধান্যাক্ষতণ্ডুলান্। ধর্ম্মার্থকামসংসিদ্ধ্যৈ মোক্ষায় পায়সং হুনেৎ। মারণে মোহনে চৈব তথোচ্চাটনকর্ম্মসু। হুনেন্মাংসং ত্রিমধ্বক্তং মোহনে মধুপায়সং। স্তম্ভনে মাতুলফলং বশ্যে তু শ্বেতসর্ষপৈঃ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থী পূর্ব্বাশাভিমুখং হুনেৎ। এবং শতাবৃত্তফলং ময়োক্তন্তে বিধানতঃ। আধারে স্থাপয়িত্বা চ পুস্তকং বাচয়েৎ স্ফুটং। হস্তসংস্থাপনাদেব হরত্যর্দ্ধফলং যতঃ। যাবন্ন পূর্য্যতেঽধ্যায়ং তাবন্ন বিরমেৎ পঠন্। অনুক্রমং পঠেদ্দেবি শিরঃকম্পাদিকং ত্যজেৎ। প্রমাদতোঽধ্যায়মধ্যে বিরমেত্তু যদি প্রিয়ে। পুনরধ্যায়মাবৃত্য পঠেৎ সর্ব্বস্তবে বিধিঃ। নাতঃপরতরং স্তোত্রং কিঞ্চিদস্তি বরাননে। ভুক্তিমুক্তিপ্রদং পুণ্যং পাবনানাঞ্চ পাবনং।

প্রথমে ভূমি সংশোধন করিয়া একটি স্বর্ণনির্ম্মিত কুম্ভ তীর্থ জলদ্বারা পূরণ করত স্থাপন করিবে। তৎপরে ঐ কুম্ভমধ্যে অষ্টমৃত্তিকা নিক্ষেপ করিবে, এবং ধর্ম্মকামী, ব্যক্তি ভস্ম, ধনকামী মুক্তা, শ্রীকামী শ্রীফল, কামাভিলাষী গোরোচনা, মোক্ষকামী হীরক, জয়কামী অপরাজিতা, উচ্চাটনার্থ কণ্টকারী, বশ্যার্থ অপামার্গমূল, মারণার্থ মরিচ, মোহনার্থ ধুস্তূর, আকর্ষণার্থ পিউল, এই সকল দ্রব্য যথাক্রমে কুম্ভমধ্যে হস্তক্ষেপণ করিয়া হূঁ ঐঁ ঐঁ হ্রীঁ চামুণ্ডায়ৈ স্বাহা। এই মন্ত্র দশলক্ষ জপ করিবে। তৎপরে ঐ কুম্ভোদকদ্বারা স্নান করিয়া হোম করিতে হইবে। ধর্ম্মার্থকামাভিলাষী ব্যক্তি ঘৃত মিশ্রিত তিল, ধান্য, পদ্ম ও তণ্ডুলদ্বারা হোম করিবে এবং মোক্ষকামী পায়সদ্বারা, মারণে, মোহনে ও উচ্চাটনে ঘৃতমধুশর্করাযুক্ত মাংসদ্বারা, কেবল মোহনে মধুযুক্ত পায়সদ্বারা, স্তম্ভন কার্য্যে মাতুল ফলদ্বারা, বশীকরণে শ্বেতসর্ষপদ্বারা হোম করিবে। ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষার্থী ব্যক্তি পূর্ব্বমুখী হইয়া হোম করিবে। আধারে চণ্ডীপুস্তক স্থাপন করিয়া স্পষ্ট উচ্চারণ করত পাঠ করিবে। হস্তোপরি চণ্ডীপুস্তক স্থাপন করিয়া পাঠ করিলে অর্দ্ধফল বিনাশ হয়। যাবৎ অধ্যায় সমাপ্তি না হয়, তাবৎ পাঠে বিরত হইবে না, ক্রমত পাঠ করিবে। চণ্ডীপাঠকালে শিরঃকম্পনাদি পরিত্যাগ করিতে হইবে। চণ্ডীপাঠকালে যদি অধ্যায় সমাপ্তি না হইতে পাঠের বিরাম হয়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার অধ্যায়ের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া পাঠ করিবে।

অথ দাক্ষিণাত্যসম্প্রদায়মতে চণ্ডীপাঠক্রমঃ।

বেদাদিবাগ্ভবঞ্চৈব মায়াকামস্তথৈব চ। পৃথ্বী শিবং বামনেত্রং নাদবিন্দুবিভূষিতং। মায়াকামোনমঃ পশ্চান্মনুরুক্ত ইতি স্মৃতঃ। লক্ষং জপেন্মনুমন্ত্রং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে॥

এতন্মন্ত্রং আদৌ লক্ষং জপ্ত্বা চণ্ডীপাঠঃ কার্য্যঃ। ঐঁ হ্রীং ক্লীং হ্লোং ক্লীং হ্রীং ঐঁ নমঃ। সৃষ্টিস্থিতিসংহারভেদা ভবন্তি। সৃষ্টিক্রমস্তু। সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয় ইত্যাদি সূর্য্যাজ্জন্ম সমাসাদ্য সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ ইত্যন্তং শান্তিকর্ম্মণি জ্ঞেয়ং। স্থিতিক্রমস্তু। ঋষিরুবাচ। পুরা শুম্ভনিশুম্ভাভ্যামসুরাভ্যাং শচীপতেঃ। ইত্যাদি শক্রাদিস্তবসমাপ্তিপর্য্যন্তং স্থিতিকর্ম্মণি জ্ঞেয়ং। সংহারক্রমস্তু। এবং দেব্যা বরং লব্ধ্বা সুরথঃ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ। সূর্য্যাজ্জন্ম সমাসাদ্য সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ। ইতি শ্লোকং সংহারক্রমেণ সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয় ইত্যন্তং পঠনীয়ং। এবং সংহারক্রমঃ। স্ত্রীবিত্তপুত্রক্ষেত্রাপহারকর্ম্মণি বোধ্যং॥

তথাচ বারাহীতন্ত্রে। আদিমারভ্য প্রজপেৎ সৃষ্টিক্রম ইহোচ্যতে। পুরাশুম্ভনিশুম্ভাভ্যামারভ্য প্রজপেৎ সুধীঃ। আদ্যাচ্ছক্রাদিপর্য্যন্তং স্থিতিক্রম উদাহৃতঃ। শেষমারভ্য আদ্যন্তং সংহারোঽয়ং ক্রমোভবেৎ। ইতি॥ স্থিতিপাঠঃ সর্ব্বকামে মুক্তিকামে চ সংস্কৃতিঃ। স্ত্রীকামে পুত্রকামে চ সৃষ্টিক্রম উদাহৃতঃ। শতমাদৌ শতঞ্চান্তে জপেন্মন্ত্রং নবাক্ষরম্; চণ্ডীসপ্তশতীমধ্যে সংপুটোঽয়মুদাহৃতঃ। সকামে সংপুটোজাপোনিষ্কামে সংপুটং বিনা।

অথ ধ্যানম্। যা চণ্ডী মধুকৈটভাদিদৈত্যদলনী যা মাহিষোন্মাদিনী যা ধূম্রেক্ষণচণ্ডমুণ্ডমথিনী যা রক্তবীজাশুরী। শক্তিঃ শুম্ভনিশুম্ভদৈত্যদমনী যা সিদ্ধিলক্ষ্মীঃ পুরা সা দেবী নবকোটিমূর্ত্তিসহিতা মাম্পাতু বিশ্বেশ্বরী॥ সপ্তশতীমহাস্তোত্রস্য মেধাতিথি-ঋষির্গায়ত্র্যনুষ্টুবৃহতি-পঙ্‌ক্তি ত্রিষ্টুব্‌জগত্যশ্ছন্দাংসি মহাকালী মহালক্ষ্মীঃ মহাসরস্বতী দেবতা স্তবকং ঐঁ হ্রীঁ ক্লীঁ বীজানি স্ত্রোঁ শক্তিঃ অমুককামনাসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। ইত্যাদিক্রমেণ পঠনীয়ং। ইতি চণ্ডীপাঠক্রমঃ॥

অথ ত্র্যম্বকবিধানং। অথাত্র ত্র্যম্বকং মন্ত্রমভিধাস্যামানুষ্টুভং। যং ভজন্তং নরং কালঃ স্বয়ং বীক্ষিতুমক্ষমঃ। বশিষ্ঠোঽস্য সমুদ্দিষ্টস্ত্র্যম্বকং পার্ব্বতীপতিঃ। বিভক্তৈর্ম্মন্ত্রবর্ণৈঃ স্যাৎ ষড়ঙ্গানাং প্রকল্পনা। হৃদয়ং ত্রিভিরাখ্যাতং চতুর্ভিঃ শিরঈরিতং। শিখাষ্টাভিঃ সমুদ্দিষ্টা নবভিঃ কবচং মতং। পঞ্চভির্নেত্রমাখ্যাতমস্ত্রং ত্রিভিরুদাহৃতং। পূর্ব্বপশ্চিমযাম্যোদ্ভুবক্ত্রেষু তদনন্তরং। উরোগলাস্যেষু পুনর্নাভিহৃৎপৃষ্ঠকুক্ষিষু। লিঙ্গপায়ূরুমূলান্তর্জানুযুগ্মং ততঃ পরং। তদ্বৃত্তযুগ্মস্তনয়োঃ পার্শ্বয়োঃ পাদয়োঃ পুনঃ। পাণ্যোর্নাসিকয়োঃ শীর্ষে মন্ত্রবর্ণান্ ন্যসেৎ ক্রমাৎ। পদান্তেকাদশ ন্যস্যেৎ শিরোভ্রূযুগলাক্ষিষু। বক্ত্রে গণ্ডযুগে ভূয়ো হৃদয়ে জঠরে পুনঃ। গুহ্যোরুজানুপাদেষু ন্যাসমেবং সমাচরেৎ॥

অথ ত্র্যম্বকপ্রয়োগঃ। শনৈশ্চরদিনে অন্যদিনে বা অশ্বত্থবৃক্ষং স্পৃষ্ট্বা জপেৎ। তথাচ—শনৈশ্চরদিনেঽশ্বত্থমূলং স্পৃষ্ট্বা তু সংজপেৎ। সাক্ষান্মৃত্যোর্ব্বিমুচ্যেত কিমন্যাঃ ক্ষুদ্রিকাঃ ক্রিয়াঃ। তত্রাদৌ স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকং সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ।

যথা অদ্যেত্যাদি অত্রাশ্বত্থমূলে অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণোঝটিত্যুৎপন্নরোগপ্রশমনপূর্ব্বকদীর্ঘজীবিত্বকামোঽহং ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনাম্মৃত্যোর্ম্মুক্ষীয়মামৃতাৎ ইতি মন্ত্রস্য ইয়ৎসংখ্যকজপং করিষ্যে। ইতি সঙ্কল্প্যাশ্বত্থমূলে আসনে শিবলিঙ্গং সংস্থাপ্য যথাবিধি স্থাপয়িত্বা ভূতশুদ্ধ্যাদিকং কৃত্বা অর্ঘ্যপাত্রং সংস্থাপ্য কৃতাঞ্জলির্ন্যসেৎ। ত্র্যম্বকমন্ত্রস্য বশিষ্ঠঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দস্ত্র্যম্বকোদেবতা অমুকস্যোৎপন্নরোগপ্রশমনে বিনিয়োগঃ। শিরসি বশিষ্ঠঋষয়ে নমঃ। মুখে অনুষ্টুপ্‌ছন্দসে নমঃ। হৃদি ত্র্যম্বকায় দেবতায়ৈ নমঃ। অথ করাঙ্গন্যাসৌ। ত্র্যম্বকং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। যজামহে তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং মধ্যমাভ্যাং বষট্। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনাৎ অনামিকাভ্যাং হুঁ। মৃত্যোর্ম্মুক্ষীয় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। মামৃতাৎ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। ত্র্যম্বকং হৃদয়ায় নমঃ। যজামহে শিরসে স্বাহা। সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং শিখায়ৈ বষট্। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনাৎ কবচায় হুঁ। মৃত্যোর্ম্মুক্ষীয় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। মামৃতাৎ অস্ত্রায় ফট্। ফড়িত্যুর্দ্ধোর্দ্ধতালত্রয়ং দত্ত্বা ছোটিকাভির্দ্দশদিশোবধ্নীয়াৎ। অথ মন্ত্রবর্ণন্যাসঃ। ত্র্যং পূর্ব্বমুখে। ম্বং পশ্চিমমুখে। কং যাম্যমুখে। যং উত্তরমুখে। জাং বক্ষসি। মং গলে। হেং ঊর্দ্ধমুখে। সুং নাভৌ। গং হৃদি। ন্ধিং পৃষ্ঠে। পুং কুক্ষৌ। ষ্টিং লিঙ্গে। বং পায়ৌ। র্দ্ধং দক্ষোরুমূলে। নং বামোরুমূলে। উং দক্ষোরুপ্রান্তে। র্ব্বাং বামোরুপ্রান্তে। রুং দক্ষজানুনি। কং বামজানুনি। মিং দক্ষগুল্‌ফে। বং বামগুল্‌ফে। বং দক্ষস্তনে। ন্ধং বামস্তনে। নাং দক্ষিণপার্শ্বে। মৃং বামপার্শ্বে। ত্যোং দক্ষপাদে। র্ম্মুং বামপাদে। ক্ষীং দক্ষহস্তে। য়ং বামহস্তে। মাং দক্ষিণনাসায়াং। মৃং বামনাসায়াং। তাং শীর্ষে। ত্র্যম্বকং শিরসি। যজামহে ভ্রূযুগলে। সুগন্ধিং অক্ষিযুগলে। পুষ্টি বক্ত্রে। বর্দ্ধনং গণ্ডযুগলে। উর্ব্বারুক হৃদয়ে। মিব জঠরে। বন্ধনাৎ গুহ্যে। মৃত্যো ঊরুদ্বয়ে। র্ম্মুক্ষীয় জানুদ্বয়ে। মামৃতাৎ পাদয়োঃ। ইতি বিন্যস্য ধ্যায়েৎ। হস্তাভ্যাং কলসদ্বয়ামৃতরসৈরাপ্লাবয়ন্তং শিরো দ্বাভ্যাং তৌ দধতং মৃগাক্ষবলয়ে দ্বাভ্যাং বহন্তং পরং। অঙ্কন্যস্তকরদ্বয়ামৃতঘটং কৈলাসকান্তং শিবং স্বচ্ছাম্ভোজগতং নবেন্দুমুকুটং দেবং ত্রিনেত্রং ভজে। এবং ধ্যাত্বা শিবলিঙ্গং সংস্থাপ্যাবাহ্য ষোড়শোপচারৈরারাধ্য অঙ্গানি পূজয়েৎ। ওঁ বসুধামূর্ত্তয়ে নমঃ। এবং তোয়মূর্ত্তয়ে। বহ্নিমূর্ত্তয়ে। বায়ু-

মূর্ত্তয়ে। আকাশমূর্ত্তয়ে। যজমানমূর্ত্তয়ে। সূর্য্যমূর্ত্তয়ে। সোমমূর্ত্তয়ে। এবং রমায়ৈ রাকায়ৈ প্রভায়ৈ জ্যোৎস্নায়ৈ পূর্ণায়ৈ উমায়ৈ পুষায়ৈ স্বধায়ৈ বিশ্বায়ৈ বিদ্যায়ৈ সিতায়ৈ শ্রদ্ধায়ৈ সারায়ৈ সন্ধ্যায়ৈ শিবায়ৈ নিশায়ৈ আর্য্যায়ৈ প্রজ্ঞায়ৈ মেধায়ৈ জয়ায়ৈ কান্ত্যৈ কাল্যৈ ধৃত্যৈ মত্যৈ উমায়ৈ পাবন্যৈ পদ্মায়ৈ শান্তায়ৈ মেধায়ৈ অমলায়ৈ সর্ব্বত্র প্রণবাদিনমোঽন্তেন পূজয়েৎ। এবং ওঁ ইন্দ্রায় বজ্রহস্তায় নমঃ। ওঁ অগ্নয়ে শক্তিহস্তায় নমঃ। ওঁ যমায় দণ্ডহস্তায় নমঃ। ওঁ নির্ঋতয়ে খড়্গহস্তায় নমঃ। ওঁ বরুণায় পাশহস্তায় নমঃ। ওঁ বায়বে ধ্বজহস্তায় নমঃ। ওঁ সোমায় গদাহস্তায় নমঃ। ওঁ ঈশানায় শূলহস্তায় নমঃ। ঊর্দ্ধে ওঁ ব্রহ্মণে পদ্মহস্তায় নমঃ। অধঃ ওঁ অনন্তায় চক্রহস্তায় নমঃ। এবং পূজয়িত্বা সমাপয়েৎ। এবং কৃতে প্রয়োগার্হো জায়তেঽসৌ মহামনুঃ। ততঃ স্নাত্বা বামহস্তেন অশ্বত্থমূলং সংস্পৃশ্য ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। ইতি গায়ত্রীং যথাশক্তি জপ্ত্বা ঋষ্যাদিকং স্মৃত্বা যথাভিলষিতং মূলমন্ত্রং সহস্রং অযুতং লক্ষং বা জপেৎ। ততোঽর্ঘ্যজলেন ওঁ গুহ্যাতীত্যাদিনা জপং সমর্প্য স্তুত্বা প্রণমেৎ। ততোবিসৃজ্য দক্ষিণাং দত্ত্বা শান্ত্যাশীর্ব্বাদঞ্চ কৃত্বা ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ। তথাচ—

শনৈশ্চরদিনেঽশ্বত্থমূলং সংস্পৃশ্য সংজপেৎ। সাক্ষান্মৃত্যোর্ব্বিমুচ্যেত কিং পুনস্ত্বপমৃত্যুতঃ। স্নাত্বা সহস্রং প্রজপেদাদিত্যাভিমুখো মনুং। আধিব্যাধিবিনির্ম্মুক্তো দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ। প্রত্যহং জুহুয়াম্মন্ত্রী দূর্ব্বয়া অযুতাবধি। আময়ান্নিখিলান্ জিত্বা দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ। বটবৃক্ষস্য সন্নিধৌ জুহুয়াদযুতাবধি। ধনধান্যসমৃদ্ধিঃ স্যাদচিরেণৈব সাধকঃ।

অথ মৃতসঞ্জীবনী।

আদৌ প্রাসাদবীজং তদনুমৃতিহরং তারকং ব্যাহৃতিঞ্চ। প্রোচ্চার্য্য ত্র্যম্বকং যো জপতি চ সততং সংপুটং চানুলোমং॥ মন্ত্রস্তু—হৌঁ ওঁ জুঁ সঃ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্ম্মুক্ষীয়মামৃতাৎ হৌঁ ওঁ জুঁ সঃ। অন্যচ্চ—বেদাদিভূরাদিপদত্রয়ঞ্চ মধ্যে জপেন্মৃত্যুহরং ত্রিয়ম্বকং। জপেৎ ফলার্থী বিধিবৎ প্রজপ্য প্রাসাদ-মৃত্যুঞ্জয়সংপুটেন॥ মন্ত্রস্তু—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ওঁ জুঁ সঃ ত্র্যম্বক মিত্যাদি হৌঁ ওঁ জুঁ সঃ॥

অথ শুক্রোপাসিত মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা।

গায়ত্রীপ্রথমং পাদং ত্র্যম্বকপাদৈকং। গায়ত্রীদ্বিতীয়পাদং ত্র্যম্বকদ্বিতীয়ং পাদং। গায়ত্রীতৃতীয়পাদং ত্র্যম্বকশেষপাদং।

মন্ত্রো যথা—ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ত্র্যম্বকং যজামহে ভর্গোদেবস্য ধীমহি সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্ম্মুক্ষীয়মামৃতাৎ॥

অথান্যপ্রকারমৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা। ওঁ জুঁ সঃ মাং জীবয় পালয়। তথাচ কল্পসূত্রে—প্রণবকাষ্টমং সদক্ষশ্রুতিবিন্দুভৃগু ষোড়শস্বরমাংপদাজ্জীবয় পালয়েতি দশার্ণোয়ন্ত্যোরপি মৃত্যুরেষা বিদ্যা। এতেষাং ধ্যানং—স্বচ্ছং স্বচ্ছারবিন্দস্থিতমুভয়করে সংস্থিতৌ পূর্ণকুম্ভৌ দ্বাভ্যাংবেণাক্ষমালে নিজকরকমলে দ্বৌ ঘটৌ নিত্যপূর্ণৌ। দ্বাভ্যাং তৌচ স্রবন্তৌ শিরসি শশিকলা চামৃতৈঃ প্লাবয়ন্তং দেহং দেবোদধনো বিদিশতু বিশদাকল্পজালং শ্রিয়ং নঃ। এবং ধ্যাত্বা কল্পিতমূর্ত্তাবাবাহ্য ওঁ ত্র্যম্বকায় মহারুদ্রায় নমঃ ইত্যনেনোপচারৈঃ পূজয়েৎ॥

অথ মৃত্যুঞ্জয়প্রয়োগঃ। তত্র প্রথমং স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকং সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ। যথা—অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য শ্রী অমুকদেবশর্ম্মণো জীবচ্ছরীরাবিরোধেন ঝটিতি উৎপন্নরোগোপশমনকামনয়া ত্র্যক্ষরমৃত্যুঞ্জয়মন্ত্রলক্ষত্রয়জপমহং করিষ্যামি। ততোভূতাপসারণাসনাদিশোধনং ভূতশুদ্ধিপ্রাণায়ামং কৃত্বা ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। শিরসি কহোলঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। জাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি। এবং সাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি। ততোধ্যানং। চন্দ্রার্কাগ্নিবিলোচনং স্মিতমুখং পদ্মদ্বয়ান্তঃস্থিতং। মুদ্রাপাশমৃগাক্ষসূত্রবিলসৎপাণিং হিমাংশুপ্রভং। কোটিরেন্দুগলৎসুধাপ্লুততনুং হারাদিভূষোজ্জ্বলং। কান্ত্যা বিশ্ববিমোহনং পশুপতিং মৃত্যুঞ্জয়ং ভাবয়ে। এবং ধ্যাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্ত্বা মানসপূজাং কৃত্বা বিশেষার্ঘস্থাপনং শৈবোক্তপীঠপূজান্তং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বাবাহ্য যথাশক্ত্যুপচারৈঃ সংপূজ্য আবারণদেবতাঃ পূজয়েৎ। সাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ষড়ঙ্গং সংপূজ্য ইন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। ততোজপেৎ। মন্ত্রস্তু—ওঁ জুঁ সঃ। অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। ততস্তদ্দশাংশক্রমেণ হোমাদিকং কুর্য্যাৎ। হোমদ্রব্যন্তু—গুণলক্ষং জপেন্মন্ত্রং তদ্দশাংশং বিশালধীঃ জুহুয়ান্মৃতাশ্বত্থৈঃ শুদ্ধদুগ্ধাজ্যমিশ্রিতৈঃ। অমৃতা গুড়ূচীতি যস্য প্রসিদ্ধিঃ॥ ইতি মৃত্যুঞ্জয়প্রয়োগঃ॥

অথ শূলরোগপ্রতিকারঃ। ওমদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ শূলরোগপ্রতিকারকামনয়া ওঁ মিঢুষ্টমঃ ইত্যাদি পিনাকং বিভ্রদাগহি ইত্যন্তং মন্ত্রং সহস্রং অযুতং লক্ষং বা জপমহং করিষ্যামি। ইতি সঙ্কল্প্য শিবলিঙ্গে ত্র্যম্বকবিধানেন সংপূজ্য ইমং মন্ত্রং জপেৎ। ওঁ মিঢুষ্টমঃ শিবতমঃ শিবোনঃ সুমনা ভব পরমে বৃক্ষ আয়ুধন্নিধায় কৃত্তিং বসান আচার পিণাকং বিভ্রদাগহি। ইতি জপ্ত্বা দক্ষিণাং কুর্য্যাৎ॥

অথ গর্ভজননোপায়ঃ। ওঁ মুক্তাঃ পাশাবিপাশাশ্চ মুক্তাঃ সূর্য্যেণ রশ্ময়ঃ। মুক্তঃ সর্ব্বভয়াদ্গর্ভ এহ্যেহি মারীচ মারীচ

স্বাহা। অনেন মন্ত্রেণ জলমষ্টবারমভিমন্ত্র্য গর্ভিণ্যৈ দেয়ং। তদা সুখপ্রসবো ভবতি। মন্ত্রান্তরং। ওঁ মন্মথ মন্মথ বাহি বাহি লম্বোদর মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা। এবং জপনাৎ সুখপ্রসবো ভবতি॥

অথ নিগড়ভঞ্জনং। ওঁ নম নির্ঋতে নির্ঋতে তিগ্মতেজো স্বস্ময়ং বিত্রেতা বন্ধকেয়ং যমেন দত্তং তস্মাসং বিদানোত্তমে-নাকে অধিরোহয়ৈনং। অস্য নিগড়ভঞ্জনমন্ত্রস্য প্রজাপতি-র্ঋষির্নির্ঋতির্দ্দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো বন্ধনাদিব্যসনপরিহারার্থে বিনিয়োগঃ। নিগড়বন্ধনউপরুদ্ধোব্যসনপতিতো বা অযুত-জপেন নিগড়াদিস্খলনং ভবতি। বামনাস্মুচ্যতে। ওঁ উৎসূখমা ওষধীনাং গাবোগোষ্ঠাদি বিরোহতি। ধনমিব ন পশুস্ত্রী নামাত্মানন্তরঃ পুরুষঃ। বন্ধনস্থোজপেদযুতং তদা মুক্তো ভবতি॥

অথান্যপ্রকারনিগড়ভঞ্জনং। ওঁ অদেত্যাদি অমুকগোত্রস্য ঝটিতি নিগড়ভঞ্জনকমনয়া ওঁ হ্রীঁ নিগড়ভঞ্জনি মহামায়ে ঐং এতন্মন্ত্রমদ্যারভ্য নিশায়ামষ্টোত্তরসহস্রজপমহং করিষ্যামি॥ ইতি কল্পা প্রত্যহং নিশায়াং এতন্মন্ত্রং জপেত্ততো নিগড়ভঞ্জনং ভবতি॥

অথ বৃষ্টিকরণং। ওঁ পুষ্করাবর্ত্তকৈর্ম্মেঘৈঃ প্লাবয়ন্তং বসুন্ধরাং। বিদ্যুদ্‌গর্জ্জিতসন্নদ্ধতোয়াত্মানং নমাম্যহং। যস্য কেশেষু জীমূতো নদ্যঃ সর্ব্বাঙ্গসন্ধিষু। কুক্ষৌ সমুদ্রাশ্চত্বারস্তস্মৈ তোয়াত্মনে নমঃ॥ ইতি ধ্যাত্বাবাহ্য বরুণমুপচারৈঃ পূজয়িত্বা মূলমন্ত্রং জপেৎ॥ প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো বরুণোদেবতা এতন্ত্রাহ্ম্যমভিব্যাপ্য সুবৃষ্ট্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ। মন্ত্রস্ত বঁ গুরুমুখাজ্‌জ্ঞেয়ঃ। নাভিমাত্রজলে স্থিত্বা জপেন্মন্ত্রং প্রসন্নধীঃ। বসুসহস্রং জপেন্মন্ত্রং ত্রিদিনং ব্যাপ্য যত্নতঃ। অথবা ষট্‌সহস্রং জপেন্মন্ত্রং তদা বৃষ্টির্ভবেদ্ধ্রুবং॥

অথ শীর্ষাদিরোগনিবারণং। তত্রাথর্ব্বণোক্তমন্ত্রাঃ। শীর্ষ-শক্তিং শীর্ষাময়ং কর্ণশূলং তৃতীয়কং। সর্ব্বশীর্ষণ্যন্তরে রোগং বহির্নির্ম্মন্ত্রয়ামহে॥১॥ কুর্ণাণ্যন্তে কঙ্কুশেভ্যঃ শক্তিবশ্যং বিলো-হিতং। সর্ব্বশীর্ষণ্যন্তরে রোগং বিহির্নির্ম্মন্ত্রয়ামহে॥২॥ যঃ কৃণোতি প্রমদবন্ধং কৃণোতি পুরুষঃ। সর্ব্বশীর্ষণ্যন্তরে রোগং বহির্নির্ম্মন্ত্রয়ামহে॥৩॥ যস্য হোতাঃ প্রচ্যবতে যক্ষ্ম-নাশত আস্যতঃ। সর্ব্বশীর্ষণ্যন্তরে রোগং বহির্নির্ম্মন্ত্রয়ামহে॥ ৪॥ শীর্ষরোগমঙ্গরোগং বিশ্বাঙ্গানং বিসর্পকং। সর্ব্বশীর্ষা-ণ্যন্তরে রোগং বহির্নির্ম্মন্ত্রয়ামহে॥৫॥ যস্য ভীমপ্রতীকাশং তাম্বপয়ন্তি পুরুষঃ। তলং শীতকবাতঞ্চ বহির্নির্ম্মন্ত্রয়ামহে॥৬॥ জাতক অনুপসর্গ ভূতেভ্রেতি গবীনিকে। বেলাসমন্তরঙ্গেভ্যো বহির্নির্ম্মন্ত্রয়ামহে॥৭॥ যদি কামাতুরঃ কামাদ্ধৃদয়ার্থায়া উপরি। হৃদোবলাসমঙ্গেভ্যো বহির্নির্ম্মন্ত্রয়ামহে॥৮॥ আসোবল্যস্যো ভবতু সূত্রে ভবত্যাময়ং। যক্ষ্মাদীনাং সর্ব্বেষাং বিষং নিশে চ সহস্তু॥৯॥ ইত্যথর্ব্বণোক্তসর্ব্বরোগপ্রতীকারঃ॥১০॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণবিদ্যাবাগীশভট্টাচার্য্যকৃতায়াং ষট্‌কর্ম্মদীপি-কায়াং নানাপ্রকারশান্তিনিয়মস্তৃতীয়োদ্দেশঃ॥

অথ বশীকরণম্।

অথ বক্ষ্যামি মন্ত্রাভ্যাং বশীকরণমুত্তমং। যেন মাত্রেণ বশীকুর্য্যান্নরং স্ত্রিয়ং। কৃতাঞ্জলি· [illegible] ,ত গিরিকর্ণিকা। চাণ্ডালীসহিতাঃ পিষ্ট্বা পC [illegible] কৃত্বা। তেন সংলিপ্য পঙ্কেন পট্টবস্ত্রস্য বর্ত্তিকাং। [illegible] রাজসূত্রেণ পূর্ণগর্ভাং সুসূক্ষিতাং। একবর্ণাগবীদুগ্ধকৃ ন্যদীপপূরিতং। কজ্জলং ঋজুকে কার্য্যং কজ্জলং নরসংকুলে। সংপূজ্য ভৈরবং দেবং চতুর্দ্দশ্যাং নিশাগমে। কজ্জলং পাতিতুং প্রাঙ্গং তেন বশ্যং জগদ্ভবেৎ। নরশ্চ বনিতাশ্চৈব য মিচ্ছতি নরোত্তমং। অতঃ পরতরং বশ্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। ভাষিতং ভৈরবে তন্ত্রে গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ। ক্রূরে চ চুম্বকে দুষ্টে নিন্দকে চপলেষ্বপি। অস্য বশ্যপ্রভাবং হি বর্ণিতুং ন চ শক্যতে। দেব-দেবেন দেবেভ্যো বশীকরণমুত্তমং। এতদ্‌যোগপ্রভাবেন ব্রহ্মাদ্যা মুনয়ঃ সুরাঃ॥১॥

অনন্তর বশীকরণপদ্ধতি কথিত হইতেছে। এই প্রক্রিয়া বিজ্ঞানমাত্রে নর ও নারী উভয়কে বশীভূত করিতে পারে। লজ্জালুলতা, অপমার্গের জটা, বহেড়া, অপরাজিতা ও চাণ্ডালী (লতাবিশেষ) এই সকল একত্র করিয়া দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া কর্দ্দমবৎ করিবে। পরে এই কর্দ্দম-দ্বারা একখণ্ড পট্টবস্ত্র লেপনকরিয়া তদ্দ্বারা বর্ত্তি (শৈলতা) প্রস্তুত করিবে। তাহা পদ্মনালের মধ্যগত সূত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিবে। তৎপরে একবর্ণাগাভীর দুগ্ধ হইতে ঘৃত প্রস্তুত করিয়া সেই ঘৃতদ্বারা পূর্ব্বকৃতবর্ত্তি আর্দ্র করিয়া লইবে। অনন্তর ঐ বর্ত্তি প্রজ্বালিত করিয়া তাহার শিখায় কজ্জলপাত করিবে। চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে ভৈরবের পূজা করিয়া তৎপরে কজ্জলপাত করা কর্ত্তব্য। এই কজ্জলদ্বারা স্ত্রী, পুরুষ এমন কি যাহাকে ইচ্ছা করা যায়, তাহাকে বশীভূত করিতে পারে। এইরূপ বশীকরণপ্রণালী কখন ছিল না এবং ভবিষ্যতে হইবে না। ভৈরবতন্ত্রে স্বয়ং মহাদেব এই বিধি বলিয়াছেন, ইহাকে যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিবে। ক্রূর. অল্পবিদ্য, নিন্দক, ও চপল এই সকল ব্যক্তির নিকট এই বশীকরণপ্রভাব বর্ণন করিবে না। দেবদেব দেবগণের সন্নিধানে এই বশীকরণ বলিয়াছেন॥১॥

অস্যাং বক্ষ্যে মহাবিদ্যাং মোহিনীং বশ্যকারিণীং। যস্যাঃ প্রভাবমাত্রেণ বশীকুর্য্যাজ্জনং নরঃ। তারং প্রথমমুদ্ধৃত্য মায়া-বীজমনন্তরং। মোহিনীপদমাদায় শেষে পাবকবল্লভাং। জ্ঞাত্বা মন্ত্রমিমং মন্ত্রী মন্ত্রং পঠতি সিদ্ধিদং। অনেন মন্ত্র-

রাজেন সংস্পৃশ্য জাপিতং যদা। দীয়তে চ জলং পুষ্পং দুকূল-মুত্তমং ফলং। অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা পাণৌ যস্য প্রদীয়তে। ...ন্তে সর্ব্বে বশমায়ান্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২ ॥

অনন্তর অন্যপ্রকার বশীকরণ কথিত হইতেছে। এই বশীকরণ ...বে ত্রিজগৎ বশীভূত হইয়া থাকে। ওঁ হ্রীঁ মোহিনী স্বাহা। সাধক ...র জপ করিবে। মন্ত্রসিদ্ধি হইলে চন্দন, পুষ্প, বস্ত্র অথবা কোন ...য় ফল উক্ত মন্ত্রে অষ্টোত্তর শতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার ...রিবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয় বশীভূত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

...শ্চাচ্চাণ্ডালী তদনন্তরং। মহাপদাভ্যাং ...তাং ব্রূয়া... ততঃ পরং। বশমানয় ঠদ্বন্দ্বং চিটিমন্ত্র উদাহৃতঃ। ...দ্ধিবসৈর্ভূপান্ বশয়েদ্বিধিনামুনা। বিলিখ্য তালপত্রে তৎ স...ন্নামবিগর্ভিতং। নিক্ষিপ্য ক্ষীরসংমিশ্রে জলে তৎক্কাথয়েন্নিশি। বশ্যো ভবতি সাধ্যস্তু নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩ ॥

ওঁ চিটি চিটি চাণ্ডালী মহাচাণ্ডালী অমুকং মে বশমানয় স্বাহা। এই মন্ত্র সপ্তদিবস জপ করিলে রাজাকে বশীভূত করিতে পারে। এবং এই মন্ত্র তালপত্রে লিখিয়া ঐ তালপত্র দুগ্ধমিশ্রিত জলে নিক্ষেপ করিয়া পাক করিবে। এই মন্ত্রমধ্যে যাহার নামের উল্লেখ থাকিবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয় বশীভূত হইবে। মতান্তরে উক্ত মন্ত্র বিল্বকণ্টকদ্বারা তালপত্রে লিখিয়া দুগ্ধে পাক করিয়া ঐ তালপত্র তিন দিবস কর্দ্দমমধ্যে সংস্থাপন করিবে। তিন দিবস পরে ঐ তালপত্র উঠাইয়া দুর্গোৎসবমণ্ডপদ্বারে প্রোথিত করিয়া রাখিবে। এইরূপ করিলে নিশ্চয় বশীকরণ হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

তালপত্রে লিখিত্বৈনং ভদ্রকালীগৃহে খনেৎ।
বশ্যায় সর্ব্বজন্তূনাং প্রয়োগোঽয়মুদাহৃতঃ ॥ ৪ ॥

ওঁ চিটি চিটি ইত্যাদি মন্ত্র বিল্বকণ্টকদ্বারা তালপত্রে লিখিবে। পরে ভদ্রকালীর পূজা করিয়া সেই গৃহে ঐ তালপত্র নিখনন করিয়া রাখিবে। ইহাতে সকল প্রাণীকে মোহিত করিতে পারা যায় ॥ ৪ ॥

মূর্দ্ধ্নি ভালে কামকলা পতন্তী বিন্দুধারণাৎ।
যোনিমুদ্রাপ্রয়োগেন করোতি বশগং জগৎ ॥ ৫ ॥

মস্তকে ও কপালে কামকলামন্ত্র জপ করিয়া বিন্দুধারণপূর্ব্বক যোনিমুদ্রা প্রয়োগ করিলে ত্রিজগৎ বশীভূত হয় ॥ ৫ ॥

রেফহুঁকারয়োর্ম্মধ্যে সর্ব্বলোকং ততঃপরং।
বশমানয় ঠদ্বন্দ্বং পূজাং জপঞ্চ সাধকঃ ॥ ৬ ॥

হ্রং সর্ব্বলোকবশমানয় স্বাহা হুঁ, এই মন্ত্র জপ ও উক্ত মন্ত্রে পূজা করিলে অভিলষিত ব্যক্তিকে বশীভূত করিতে পারে ॥ ৬ ॥

রাজমুখিপদাদ্রাজাভিমুখি বশ্যপূর্ব্বমুখি। ততশ্চ ভুবনেশী শ্রীকামান্ দেবিদেবি চ। তদন্তে চ মহাদেবিপদং পদমতঃ-পরং। দেবাধিদেবীতি সর্ব্বজনস্য মুখং বশ্যং কুরু দ্বিঠঃ। প্রণবাদিরয়ং মন্ত্রঃ শ্রীবশ্যসংপদাবহঃ। ওঁ রাজমুখি রাজাভিমুখি বশ্যমুখি হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ দেবি দেবি মহাদেবি দেবাধিদেবি সর্ব্বজনস্য মুখং বশ্যং কুরু স্বাহা ॥ মায়াহৃদোরথান্তে চ ব্রহ্মশ্রীরাজিতে ততঃ। প্রোক্তা রাজপুজিতেঽর্ণান্ জয়ে চ বিজয়ে চ। গৌরি গান্ধারি ত্রিভুবনবশঙ্করীতি চ। সর্ব্বলোকান্তে বশঙ্করি চ সর্ব্বস্ত্রীপুরুষবশঙ্করি সুদুর্ঘোরাক্ষরানি দীপসতঃ। মায়াদ্বিঠান্তকো মনুরেকাধিকষষ্টিবর্ণকঃ প্রোক্তঃ। মন্ত্রো যথা হ্রীঁ নমো ব্রহ্ম শ্রীরাজিতে রাজপুজিতে জয়ে বিজয়ে গৌরি গান্ধারি ত্রিভুবনবশঙ্করি সর্ব্বলোকবশঙ্করি সর্ব্বস্ত্রীপুরুষবশঙ্করি সুদুর্ঘোরে হ্রীঁ স্বাহা। অযুতং প্রজপেৎ। জুহুয়াদ্ঘৃতসংপ্লুতৈঃ পায়সৈ-র্দশাংশেন। আরাধয়েত্তদঙ্গৈর্মাতৃভির্দিক্‌শোধিপৈর্নিশিতমনাঃ। তিলতণ্ডুলকৈলোমৈঃ স্বাদুযুক্তৈঃ ফলৈশ্চ মধুরতরৈঃ। আজ্যারুণকুবলয়ৈস্ত্রিদিনং হবনং ক্রিয়াস্তু বশঙ্করী। নিত্যমাদিত্যগতাং দেবীং প্রতিপদ্য তন্মুখো জপ্যতে। অষ্টোত্তরশতমকস্মাদ্বশীকরোত্যচিরাৎ। বর্ণাদর্ব্বাগ্‌মন্ত্রী প্রয়োজয়েৎ। সাধ্যনামকর্ম্মযুতং প্রজপেদ্বা হবনবিধৌ বাঞ্ছিতসিদ্ধিপ্রদস্তদা মন্ত্রঃ। ঋষিরস্যাজোনিবৃট্‌ছন্দো গৌরী চ দেবতা প্রোক্তা। স চতুর্দ্দশভিস্ততো-দশভিরষ্টভি-স্ততোঽষ্টভি-র্দশভিরেকা-দশভির্ম্মন্ত্রাক্ষরৈঃ ক্রমাদুচ্যতে ষড়ঙ্গবিধিঃ। ধ্যানম্—অমলশশিবিরাজন্মৌলিরাবদ্ধপাশাঙ্কুশরুচিরকরাব্জা বন্ধুজীবারুণাঙ্গী। অমরনিকরবন্দ্যা ত্রীক্ষণা শোণবর্ণশুককুসুমযুতা স্যাৎ সম্পদে পার্ব্বতী বঃ ॥ ৭ ॥

ওঁ রাজমুখি ইত্যাদি মুখং বশ্যং কুরু কুরু স্বাহা ইত্যন্ত মন্ত্র এবং হ্রীঁ নমো ব্রহ্মশ্রীরাজিতে ইত্যাদি সুদুর্ঘোরে হ্রীং ইত্যন্ত মন্ত্র দশসহস্র জপ করিবে। তৎপরে ঘৃতসংযুক্ত পায়সদ্বারা জপের দশাংশ হোম করিতে হইবে। হোমাবসানে অঙ্গদেবতা, অষ্টমাতৃকা ও দশদিক্‌পালের পূজা করিয়া পুনর্ব্বার স্বাদুযুক্ত তিলতণ্ডুল, মধুর ফল এবং ঘৃতযুক্ত রক্তপদ্মদ্বারা হোম করিবে। এইরূপ তিন দিবস হোম করিয়া সূর্য্যমণ্ডলাধিষ্ঠাত্রী দেবতার আরাধনাপূর্ব্বক সূর্য্যাভিমুখ হইয়া অষ্টোত্তরশত জপ করিবে। ইহাতে অচির কালমধ্যে বশীকরণ সিদ্ধি হইয়া থাকে। মন্ত্রমধ্যে অভিলষিত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়া জপ ও হোম করিলে বাঞ্ছিতার্থ সিদ্ধি হইয়া থাকে। এই মন্ত্রের অজ ঋষি, নিবৃট্‌ ছন্দঃ ও গৌরী দেবতা। করাঙ্গন্যাস এই—হ্রীঁ নমো ব্রহ্মশ্রীরাজিতে রাজপূজিতে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। জয়ে বিজয়ে গৌরি গান্ধারি তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ত্রিভুবনবশঙ্করি মধ্যমাভ্যাং বষট্‌। সর্ব্বলোকবশঙ্করি অনামিকাভ্যাং হুঁ। সর্ব্বস্ত্রীপুরুষবশঙ্করি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্‌। সুদুর্ঘোরে হ্রীঁ স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্‌। এইরূপ হৃদয়াদিতে ন্যাস করিবে। দেবতার ধ্যান মূলে দৃষ্ট হইবে ॥ ৭ ॥

মদ মদ পদমাদৌ দ্বিবারং তদনু চ পঠনীয়ং হ্রীঁ পদং তত্র পশ্চাৎ। বশয় পদযুতা স্যাৎ নামরূপাদিসংজ্ঞা ভবতি মদনমন্ত্রঃ স্বাহয়া সংযুতোঽয়ম্। কনকরচিতমূর্ত্তিঃ কুণ্ডলাকৃষ্টচাপো যুবতিহৃদয়মধ্যে নিশ্চলারোপিতাক্ষঃ। ইতি মনসি মনোজ্ঞং চিন্তয়ন্ যো জপস্থো বশয়তি স সমস্তং ভূতলং মন্ত্রসিদ্ধিঃ। দশশতপরিজাপাৎ স্যাদয়ং সিদ্ধিদাতা দশশতকুসুমানাং লোহিতানাঞ্চ দানাৎ। ইহ তু সকলকার্য্যং বামহস্তেন কুর্য্যাৎ উপদিশতি সমস্তং জ্যোতিরীশঃ সমস্তাৎ। মদ মদ মাদয় মাদয় হ্রীং বশয় অমুকং স্বাহা ॥ ৮ ॥

মদ মদ মাদয় হ্রীঁ বশয় অমুকং স্বাহা। ইহার নাম মদন মন্ত্র। মদনের আকৃতি এইরূপ—স্বর্ণরচিত শরীর, আকর্ণাকৃষ্টধনুঃ এবং যুবতীগণের হৃদয়মধ্যে নিশ্চল অক্ষি আরোপিত করিয়া আছেন। যে ব্যক্তি এইরূপ মদনমূর্ত্তি মনে মনে চিন্তাকরত উক্ত মদনমন্ত্র দশসহস্র জপ করে, সেই ব্যক্তি মন্ত্রসিদ্ধিবলে সমস্তভূতলকে বশীভূত করিতে পারে। দশসহস্র জপ করিয়া সহস্র রক্তপুষ্প প্রদান করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হয়। এই প্রক্রিয়ার সমস্ত কার্য্য বাম হস্তদ্বারা করিবে ॥ ৮ ॥

চামুণ্ডে প্রথমং জয়েতি কথিতং সম্বোধনে মোহয় জ্ঞাতব্যং বশমানয় ইত্যপি পদং সাধ্যং দ্বিতীয়ান্বিতম্। স্বাহান্তং প্রণবাদিরেষ কথিতৈস্তৈস্ত্রৈর্ম্মহামোহনো যন্মন্ত্রঃ কবিরাত্মসেবিতপদোনাস্মাদ্দ্বিতীয়োত্তরী। ধ্যানম্। দংষ্ট্রাকোটিবিশঙ্কটা সুবদনা সান্দ্রান্ধকারে স্থিতা খট্বাঙ্গাসিনিগূঢ়দক্ষিণকরা বামেন পাশং শিরঃ। শ্যামা পিঙ্গলমূর্দ্ধজা ভয়করী শার্দ্দূলচর্ম্মাবৃতা চামুণ্ডা শববাহিনী জপবিধৌ ধ্যেয়া সদা সাধকৈঃ ॥ লক্ষং জপ্ত্বা দশাংশং শুকতরুকুসুমৈর্ব্বহ্নিমধ্যে চ হোমঃ। বিধিনা সিদ্ধিং দদাতি। ওঁ চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে মোহয় বশমানায় অমুকং স্বাহা ॥ ৯ ॥

ওঁ চামুণ্ডে জয়চামুণ্ডে মোহয় বশমানয় অমুকং স্বাহা। এই মন্ত্র লক্ষ জপকরিয়া শিরীষবৃক্ষ সমিদ্দ্বারা দশসহস্র হোম করিবে। দেবতার ধ্যান মূলে লিখিত আছে। বিধিপূর্ব্বক দেবতার পূজা করিয়া মন্ত্র জপ করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হয়। এই মন্ত্রসিদ্ধি হইলে বশীকরণ হইয়া থাকে ॥৯॥

ওঁ নমঃ কামায় সর্ব্বজনপ্রিয়ায় সর্ব্বজনসম্মোহনায় জ্বল জ্বল প্রজ্বালয় প্রজ্বালয় সর্ব্বজনস্য হৃদয়ং মম বশং কুরু কুরু স্বাহা। এতন্মন্ত্রজপাদেব বশীভবতি মানবঃ ॥ ১০ ॥

ওঁ নমঃ কামায় সর্ব্বজনপ্রিয়ায় ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিলে বশীকরণ হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

ওঁ নমো ভগবতি সুচিচাণ্ডালিনি নমঃ স্বাহা। এতন্মন্ত্রেণ মধূচ্ছিষ্টেন পুত্তলিকাং কৃতাঞ্জলিং কৃতযুগপাদং অঙ্গপ্রত্যঙ্গসহিতং কৃত্বা তত্র সাধ্যস্য প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কৃত্বা এতন্মন্ত্রং জপন্ অঙ্গারেষু পুত্তলিকাং প্রতাপয়েৎ। ততঃ সাধ্যোবশ্যো ভবতি ॥ ১১ ॥

ওঁ নমো ভগবতি সুচিচাণ্ডালিনি নমঃ স্বাহা, এই মন্ত্রে মধুচ্ছিষ্ট (মোম) দ্বারা অভিলষিত ব্যক্তির একটী প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ঐ প্রতিমূর্ত্তিকে কৃতাঞ্জলি, যুক্তপাদ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সহিত নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অভিলষিতব্যক্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। তৎপরে ঐ পুত্তলিকার উপরি ওঁ নমো ভগবতি ইত্যাদি মন্ত্র জপ করতঃ অঙ্গারাগ্নিতে তাপিত করিবে। ইহাতে সেই অভিলষিত ব্যক্তি বশীভূত হইবে ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণানন্দবিদ্যাবাগীশভট্টাচার্য্যপ্রণীতায়াং ষট্‌কর্ম্মদীপিকায়াং শান্তিকল্পে বশ্যকর্ম্ম চতুর্থোদ্দেশঃ ॥

অথ স্তম্ভনং।

শ্রীদেব্যুবাচ। প্রভো ত্বং ভৈরবশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বমন্ত্রার্থজীবকঃ। নানারহস্যসারঞ্চ ত্বদ্বতে ন শৃণোম্যহম্। দিব্যতন্ত্রং মহাতন্ত্রং পূর্ব্বপশ্চিমসংজ্ঞকম্। দক্ষিণোত্তরমূর্দ্ধঞ্চ উপায়াঃ কথিতাঃ প্রভো। বশ্যাকর্ষণদিব্যঞ্চ মারণোচ্চাটনাদিকম্। বিদ্বেষং মোহনং চান্যৎ বিবিধং কামনাদিকম্। বিস্তারং কথিতং পূর্ব্বং জ্ঞাতব্যং সর্ব্বসংজ্ঞয়া। ইদানীং স্তম্ভনং দেব কথয়স্ব প্রসাদতঃ। কথয়স্ব সুরশ্রেষ্ঠ যদ্যহং তব বল্লভা ॥ ১ ॥

অনন্তর স্তম্ভনপ্রক্রিয়া কথিত হইতেছে। ভগবতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হে প্রভো! তুমি ভৈরবশ্রেষ্ঠ তুমি সর্ব্বমন্ত্রপ্রবর্ত্তক, তোমার নিকট ভিন্ন বিবিধ রহস্যসার শুনিতে পাই না। তুমি পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ সংজ্ঞিত দিব্যতন্ত্র, মহাতন্ত্র, বশীকরণ, আকর্ষণ, মারণ, উচ্চাটন, বিদ্বেষণ ও মোহনাদি বিবিধ কামনাসাধক তন্ত্র পূর্ব্বে সবিস্তর বলিয়াছ, এক্ষণে আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া স্তম্ভনবিধান বল ॥ ১ ॥

শ্রীভৈরব উবাচ। সাধু সাধু ত্বয়া প্রাজ্ঞে সর্ব্বমন্ত্রার্থসাধিকে। ন কস্যচিন্ময়াখ্যাতং শৃণু সুন্দরি যত্নতঃ। গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং দেবি স্নেহাত্তে প্রকটীকৃতম্। অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণু চৈকাগ্রমানসা। বিদ্যা বা পরমা গুপ্তা মহাস্তম্ভনরূপিণী ॥ ২ ॥

মহাদেব বলিতেছেন। হে দেবি! তুমি অতি সাধ্বী ও সর্ব্বমন্ত্রার্থসাধিকা। তুমি আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, এই বিষয় আমি কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই। তোমার নিকট বলিতেছি, যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ কর। এই স্তম্ভনপ্রক্রিয়া অতি গোপনীয়, কেবল তোমার স্নেহের বাধ্য হইয়া বলিতেছি ॥ ২ ॥

ওঁকারং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য স্থিরমায়ামথোচ্চরেৎ। সম্বোধনপদং চোক্ত্বা ততঃ শ্রীবগলামুখি। তদগ্রে সর্ব্বদুষ্টানাং ততোবাচং মুখং পদং। স্তম্ভয়েতি পদং পশ্চাৎ কীলয়েতি পদদ্বয়ম্। বুদ্ধিং বিনাশয় পশ্চাৎ স্থিরমায়াং পুনর্লিখেৎ। লিখেচ্চ পুনরোঙ্কারং স্বাহেতি পদমুত্তমম্। ষট্‌ত্রিংশদক্ষরা বিদ্যা দেবানামপি দুর্লভা। বহ্নিহীনেন্দ্রযুক্তায়া স্থিরমায়া প্রকীর্ত্তিতা। গজস্য চ রথানাঞ্চ দ্বিজানাং শীঘ্রচেতনাং। স্তম্ভিতাঞ্চ মহাবাচাং বৃহস্পতিমুখোদ্গতাম্। মহাপর্ব্বতবৃক্ষাণাং সরিতাং সাগরস্য চ। স্তম্ভয়েত্তানি দিব্যানি মানুষেষু চ কা কথা। ত্রৈলোক্য-

মোহিনী বিদ্যা তস্মাচ্চ বগলামুখী। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি বিবিধং কামনাগতম্। ন্যাসং ধ্যানং জপং হোমং মন্ত্রমেব পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩ ॥

স্তম্ভনকার্য্যে ওঁ হ্লীঁ শ্রীবগলামুখি সর্ব্বদুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয় কীলয় কীলয় বুদ্ধিং বিনাশয় হ্লীঁ ওঁ স্বাহা, এই ষট্‌ত্রিংশদক্ষর মন্ত্রের গলামুখীর পূজা করিবে। এই স্তম্ভনদ্বারা হস্তী, রথ ও শীঘ্রগামী ব্রাহ্মণদিগের গতি-স্তম্ভন হয় এবং বৃহস্পতিতুল্য মুখর ব্যক্তিরও বাক্যস্তম্ভন করা যায় এবং মহাপর্ব্বত, বৃক্ষ, নদী ও সাগর প্রভৃতিরও স্তম্ভন হইয়া থাকে। মনুষ্যের আর কথা কি। এই দেবতা ত্রিভুবনকে মোহিত করেন, অতএব ইহার নাম বগলামুখী হইয়াছে। এই দেবতার ন্যাস ধ্যান প্রভৃতি পূজাপ্রণালী পরে বিবৃত হইতেছে ॥ ৩ ॥

অঙ্গন্যাসং প্রবক্ষ্যামি করাঙ্গবিধিপূর্ব্বকম্। ওঁ স্থিরমায়াঞ্চ হৃদয়ে মূর্দ্ধ্নি শ্রীবগলামুখি। শিখায়াং সর্ব্বদুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয়েতি। কবচে কীলয়দ্বন্দ্বং নেত্রে বুদ্ধিং বিনাশয়। হ্লীঁ ওঁ স্বাহা তথা চাস্ত্রে ষড়ঙ্গবিধিরীরিতঃ। যুগ্মকালেষু সপ্তর্দ্ধ দশার্ণৈশ্চ মনুস্তবৈঃ। করশাখাসু তলয়োঃ করাঙ্গন্যাসমাচরেৎ। নারায়ণঋষির্মূর্দ্ধ্নি ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দস্তু তন্মুখে। শ্রীবগলামুখীং দেবীং হৃদয়ে বিন্যসেত্ততঃ। ক্লীং বীজং গুহ্যদেশে তু স্বাহাশক্তিশ্চ পাদয়োঃ। ইষ্টার্থে বিনিয়োগস্তু ঋষ্যাদিন্যাস এব চ। মূর্দ্ধ্নি ভালে দৃশোঃ শ্রুত্যোর্গণ্ডয়োর্নসয়োঃ পুনঃ। ওষ্ঠয়োর্মুখগণ্ডে চ দক্ষিণাংশে চ কূর্পরে। তথৈব মণিবন্ধে চ তথা চাঙ্গুলিমূলকে। গলমূলে দক্ষস্তনে বামস্তনে তথা হৃদি। নাভৌ কট্যাং গুহ্যদেশে বামাংশে কূর্পরে তথা। মণিবন্ধেঽঙ্গুলিমূলে বিন্যসেত্তু সমাহিতঃ। দক্ষোরুমূলে জানৌ চ গুল্‌ফে চাঙ্গুলিমূলকে। মূলমন্ত্রাক্ষরৈর্ব্বিদ্বান্ বিন্যসেৎ ক্রমযোগতঃ। এবং ন্যাসবিধিং কৃত্বা ততো ধ্যানং শৃণু প্রিয়ে ॥ ৪ ॥

অনন্তর অঙ্গন্যাস ও করন্যাস কথিত হইতেছে। ওঁ হ্লীঁ হৃদয়ায় নমঃ। শ্রীবগলামুখি শিরসে স্বাহা, সর্ব্বদুষ্টানাং শিখায়ৈ বষট্, বাচং মুখং স্তম্ভয় কবচায় হুঁ, কীলয় কীলয় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, বুদ্ধিং বিনাশয় হ্লীঁ ওঁ স্বাহা অস্ত্রায় ফট্॥ এইরূপ ওঁ হ্লীঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদিক্রমে করন্যাস করিবে। তৎপরে ঋষ্যাদিন্যাস—অস্য শ্রীবগলামুখী মন্ত্রস্য নারায়ণ ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ শ্রীবগলামুখী দেবতা ক্লীঁ বীজং স্বাহা শক্তিঃ ইষ্টার্থসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি নারায়ণঋষয়ে নমঃ, মুখে ত্রিষ্টুপ্‌-ছন্দসে নমঃ, হৃদয়ে শ্রীবগলামুখ্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে ক্লীঁ বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। তৎপরে মন্ত্রবর্ণন্যাস—মস্তকে ওঁ নমঃ, মুখে হ্লীঁ নমঃ, চক্ষুর্দ্বয়ে শ্রীঁ নমঃ বং নমঃ, কর্ণদ্বয়ে গং নমঃ লাং নমঃ, গণ্ডদ্বয়ে মুং নমঃ খিং নমঃ, নাসিকাদ্বয়ে সং নমঃ র্ব্বং নমঃ, ওষ্ঠদ্বয়ে দুং নমঃ ষ্টাং নমঃ, মুখে নাং নমঃ, গণ্ডদ্বয়ে বাং নমঃ, চং নমঃ, দক্ষিণাংশে মুং নমঃ, বামাংশে খং নমঃ, কূর্পরে স্তং নমঃ, মণিবন্ধে ভং নমঃ, অঙ্গুলিমূলে যং নমঃ, গণ্ডমূলদ্বয়ে কীং নমঃ, হৃদয়ে লং নমঃ, দক্ষস্তনে যং নমঃ, বামস্তনে কীঁ নমঃ, হৃদয়ে লং নমঃ, নাভীতে যং নমঃ, কটীদেশে বুং নমঃ, গুহ্যদেশে দ্ধিং নমঃ, বামাংশে বিং নমঃ, কূর্পরে না নমঃ, মণিবন্ধে শং নমঃ, অঙ্গুলিমূলে য়ং নমঃ, দক্ষোরুমূলে হ্লীঁ নমঃ, জানুতে ওঁ নমঃ, গুল্‌ফে স্বাং নমঃ, বামাঙ্গুলিমূলে হাং নমঃ ॥ ৪ ॥

ধ্যানম্।—গম্ভীরাঞ্চ মদোন্মত্তাং স্বর্ণকান্তিসমপ্রভাম্। চতুর্ভুজাং ত্রিনয়নাং কমলাসনসংস্থিতাম্। মুদ্গরং দক্ষিণে পাশং বামে জিহ্বাঞ্চ বজ্রকম্। পীতাম্বরধরাং দেবীং দৃঢ়পীনপয়োধরাম্। হেমকুণ্ডলভূষাঞ্চ পীতচন্দ্রার্দ্ধশেখরাম্। পীতভূষণভূষাঞ্চ স্বর্ণসিংহাসনে স্থিতাম্। এবং ধ্যাত্বা তু দেবেশীং শত্রুস্তম্ভনকারিণীম্। মহাবিদ্যাং মহামায়াং সাধকস্য ফলপ্রদাম্। যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ ত্রৈলোক্যং স্তম্ভয়েৎ ক্ষণাৎ ॥ ৫ ॥

দেবীর আকার এইরূপ—ইনি গম্ভীরাকৃতি, মদোন্মত্তা, ত্রিনয়নবিশিষ্টা, স্বর্ণের ন্যায় দেহকান্তি, পদ্মোপরি উপবিষ্টা। ইহার চারি হস্ত, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে মুদ্গর ও পাশ, বামহস্তদ্বয়ে বৈরিজিহ্বা ও বজ্র। পীতবর্ণ বস্ত্র পরিধান, স্তনদ্বয় দৃঢ় ও স্থূল। হেমকুণ্ডলে বিভূষিতা ও কপালে অর্দ্ধচন্দ্র আছে। পীতবর্ণ ভূষণে ভূষিতা ও স্বর্ণসিংহাসনে অবস্থিতা। এইপ্রকার রূপ চিন্তাকরতঃ ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। ইহাতে শত্রুস্তম্ভন হয় এবং ইহাকে স্মরণ করিলে ত্রিভুবন স্তম্ভিত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

সাধনং সম্প্রবক্ষ্যামি সাধকানাং হিতায় বৈ। সর্ব্ব পীতোপচারেণ পীতাম্বরধরোনরঃ। জপমালাঞ্চ দেবেশি হরিদ্রাগ্রন্থিসম্ভবাম্। পীতাসনসমারূঢ়ঃ পীতধ্যানপরায়ণঃ। পীতপুষ্পার্চ্চনং নিত্যং অযুতং জপমাচরেৎ। দশাংশেন কৃতোহোমঃ পীতদ্রব্যৈঃ সুশোভনৈঃ। সংজ্ঞামুচ্চারয়েৎ সাধ্য স্তম্ভনঞ্চ মহাদ্ভুতম্। শৃণ প্রাজ্ঞে মহাগুহ্যং প্রকটীকৃতসাধনম্। একান্তে নির্জ্জনে স্থানে শুচৌ দেশে গৃহে পুরে ॥ ৬ ॥

সাধনপ্রণালী কথিত হইতেছে। সাধক পীতবস্ত্র পরিধান করিয়া জপ করিবে। পীতবর্ণ আসনে উপবিষ্ট হইয়া পীতবর্ণ ধ্যানকারী পীতপুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা করিবে। দশসহস্র জপ করিয়া পীতদ্রব্যদ্বারা জপের দশাংশ হোম করিতে হইবে। নির্জ্জন স্থানে পবিত্রগৃহে এই দেবতার পুজাদি করিবে ॥ ৬ ॥

অথ কর্ম্মবিশেষে কুণ্ডলক্ষণং। কুণ্ডং সুলক্ষণং কৃত্বা মেখলাত্রয়শোভিতম্। যোনিযুক্তং ত্রিমাত্রৈঃ স্যাত্তত্র হোমন্তু সাধয়েৎ। বশ্যে তু চতুরস্রঞ্চ আকর্ষণে ত্রিকোণকং। তথৈবোচ্চাটনে প্রোক্তং ষট্‌কোণং মারণে স্মৃতং ॥ ৭ ॥

তিনটি মেখলাবিশিষ্ট সুলক্ষণ কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে হোম করিবে। স্তম্ভনকার্য্যে ত্রিকোণ, বশীকরণে চতুরস্র, আকর্ষণে ও উচ্চাটনে ত্রিকোণ এবং মারণকার্য্যে ষট্‌কোণ কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া হোম করা বিধেয় ॥ ৭ ॥

অথ আসনভেদাঃ। বশ্যে মেষাসনং প্রোক্তং কর্ম

ব্যাঘ্রচর্ম্মণি। শান্তৌ মৃগাসনং প্রোক্তং গোচর্ম্ম স্তম্ভনে স্মৃতং। উষ্ট্রাসনং তথোচ্চাটে বিদ্বেষে তুরগাসনং। মারণে মহিষীচর্ম্ম-মোক্ষঞ্চৈব গজাজিনে। নানাবিধানি তে দেবি ক্রমাদ্‌দ্রব্যং সমাচরেৎ ॥ ৮ ॥

বশীকরণকার্য্যে মেষচর্ম্মাসন, আকর্ষণে ব্যাঘ্রচর্ম্মাসন, শান্তিকার্য্যে গোচর্ম্মাসন, উচ্চাটনে উষ্ট্রচর্ম্মাসন, বিদ্বেষে অশ্বচর্ম্মাসন, মারণে মহিষ-চর্ম্মাসন, মোক্ষকার্য্যে গজচর্ম্মাসন, প্রশস্ত ॥ ৮ ॥

অথ কর্ম্মবিশেষে যজ্ঞীয়সামগ্রী। মধুলাজতিলাজ্যেন বশ্যলাভানি সাধয়েৎ। আকর্ষণে তথা লোধ্রং সতিলং মধুরান্বিতং। নিম্বপত্রঞ্চ তৈলাক্তং বিদ্বেষণকরং পরং। হরিতালং হরিদ্রাঞ্চ লবণেন চ সংযুতং। স্তম্ভয়েচ্চৈব দেবেশি প্রজ্ঞাঞ্চৈব গতিং মতিং। বাজিনাথস্য সারেণ রুধিরেণৈব হোময়েৎ। মারণে তু রিপোর্দ্দেবি শ্মশানাগ্নৌ হুনেন্নিশি। ক্ষুদ্রাণাং কাকপক্ষাণাং গৃহধূমেন সংযুতাং। লাজাং ত্রিমধু-সংযুক্তাং সর্ব্বরোগপ্রশান্তয়ে ॥ ৯ ॥

কর্ম্মবিশেষে যজ্ঞীয় দ্রব্য কথিত হইতেছে। বশীকরণকার্য্যে মধু, লাজা, তিল ও ঘৃতদ্বারা হোম করিবে। আকর্ষণকার্য্যে লোধ্রকাষ্ঠ, তিল ও মধুদ্বারা, বিদ্বেষণে তৈলাক্ত নিম্বপত্রদ্বারা, স্তম্ভনকার্য্যে লবণের সহিত হরিতাল ও হরিদ্রাদ্বারা হোম করা কর্ত্তব্য। মারণকার্য্যে ঘোটকের তৈল ও রক্তদ্বারা শ্মশানস্থানে বসিয়া রাত্রিকালে হোম করিবে। রোগশান্তির জন্যে কাকপক্ষ, গৃহধূম (ঝুল) লাজা এবং ত্রিমধু অর্থাৎ ঘৃত, মধু ও শর্করা এই সকল দ্রব্যদ্বারা হোম করিবে ॥ ৯ ॥

লক্ষমেকং জপেন্মন্ত্রী ব্রহ্মচারী দৃঢ়ব্রতঃ। পর্ব্বতাগ্রে মহারণ্যে সিদ্ধিশৈবালয়ে গৃহে। সঙ্গমে চ মহানদ্যাঃ সাধকঃ সাধয়েৎ স্বয়ং ॥ ১০ ॥

সাধক ব্রহ্মচারীও নিয়মপরতন্ত্র হইয়া পর্ব্বতাগ্রে, মহারণ্যে, শিবালয়ে কিম্বা মহানদীর সঙ্গমস্থলে একলক্ষ মন্ত্র জপ করিবে ॥ ১০ ॥

শ্বেতব্রহ্মতরোর্ম্মূলে পাদুকাঞ্চৈব রঞ্জয়েৎ। অলক্তকেন রাগেণ রঞ্জিতা নবমুদ্রয়া। ষট্‌ত্রিংশদক্ষরা বিদ্যা লক্ষেকেন চ মন্ত্রিতা। শতযোজনমাত্রন্তু মনশ্চিন্তিতমাগতা ॥ ১১ ॥

শ্বেতপলাশের মূলদ্বারা পাদুকা নির্ম্মাণ করিয়া অলক্তকদ্বারা রঞ্জিত করিবে। পরে এই পাদুকা পূর্ব্বোক্ত ষট্‌ত্রিংশদক্ষর মন্ত্রে লক্ষবার অভিমন্ত্রিত করিয়া লইবে। এই পাদুকাদ্বারা চিন্তনমাত্র শতযোজন পথে গমন করিতে পারে ॥ ১১ ॥

রসং মনঃশিলা তালং মাক্ষিকেণ সমন্বিতং। ইতি মন্ত্রং লক্ষমেকং সর্ব্বাঙ্গে লেপনং কৃতং। অদৃশ্যকারকং দেবি লোকে চ মহদদ্ভুতং ॥ ১২ ॥

পারদ, মনঃশিলা, হরিতাল ও মধু এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া পূর্ব্বোক্ত ষট্‌ত্রিংশদক্ষর মন্ত্র লক্ষজপ করত স্বীয় অঙ্গে লেপন করিবে। ইহাতে সর্ব্বজন সমক্ষে অদৃশ্য হইতে পারে ॥ ১২ ॥

একবর্ণগবাঞ্চৈব ধারোষ্ণং ক্ষীরমাহরেৎ। শর্করামধু-সংযুক্তং ত্রিশতৈর্ম্মন্ত্রিতং প্রিয়ে। পীত্বা চ হরতে শীঘ্রং বিষং স্থাবরজঙ্গমং ॥ ১৩ ॥

একবর্ণা গাভীর দুগ্ধ গ্রহণ করিয়া, তাহার সহিত শর্করা ও মধু মিশাইয়া পূর্ব্বোক্তমন্ত্রে তিনসহস্র জপ করিয়া পান করিলে স্থাবর ও জঙ্গম উভয়বিধ বিষ নষ্ট হয় ॥ ১৩ ॥

দারিদ্র্যমোচনং দেবি লক্ষমেকং জপেন্নরঃ। দশাংশেন কৃতো হোমোদ্রব্যৈরেভির্ম্মতপূর্ব্বৈঃ। লক্ষ্মীযুক্তোভবেদ্দেবি দারিদ্র্যং নাশয়েদ্ ধ্রুবং ॥ ১৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত ষট্‌ত্রিংশদক্ষরমন্ত্র একলক্ষ জপ করিয়া জপের দশাংশ হোম করিলে দারিদ্র্য বিনাশ করিয়া সাধক লক্ষ্মীযুক্ত হয় ॥ ১৪ ॥

অথান্যপ্রকারস্তম্ভনং। অথান্যং সংপ্রবক্ষ্যামি কামনা মন্ত্রিকোপরি। পত্রে বাপ্যথ পাষাণে সংজ্ঞানাম তু কারয়েৎ। আদ্যন্তে স্থিরমায়াঞ্চ হরিদ্রাতালকৈর্লিখেৎ। গর্ভস্তম্ভকরী দেবী চমৎকারকরী পরা। ভূর্জ্জপত্রে সমালিখ্য তালোদ্ভবরসৈর্নিশি। ষট্‌কোণমধ্যমালিখ্য বিদ্যাং বলয়তো লিখেৎ। মধ্যে সংজ্ঞাঞ্চ দেবিশি পীতসূত্রেণ বেষ্টয়েৎ। চক্রং ভ্রাম্যৎ-কুলালস্য বিপরীতঞ্চ মৃত্তিকাং। তন্মধ্যে বিলিখেদ্বীজং ত্রিবলী-কারতঃ প্রিয়ে। ষষ্ঠ্যন্তং সাধ্যনামার্ণং মুখং স্তম্ভয় চোচ্যতে। বাহ্যে বেষ্ট্য মহাবীজং চতুঃসাধ্যাখ্যমালিখেৎ। সাধ্যনামাক্ষরং দেবি অভিমন্ত্র্য চ বিদ্যয়া। ষষ্ঠ্যন্তং চোচ্চরেৎ সাধ্যং সম্বোধনঞ্চ দৈবতং। মাস্তম্ভেতি পদং পশ্চাৎ বদেদাম্রেড়িতান্তরং। পীতোপচারৈঃ সংপূজ্য মুখস্তম্ভনমীরিতং ॥ ১ ॥

অনন্তর অন্যপ্রকার স্তম্ভন কথিত হইতেছে। কামনানুসারে যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া এই স্তম্ভনকার্য্য করিবে। ভূর্জ্জপত্রে কিম্বা পাষাণে হরিদ্রা ও হরিতালদ্বারা স্তম্ভনীয় ব্যক্তির নাম লিখিবে। এবং ঐ নামের আদিতে ও অন্তে হ্লীঁ এই বীজ লিখিবে। এই বিদ্যা গর্ভস্তম্ভনকরী, ইহা অতি চমৎকারজনক। রাত্রিযোগে ভূর্জ্জপত্রে হরিতাল ও হরিদ্রা-রসদ্বারা ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া তদ্বাহ্যে বলয়াকারে মূলমন্ত্র লিখিবে। মধ্যে স্তম্ভনীয় ব্যক্তির নাম লিখিয়া পীতবর্ণ সূত্রদ্বারা বেষ্টন করিবে। তৎপরে কুম্ভকারের চক্রস্থ মৃত্তিকা আনিয়া তন্মধ্যে বগলামুখীর মন্ত্র ত্রিবলয়াকার ক্রমে লিখিবে। তদ্বাহ্যে "অমুকস্য মুখং স্তম্ভয়" এই মন্ত্রে বেষ্টন করিয়া মধ্যে স্তম্ভনীয় ব্যক্তির নাম লিখিবে। অনন্তর "অমুকং স্তম্ভয় বগলামুখী মাস্তম্ভ মাস্তম্ভ" এই মন্ত্র পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়া পীতবর্ণ উপকরণদ্বারা পূজা করিবে। ইহাতে শত্রু ব্যক্তির মুখ স্তম্ভন হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

এতন্মন্ত্রং বরারোহে শ্মশানাঙ্গারকে লিখেৎ। ভেকস্য বদনে ক্ষিপ্ত্বা পীতসূত্রেণ বেষ্টয়েৎ। ভূমিষ্ঠং মণ্ডলং কৃত্বা পীতপুষ্পৈঃ সমর্চ্চয়েৎ। উচ্চারয়েৎ সর্ব্বমন্ত্রপদমুচ্চার্য্য চালয়।

বামপাদেন সংপূর্ণাং কুলালস্য চ মৃত্তিকাং। পূরকস্য প্রয়োগেন প্রয়োগং প্রতিপদ্যতে ॥ ২ ॥

শ্মশানাঙ্গারে ওঁ হ্লীঁ শ্রীবগলামুখী ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র লিখিয়া ঐ অঙ্গার একটী ভেকের মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া পীতবর্ণ সূত্রদ্বারা বেষ্টন করিবে। তৎপরে ভূমিতে গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে ঐ ভেক সংস্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে পীতপুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া বগলামুখী মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক চালয় এই পদ উচ্চারণ করিয়া বামপাদদ্বারা কুম্ভকার মৃত্তিকায় গর্ত্তপূর্ণ করিবে ॥ ২ ॥

অন্যোন্যং লিখিতব্বেন কৃতোন্নদ্ধং সমন্ততঃ। বামদক্ষিণ সম্বদ্ধাং দ্বৌ দ্বৌ পাদৌ প্রকল্পয়েৎ। নাম সাধ্যস্য চ শত্তং গতিঞ্চ স্তম্ভয়েতি চ। পূর্ব্ববৎ পদমালিখ্য পাষাণস্য চ পট্টকে। পূর্ব্ববৎ সম্মুখীকৃত্য পীতসূত্রেণ বেষ্টয়েৎ। শয্যাং পাতাল-সংস্থাঞ্চ খনেৎ খাতং প্রযত্নতঃ। বামহস্তে ন্যসেৎ খাতং পীত-পুষ্পেণ পূজয়েৎ। মহদাশ্চর্য্যজনকং গতিস্তম্ভনমুত্তমং ॥ ৩ ॥

ভূর্জ্জপত্রে কিম্বা পাষাণফলকে স্তম্ভনীয় ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি লিখিয়া তাহার পাদদ্বয়ের মধ্যে ঐ ব্যক্তির নাম লিখিবে এবং পূর্ব্ববৎ মন্ত্র লিখিয়া অমুকস্য গতিং স্তম্ভয় এই বাক্য লিখিবে। তৎপরে পীতসূত্রদ্বারা বেষ্টন করিবে। অনন্তর শয্যার নিম্নে গর্ত্ত খনন করিয়া তাহাতে ঐ যন্ত্র পুঁতিয়া রাখিবে। এই প্রক্রিয়ার সমস্ত কার্য্য বামহস্তে করিবে। এই কার্য্যদ্বারা গতিস্তম্ভন করিতে পারা যায় ॥ ৩ ॥

শ্মশানেহথ পরিগ্রাহ্যং শ্মশানাঙ্গারমাহরেৎ। মায়াবীজং ত্রিধালিখ্য সাধ্যসংজ্ঞাঞ্চ মধ্যতঃ। অপি মধ্যে চ ললনা সা চ ত্রিবলয়াত্মিকা। বামহস্তে খনেৎ খাতং খর্পরঞ্চ অধোমুখং। পূরয়েদ্বামপাদেন সপুরুষস্তথোপরি। স্তম্ভনঞ্চৈব দেবেশি রিপূণাং মুখবন্ধনং ॥ ৪ ॥

শ্মশানের অঙ্গার আনিয়া তাহাতে হ্রীঁ এই বীজ ত্রিবার লিখিয়া মধ্যে স্তম্ভনীয় ব্যক্তির নাম লিখিবে। তৎপরে বামহস্তে গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে ঐ অঙ্গার অধোমুখে রাখিয়া বামপাদদ্বারা ঐ গর্ত্তপূরণ করিবে। এইরূপ করিলে শত্রুর মুখস্তম্ভন হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

তাড়ঙ্কপত্রমাদায় লিখেৎ সাধ্যং স্বনামতঃ। আদ্যন্তে বিলিখেদ্বীজং ত্রিবিধোচ্চারকং লিখেৎ। বামহস্তে পুটং কৃত্বা করপীড়িতকণ্টকান্। সপ্তসংখ্যকণ্টকানি ভিত্ত্বা চৈকং পুটী-কৃতং। পৃথগ্বিধং সমুচ্চার্য্য নাম সাধ্যক সাধকঃ। ভাণ্ডমধ্যে ক্ষিপেত্তঞ্চ সৌবীরেণ চ পূজয়েৎ। গতিমতিস্তম্ভকরং প্রয়োগং প্রত্যয়াবহং। দিব্যস্তম্ভকরী দেবী নানাগুণমুদীরিতং। ত্বৎ-প্রীত্যা কথয়িষ্যামি শৃণু তৎ প্রিয়মুত্তমং। তত্র স্থানে ভবে-দ্দিব্যং দেবালয়গৃহেঽপিবা। তত্রস্থাং বিলিখেদ্বিদ্যাং সাধকাং সাধ্যনামতঃ ॥ ৫ ॥

একটী তাড়িয়াংপাতা আনিয়া তাহাতে স্তম্ভনীয় ব্যক্তির নাম লিখিয়া তাহার আদিতে ও অন্তে বগলামুখী মন্ত্র লিখিবে। তৎপরে ঐ পত্র বাম-হস্তের মুষ্টি মধ্যে রাখিয়া হস্তদ্বারা পীড়ন করিবে। অনন্তর তাহাতে সপ্তকণ্টক বিদ্ধকরিয়া তিনবার নামের সহিত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক কোন ভাণ্ডমধ্যে রাখিয়া বদরীপুষ্পদ্বারা পূজা করিবে। এইরূপ করিলে ঐ ব্যক্তির গতিস্তম্ভন হয় ॥ ৫ ॥

অটরুষস্য পত্রেণ পরিমার্য্য তথোপরি। স্তম্ভয়েৎ সপ্তদিন্যানি কৃত্বা দোষবিশুদ্ধয়ে। উত্তরাবারুণীমূলং সপ্ত বিদ্যাভিমন্ত্রয়েৎ। মহারুত্ত্যাদিদোষস্য কৃতদিব্যো বিশুদ্ধয়ে। অথবা দীপমার্গে চ রাত্রৌ কৃত্বা তু মণ্ডলং। ভূর্জ্জপত্রে সমালিখ্য পূর্ব্বোক্তমন্ত্রম্ মেব চ। দীপং প্রজ্বালয়েদ্‌যত্নাৎ কপিলাজ্যেন পূরিতং। তাব-দ্দীপো দোষং দগ্ধা তদা দীপঃ প্রশাম্যতি। সময়ায় সাধকায় পুত্রিকাং কুশিকাং ঘটং। কন্যাভির্যোগিনীনান্ত যথাশক্তি চ তর্পয়েৎ। এবন্ত কথিতং তন্ত্রে কামনাপ্রত্যয়াবহং। ইয়ন্ত পরমা বিদ্যা কিমন্যৎ পরিপৃচ্ছতি।

দেব্যুবাচ। সাধনং কথিতং দেবি মহাশ্চর্য্যপ্রদায়কং। অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি অর্চ্চনাং বিধিপূর্ব্বিকাং।

ভৈরব উবাচ। পূজনং শৃণু দেবেশি সাধকে সিদ্ধিদায়কং। নিত্যে নৈমিত্তিকে কাম্যে ত্রিবিধং পূজনং স্মৃতং। ভূপ্রদেশে মনোরম্যে পুষ্পামোদপ্রপূরিতে। গোময়েনাথ সংলিপ্য পুষ্প-প্রকরশোভিতং। কামাপেক্ষাবধির্যত্র আসনঞ্চ সমাচরেৎ। সৌবর্ণং রাজতং তাম্রং পৈত্তলং ভূর্জ্জপত্রকং। কর্পূরাগুরু-কস্তূরীশ্রীখণ্ডকুঙ্কুমেন চ। লিখেত্তত্র প্রযত্নেন লেখন্যা হৈময়া ততঃ। মধ্যে যোনিং সমালিখ্য তদ্বাহ্যে তু ষড়স্রকং। তদ্বাহ্যে ষোড়শদলং চতুর্দ্দ্বারোপশোভিতং। পূর্ব্বদ্বারে গণেশঞ্চ দক্ষিণে বটুকং যজেৎ। পশ্চিমে যোগিনী পূজ্যা ক্ষেত্রপালং তথোত্তরে। ঈশানাদিষু সোমান্তে রুদ্রপীঠং প্রপূজয়েৎ। বগলা পূর্ব্বপত্রে চ স্তম্ভিন্যাদ্যা স্ততঃপরং। স্তম্ভিনী মোহিনী বশ্যা অবনী কালিকা তথা। অধরা কম্পিতা ধীরা কল্পনা কায়দর্শিনী। ভ্রামিকা মদগমনা ভোগিস্থা চৈব ভোগিকা। ভোগাঃ ষোড়শপত্রেষু গন্ধপুষ্পাক্ষতৈর্যজেৎ। ষোড়শস্বরসংযুক্তাঃ সংপ্রদায় কুলাগমে। লিখেন্মধ্যেষু পীঠেষু কল্পয়েৎ ক্ষেত্রপঞ্চকং। ব্রাহ্ম্যাদ্যাশ্চৈব পূর্ব্বাদৌ ভৈরবাষ্টকসংযুতাঃ। স্থিরমায়াদিকাঃ সর্ব্বাঃ পরিপূজ্যাঃ কুলোদ্ভবে। আদিক্ষান্তাঃ ষড়স্রেষু গন্ধ-ধাতুষু মাতৃকাঃ। যোনিমধ্যে মূলবিদ্যাং ত্রিভিরঞ্জলিভির্যজেৎ। পুষ্পধূপাদিনৈবেদ্যৈর্গন্ধতাম্বুলদীপকৈঃ। নীরাজ্য বিধিনা পশ্চাৎ জপসংখ্যাং নিবেদয়েৎ। পবিত্রারোপণং দেবি বদনের যথা বিধি। বলিত্রয়ং ততো দদ্যাৎ পূজনাদিমহোৎসবৈঃ। এবন্ত কথিতং তন্ত্রে গুরোরাজ্ঞাঞ্চ পালয়েৎ। সংসিদ্ধিলৌকিকী তস্য যথা নিগমসারতঃ। অপরা চৈব শাক্তেয়ী সা চাভয়প্রদা ভবেৎ ॥

অথ স্তুতিঃ। অস্য শ্রীবগলামুখীস্তোত্রমন্ত্রস্য নারদঋষিঃ শ্রীবগলামুখী দেবতা মম সন্নিহিতানাং দুষ্টানাং বিরোধিনাং বাঙ্মুখপদজিহ্বাবর্ণানাং স্তম্ভনার্থে বিনিয়োগঃ। মধ্যে সুধাব্ধি-মণিমণ্ডপরত্নবেদীসিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাং। পীতাম্বরাভরণমাল্যবিভূষিতাঙ্গীং দেবীং স্মরামি ধৃতমুদ্গরবৈরিজিহ্বাং॥ জিহ্বাগ্রমাদায় করেণ দেবীং বামেন শত্রূন্ পরিপীড়য়ন্তীং। গদাভিঘাতেন চ দক্ষিণেন পীতাম্বরাঢ্যাং দ্বিভুজাং নমামি॥ ত্রিশূলধারিণীমম্বাং সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনীং। সর্ব্বাভরণবেশাঢ্যাং দেবীং ধ্যাত্বা প্রপূজয়েৎ। চলৎকনককুণ্ডলোল্লসিত-চারুগণ্ডস্থলাং লসৎকনকচম্পকদ্যুতিমদিন্দুবিম্বাননাং। গদাহতবিপক্ষকাং কলিতলোলজিহ্বাঞ্চলাং স্মরামি বগলামুখীং বিমুখবাঙ্মুখস্তম্ভিনীং॥ পীযুষোদধিচাকমধ্যবিলসদ্রত্নোজ্জ্বলে মণ্ডপে তৎসিংহাসনমৌলিপাতিতরিপুপ্রেতাসনাধ্যাসিনীং। স্বর্ণাভাং করপীড়িতারিরসনাং ভ্রাম্যদ্গদাবিভ্রমামিত্থং পশ্যতি যান্তি তস্য বিলয়ং সদ্যোঽথ সর্ব্বাপদঃ॥ দেবি ত্বচ্চরণাম্বুজে বিতনুতে যঃ পীতপুষ্পাঞ্জলিং মুদ্রাং বামকরে বিধায় চ পুনর্ম্মন্ত্রী মনোজ্ঞাক্ষরং। পীঠধ্যানপরোঽপি কুম্ভকবশাদ্বীজং স্মরেৎ পার্থিবং তস্যামিত্রমুখস্য বাচি হৃদয়ে স্তম্ভোভবেত্তৎক্ষণাৎ॥ মন্ত্রস্তাবদলং বিপক্ষদলনে স্তোত্রং পবিত্রঞ্চ তে যন্ত্রং বাদিনিয়ন্ত্রণং ত্রিজগতাং জৈত্রং ন চিত্রং ভবেৎ। মাতঃ শ্রীবগলেতি নাম ললিতং যস্যাস্তি জন্তোর্ম্মুখে ত্বন্নামগ্রহণেষু সংসদি মুখস্তম্ভোভবেদ্বাদিনাং॥ বাদী মূকতি রঙ্কতি ক্ষিতিপতির্বৈশ্বানরঃ শীততি ক্রোধী শাম্যতি দুর্জ্জনঃ সুজনতি ক্ষিপ্রানুগঃ খঞ্জতি। গর্ব্বী খর্ব্বতি সর্ব্ববিচ্চ জড়তি ত্বদ্যন্ত্রিণা যন্ত্রিতঃ

শ্রীনিত্যে ...মখি প্রতিদিনং কল্যাণি তুভ্যং নমঃ॥ দুষ্ট-
স্তম্ভনমুগ্র ...বিদ্রাবণং ভূভৃৎস্তম্ভনকারণং মৃগ-
দৃশাং ... ...ভাগ্যৈকনিকেতনং মম দৃশোঃ
কারুণ্যপূ ... ...বিরস্তু পুরতো মাতস্ত্বদীয়ং
বপুঃ॥ ... ...দনং জিহ্বাঞ্চলাং কীলয় ব্রাহ্মীং
মুদ্রয় ... ...ত্তিং স্তম্ভয়। শত্রূংশ্চূর্ণয় দেবি
তীক্ষ্ণ ... ...নিশ্লোষং বগলে হর প্রতিদিনং
কারুণ্য ... ...। ভদ্রকালি বিজয়ে বারাহি
বিশ্বাশ্র ... ...বগলে কামেশি রামে রমে।
মাতঙ্গি। ... ...পবর্গপ্রদে দাসোহং শরণা-
গতং করুণয়া বিশ্বেশ্বরি ত্রাহি মাং॥ সংরম্ভে চৌরসঙ্ঘে প্রহরণসময়ে বন্ধনে বারিমধ্যে বহ্নৌ বাদে বিবাদে প্রকুপিতনৃপতৌ দিব্যকালে নিশায়াং। বশ্যে বা স্তম্ভনে বা রিপুবধসময়ে নির্জ্জনে বা বনে বা গচ্ছংস্তিষ্ঠংস্ত্রিকালং যদি পঠতি শিবং প্রাপ্নুয়াদাশু ধীরঃ॥ নিত্যস্তোত্রমিদং পবিত্রমিহ যো দেব্যাঃ পঠত্যাদরাদ্ধৃত্বা মন্ত্রমিমং তথৈব সমরে বাহৌ করে বা গলে। রাজানোঽহরয়োমদান্ধকরিণঃ সর্পা মৃগেন্দ্রাদিকা এতে যান্তি বিমোহিতা রিপুগণা লক্ষ্মীঃ স্থিরাঃ সিদ্ধয়ঃ॥ বিদ্যা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বসৌভাগ্যভাজঃ পুত্রাঃ সম্পদ্রাজ্যমিষ্টার্থসিদ্ধিঃ। মানং স্ত্রীণাং সর্ব্বসৌভাগ্যভোগং প্রাপ্তং তত্তৎ ভূতলে তৎক্ষণেন॥ যৎকৃতং জপসন্ধানং চিন্তিতং পরমেশ্বরি। রিপূণাং স্তম্ভনার্থং হি তদ্গৃহাণ নমোস্তুতে। ব্রহ্মাস্ত্রমিতি বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতং। গুরুভক্তায় দাতব্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ॥ পীতাম্বরাং দ্বিহস্তাঞ্চ ত্রিনেত্রাং গাত্রকোজ্জ্বলাং। শিলামুদ্গরহস্তাঞ্চ স্মরেত্তাং বগলামুখীং। প্রাতর্ম্মধ্যাহ্নকালে স্তবপঠনমিদং কার্য্যসিদ্ধিপ্রদং স্যাৎ। ইতি ষট্‌কর্ম্মদীপিকায়াং শান্তিকল্পে স্তম্ভনকর্ম্মণি পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥

অথবান্যপ্রকারেণ স্তম্ভনং কারয়েৎ সুধীঃ। সর্ব্ববিঘ্নপ্রশমনং ধর্ম্মশান্তিকরং পরং। দেবগন্ধর্ব্বযক্ষাণাং পিশাচানাং তথৈব চ। ভূতানাঞ্চ তথা নৃণাং মৃগাণাং পক্ষিণাস্তথা। চিত্তপ্রমোহনকরং জীবাকর্ষণকারকং। সর্ব্বেষাং স্তম্ভনকরং বৃষ্টিমারুতয়োস্তথা। সেনায়াঃ স্তম্ভনঞ্চৈব ব্যবহারগণৈস্তথা। অগ্নিস্তম্ভং জলস্তম্ভং বিবিধায়ুধকস্য চ। বাক্‌স্তম্ভং সর্ব্বনিন্দ্যানামহিতানাঞ্চ সর্ব্বশঃ। গবামপ্যাখুসর্পাণাং গতিস্তম্ভনমেব চ। রিপূণাং ক্রোধসংস্তম্ভং রতিশুক্রমনস্তরং। যুবতীনাং মনঃস্তম্ভং যূনাঞ্চ হৃদয়স্তথা। স্তম্ভনং রাজকোপস্য অমাত্যস্য বিশেষতঃ। অন্যেষাং জীবজাতীনাং ক্ষিপ্রং স্তম্ভনকারকং। রিপূণাং দ্বেষকরণং বিশ্লিষ্টং শ্লিষ্টয়োর্ভবেৎ। উচ্চাটকরণং তেষামুন্মাদকরণং তথা। সর্ব্বভূতবশীকারং সর্ব্বভূতমনোহরং। আয়ুঃকরং ধনকরং শ্রীসৌভাগ্যকরং পরং। তত্তৎকর্ম্মোক্তমন্ত্রাণাং ভেদাংশ্চ বিবিধাংস্তথা। প্রয়োগানি চ সর্ব্বাণি শৃণু সংক্ষেপতো মুনে॥ ১॥

অনন্তর অন্যপ্রকার স্তম্ভন কথিত হইতেছে, এই স্তম্ভন কার্য্য সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশক ও সর্ব্বশান্তিপ্রদ। ইহাদ্বারা দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পিশাচ, ভূত, মনুষ্য, মৃগ ও পক্ষী ইহাদের চিত্ত মুগ্ধ হয় এবং সর্ব্বপ্রকার জীবকে আকর্ষণ করা যায়। এই স্তম্ভন কার্য্যে সর্ব্বপ্রকার জীব, বৃষ্টি, বায়ু, সেনা, অগ্নি, জল, অস্ত্র ও বাক্য স্তম্ভন হইয়া থাকে এবং গো, ইন্দুর ও সর্প, ইহাদিগের গতিস্তম্ভন হয়। ক্রোধস্তম্ভন, রতিস্তম্ভন, শুক্রস্তম্ভন, যুবতীর মনঃস্তম্ভন, যুবকের হৃদয় স্তম্ভন, রাজা, অমাত্য ও শত্রুবর্গের ক্রোধস্তম্ভন ও অন্যান্য জীবগণের গতিস্তম্ভন হইয়া থাকে। রিপুগণের বিদ্বেষণ, প্রণয়ীর প্রণয়ভঞ্জন, উচ্চাটন, উন্মাদকরণ, স...প্রাণীর বশীকরণ, আয়ুর্বৃদ্ধি, ধনবৃদ্ধি ও সৌভাগ্যবৃদ্ধি হয়। ... ...সকল কার্য্যে মন্ত্রের বিভিন্নতা আছে, সেই সকল মন্ত্র ও সাধনপ্রণা... ...হইতেছে শ্রবণ কর॥ ১॥

মন্ত্রোদ্ধারং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্বাবহিতো মুনে।

প্রোক্তং হুঁকারং তদনন্তরং। কামান্তং বিন্দুসংযুক্তং তৃতীয়ং বীজমুচ্চরেৎ। পুনশ্চ বীজং ভূবীজং দ্বিসপ্তস্বরভূষিতং। এবং বীজং সমুদ্ধৃত্য তদন্তে মুনিসত্তম। হরিদ্রাগণশব্দান্তে পতয়ে চ পদং স্মৃতং। বরশব্দযুগং পশ্চাদ্দকারেণ সমন্বিতং। সর্ব্ব-শব্দজনপদং হৃদয়ং স্তম্ভয়দ্বয়ং। স্বাহান্তং মন্ত্রমেবং স্যাদ্দ্বাত্রিংশ-দর্ণসংযুতম্। স্তম্ভয়দ্বয়স্থানে আকর্ষয়পদদ্বয় মিত্যাদি। মন্ত্রো যথা—ওঁ হুঁ গং গ্লৌং হরিদ্রাগণপতয়ে বরবরদ সর্ব্বজনহৃদয়ং স্তম্ভয় স্তম্ভয় স্বাহা॥ ২॥

এইক্ষণ মন্ত্রোদ্ধার কথিত হইতেছে, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ওঁ হুঁ গং গ্লৌং হরিদ্রাগণপতয়ে বর বরদ সর্ব্বজনানাং হৃদয়ং স্তম্ভয় স্তম্ভয় স্বাহা। এই মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত আকর্ষণ, স্তম্ভন ও বশীকরণ ইত্যাদি কার্য্য হইয়া থাকে। কর্ম্মবিশেষে স্তম্ভয় স্থানে আকর্ষয়, উচ্চাটয় ইত্যাদি পদপ্রয়োগ করিবে॥ ২॥

মদনোঽস্য ঋষিঃ প্রোক্তশ্ছন্দোঽনুষ্টুবুদিগদ্যতে। দেবো হরিদ্রাগণেশঃ সর্ব্বলোকবিমোহনঃ। বীজেন দীর্ঘযুক্তেন জাতি-যুক্তেন বুদ্ধিমান্। ষড়ঙ্গমাচরেদ্ভক্ত্যা সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে। ধ্যানমস্য প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কং। রত্নমণ্ডলমধ্যস্থং রত্নসিংহাসনোপরি। পীতবর্ণাংশুকালেপমাল্যাভরণভাস্বরং। বীরং বা বিদ্রুতং দেবং গজবক্ত্রং ত্রিলোচনং। পাশাঙ্কুশক্রোধ-মুদ্রাং পরশুঞ্চাভয়ং বরং। দধানং দেবদেবেশং ধ্যায়েদ্দেব-মনন্যধীঃ। চতুর্থ্যাং শুক্লপক্ষে তু কন্যকা পেষয়েন্নিশাং। তামালিপ্য স্বয়ং স্নাত্বা নিজদেহং প্রসন্নধীঃ। ভক্ত্যা গুরূন্ প্রণম্যাথ পূজয়িত্বা যথাবলং। বস্ত্রহেমাঙ্গুরীয়াদ্যৈর্ভূষণা-দ্যৈর্বিশেষতঃ। তৎপ্রসাদাদধীয়ীত হরিদ্রানুষ্টুভং মনুং। রূপেণ পূজয়েদ্দেবং গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ। অষ্টাধিকসহস্রন্তু জপ্ত্বা তস্য দশাংশতঃ। হুনেদ্‌গুড়ঘৃতাভ্যাক্তৈরপূপৈশ্চ সমা-হিতঃ। তন্মানং তর্পয়েদ্ভক্ত্যা সদা কর্ষতি কন্তকাং। ততঃ কাম্যানি কর্ম্মাণি কুর্য্যাদ্বৈ কর্ম্মসিদ্ধয়ে॥ ৩॥

এই মন্ত্রের মদন ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, হরিদ্রাগণেশ দেবতা, সর্ব্বলোক বিমোহনে ইহার প্রয়োগ হয়। এই মন্ত্রের করাঙ্গন্যাস এই—গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, গীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, গূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, গৈং অনামিকাভ্যাং হুঁ, গৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, গঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপ গাং হৃদয়ায় নমঃ, গীং শিরসে স্বাহা, গূং শিখায়ৈ বষট্, গৈং কবচায় হুঁ, গৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, গঃ অস্ত্রায় ফট্। এইপ্রকারে করাঙ্গ-ন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। দেবতার আকার এইরূপ। রত্নমণ্ডলমধ্যে রত্ন-সিংহাসন তদু[illegible] দেব উপবিষ্ট আছেন। পীতবর্ণবস্ত্র, পীত অনুলেপন, পীত মালা ও পী[illegible] ভরণে বিভূষিত। ইনি বীরপুরুষ, গজানন ও ত্রিনয়ন-বিশিষ্ট[illegible] ক্রোধমুদ্রা, পরশু, অভয় ও বরমুদ্রা, এই সকল ইহার [illegible] প্রকার রূপ চিন্তাকরতঃ ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। [illegible] তিথিতে কন্যাহস্তে হরিদ্রা পেষণ করিয়া রাত্রিতে তাহা অঙ্গে লেপনপূর্ব্বক স্নান করিবে। তৎপরে ভক্তিপূর্ব্বক গুরুকে প্রণাম ও যথাশক্তি বস্ত্র ও সুবর্ণাঙ্গুরীয়াদি ভূষণদ্বারা অর্চনা করিবে। অনন্তর গুরুদেবের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা হরিদ্রাগণেশের পূজা করিবে এবং পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র অষ্টোত্তরসহস্র জপকরিয়া জপের দশাংশসংখ্যায় গুড় ও ঘৃতযুক্ত পিষ্টকদ্বারা হোম করিয়া ঐ পরিমাণে তর্পণ করিবে। এইরূপ পূজাদি করিয়া তৎপরে ইচ্ছানুসারে স্তম্ভনাদি কার্য্য করিবে। ইহাতে কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে॥ ৩॥

অথ চক্রং প্রবক্ষ্যামি গণেশস্য মহাত্মনঃ। স্তম্ভনাকর্ষণ-ঞ্চৈব বশ্যং বিদ্বেষণং তথা। উচ্চাটনং মারণঞ্চ যন্ত্রঃ ষড়্‌বিধ উচ্যতে। হুঁকারং বিলিখেৎ পূর্ব্বং গং গণেশং হৃদি স্থিতং। তদ্বহিঃ প্রণবং লিখ্য তন্মধ্যে নাম কর্ম্ম চ। তদ্বহিশ্চন্দ্রভূয়স্তং তস্মাদষ্টদলং লিখেৎ। চতুর্দ্দলেষু হুঁকারং ভূবীজঞ্চোদরে লিখেৎ। চতুষ্কোণদলেষন্তে চতুর্থং বীজমালিখেৎ। ভূপুরস্যাষ্ট-কোণেষু ভূবীজান্তঃস্থ হুঁ লিখেৎ। কোণাগ্রাদগ্রপর্য্যন্তং গজ-মস্তকমালিখেৎ। দন্তকাষ্ঠকমধ্যেষু গণান্তং বীজমালিখেৎ। বিলিখ্য ভূপুরস্যাগ্রে বর্ণান্তং চোচ্চরেৎ ক্রমাৎ। ভূপুরেণ চ সংবেষ্ট্য তস্য কোণচতুষ্টয়ে। ভূবীজে বিলিখেদেতৎ স্তম্ভ-য়াস্ত্রমুদাহৃতং॥ ৪॥

অনন্তর হরিদ্রাগণেশের যন্ত্র কথিত হইতেছে। স্তম্ভন, আকর্ষণ, বশীকরণ, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন ও মারণ, এই ষড়্‌বিধ কার্য্যে ষড়্‌বিধ যন্ত্র কথিত আছে। প্রথমত হুঁ এই বীজ লিখিয়া তদ্বাহ্যে বৃত্ত ও অষ্টদলপদ্ম লিখিবে। তাহার চতুর্দ্দলে হুঁ বীজ। এইরূপে মূলের লিখিত বচনানু-সারে যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া লইয়া পূজা করিবে॥ ৪॥

শুক্রসোম্যদিনে সোমবারে বাঞ্ছিতমেপি চ। রাত্রৌ বিবিক্তদেশে তু গোময়েনোপলিপ্য চ। দে[illegible] পয়েত্তত্র দ্বিপদং স্থাপ্য যত্নতঃ। [illegible]থা বলং [illegible] কালয়ে-ত্ততঃ। নিম্বগদ্দশদি নিক্ষিপ্য [illegible] স্বরূপস্য চতুর্ভাগমষ্টবিম্বসমন্বিতং। স্বধা[illegible] বিংশতি-বারকং। মনুনা শোধয়েত্তাস্তু [illegible] প্রস্তযন্ত্র-বিলিখ্যাথ কুর্য্যাৎ প্রাণনিবেশন[illegible] সর্ব্বা-বয়বসংযুতং। কৃত্বা কুক্ষৌ [illegible] ততঃ। পুনঃ প্রাণান্ প্রতিষ্ঠাপ্য গন্ধ[illegible] ভক্ত্যা। গণেশানং শরীরান্তঃ প্রণিক্ষিপে[illegible] পুষ্পৈঃ সমর্চ্চয়েৎ। সিদ্ধার্থঞ্চ নিবে[illegible] ক্ষপেৎ। সুশালিতণ্ডুলপ্রস্থং তদর্দ্ধং মুদ্গতিন্দুকং। চতুঃপলং গুড়ঞ্চৈব তন্মানং নারিকেলকং। মুষ্টিমাত্রং মরীচং স্যাত্তদর্দ্ধং সৈন্ধবং রজঃ। তস্যার্দ্ধং ক্ষীরকং দদ্যাদ্‌গুড়স্যার্দ্ধং ঘৃতং বিদুঃ। গোক্ষীরেণাঢকেনৈব শৃতং মন্দাগ্নিনা যতঃ। সিদ্ধৌদনমিতি-জ্ঞেয়ং বিঘ্নেশস্য প্রিয়াবহং। এতেন হবিষা পূপমোদকাদ্যৈর্বি-

শেষতঃ। চন্দনাগুরুকর্পূর তাম্বূলৈঃ কুশরাদিভিঃ। প্রীণয়িত্ব। গণেশানং বলিং দত্ত্বা সমা হিতঃ। শরাবেণ পিধায়াত্র স্তোত্রৈঃ স্তুত্বা গণেশ্বরং। এবমেব দিনৈকং বা বিবারং বা ত্রিবারকং পঞ্চাহং বাথ সপ্তাহং জয়েদ্বিঘ্ননায়কং। স্তুত্বয়েৎ সকল লোকান্ নাত্র কার্য্যা [illegible] রণা ॥ ৫ ॥

শুক্র, বুধ অথবা সো বারে রাত্রিকালে কোন নির্জ্জন স্থান গোময় দ্বারা লেপন করিয়া সে স্থানে একটী পাষাণ সংস্থাপন করিবে। তৎপরে হরিদ্রা আনিয়া [illegible] হা ধৌত ও বকল শূন্য করিয়া ঐ পাষাণে পেষণ করিবে। তৎপরে ঐ [illegible] ষ্ট হরিদ্রার চতুর্থাংশ লইয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে অষ্টবার অভিমন্ত্রিত ক[illegible] লইবে। অনন্তর বিঘ্নমন্ত্রে পঞ্চবিংশতিবার শোধন করিয়া স্বপ্ন[illegible] যন্ত্র লিখিবে। তৎপরে উক্ত পিষ্ট হরিদ্রাদ্বারা গণদেবের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ঐ যন্ত্রমধ্যে স্থাপন করিবে এবং ঐ প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া গন্ধপুষ্পাদি উপচারদ্বারা ভক্তিসহকারে অর্চ্চনা করিয়া একটী শরাব মধ্যে ঐ গণেশপ্রতিমা রাখিবে। পরে অষ্টসহস্র মন্ত্র জপ করিয়া চম্পক পুষ্পদ্বারা পূজা করিবে এবং মূলমন্ত্রে সিদ্ধোদন নিবেদন করিয়া সেই স্থানে বলিপ্রদান করিবে। সিদ্ধোদন এই—উত্তম শালিতণ্ডুল দুইসের, মুগ একসের, গুড় অর্দ্ধসের, নারিকেল অর্দ্ধসের, মরিচ একমুষ্টি, মরিচের অর্দ্ধ সৈন্ধব, সৈন্ধবের অর্দ্ধ জীরা, ঘৃ একপোয়া ও গব্য দুগ্ধ আটসের এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া মন্দাগ্নি পাক করিবে। ইহার নাম সিদ্ধোদন। এই দ্রব্য বিঘ্নেশ্বরের অতি [illegible] এই সিদ্ধোদন, ঘৃত, পিষ্টক, মোদক, চন্দন, অগুরু, কর্পূর, তাম্বূ কৃশর (তিলতণ্ডুল) এই সকল দ্রব্য [illegible] ষ্ট করিয়া প্রদান করিবে। বলিদ্রব্য শর[illegible] স্তব করিয়া বলি নিবেদ[illegible] দিন, পাঁচদি[illegible]

সক[illegible]

মায়াং[illegible]
স্তরস্থিত
বৃক্ষাগ্রে [illegible]
মার্গে চৌ[illegible]
সাদিকান্[illegible]
আয়ুধানাং
বিদ্যানাং
কোভেষু [illegible]
সমাহিতঃ। অস্ত
মেতৎ কর্ম্ম স্যাৎ

প্রকারান্তরে স্তব
পূর্ব্বোক্ত গণেশ মূর্ত্তি
গন্ধাদি, এই

শু[illegible]
করিলে ত্রিজগৎ
এবং অতি গোপ[illegible]

অথাকর্ষণিঃ
সংস্কারং কুর্য্যা
বীজং গণেশ
য়েৎ।
স্ম[illegible]

কা।

শ্বেত আকন্দের দুগ্ধ ও সার্ষপতৈল এ মত্র করিয়া একটী তাম্বূলপত্রে লপন করিবে। তৎপরে শ্বেত আকন্দের ীর ঐ তাম্বূলে দিয়া পুর্ব্বোক্ত লিখিবে। অনন্তর তাহাতে প্রাণপ্রতি ষ্ঠা করিয়া মধুতে অভিষিক্ত য়া রাখিবে। পরে ঐ যন্ত্র দীপমূলে র খিয়া মন্ত্র জপ করিবে এবং দীপশিখায় তপ্ত করিবে। ইহাতে অ লবিত স্ত্রী আকৃষ্ট হইয়া আগমন করে ॥ ১০ ॥

তাম্বূলং মধুনাভ্যজ্য মধ্যে যন্ত্রং প্রবি েসং।
জপ্ত্বা তু ভক্ষয়েৎ সাধ্যং শীঘ্রমায়াতি া চ তং ॥ ১১ ॥

তাম্বূলপত্রে মধু লেপন করিয়া তাহাতে যন্ত্র ঙ্কিত করিবে। তৎপরে মন্ত্র জপকরিয়া সাধক ঐ তাম্বূল ভক্ষণক ব। ইহাতে অভিলষিত কামিনীর আকর্ষণ হয় ॥ ১১ ॥

গন্ধপুষ্পেঽথবা ভৌমে ভক্ষ্যে যন্ত্রং প্রবিন্যসেৎ।
প্রাণসংস্থাপনং কৃত্বা সা তদায়াতি তৎক্ষণাৎ ॥ ১২ ॥

মঙ্গলবারে গন্ধ, পুষ্প অথবা কোন ভক্ষ্যদ্রব্যে যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাতে অভিলষিত স্ত্রীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। অনন্তর ঐ গন্ধ, পুষ্প অথবা ভক্ষদ্রব্য সেই কামিনীকে অর্পণ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার আকর্ষণ হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

অথবা তর্পয়েদ্বিদ্যাং নদ্যাং বা সিন্ধুসঙ্গমে। আগম্য চ
াভিমুখেনাষ্টসহস্রকং। আকর্ষয়েন্ন সন্দেহো যোজনানাং
পরি। কিমত্র বহুনোক্তেন ধ্যাত্বা দেবং মনুং জপেৎ।
ত্ত্বাঃ সমায়া ি বিহগোরগাঃ ॥ ১৩ ॥

চিন্তায়াং ষট্‌কর্ম্ম-
োপদেশঃ।

...তে হইবে।
...দিন, পঞ্চদিন
...লে অভিলষিত
...াকে। পুরুষ,
...ীঘ্র আগমন
...ই আকর্ষণ

ক্তির

জীবগণও

কপে কথিত

সং। প্রথমে
তি পদং দত্ত্বা
কৃত্য জপেচ্চ
স্ব স্বাহা, এই মন্ত্র

ষট্‌কোণচক্রমালিখ্য রক্তচন্দনকুঙ্কুমৈঃ। ষড়ঙ্গং কারয়েন্মন্ত্রী লজ্জাবীজসমন্বিতৈঃ। ষড়্দীর্ঘস্বরসংযুক্তৈর্নাদবিন্দুবিভূষিতৈঃ। রক্তপুষ্পাক্ষতৈর্ধূপদীপনৈবেদ্যৈঃ পরিপূজ্য তাং। ভাবয়ন্ চেতসা দেবীং ত্রিনেত্রাং চন্দ্রশেখরাং। বালার্ককিরণপ্রখ্যাং সিন্দূরবিগ্রহাং। পদ্মঞ্চ দক্ষিণে পাণৌ জপমালাঞ্চ বা গন্ত্রস্যাস্য প্রসাদেন রম্ভামপি তথোর্ব্বশীং। আকর্ষয়েন্ম ... কিং পুনর্ম্মানুষীমিহ ॥ ৩ ॥

রক্তচন্দনে ও কুঙ্কুমদ্বারা ষট্‌কোণচক্র অঙ্কিত করি ... তৎপরে হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং শিরসে স্বাহা, হ্রূঁ শি ... বষট্ হ্রৈঁ কবচায় হুঁ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্ এইরূপ ষড় ... স করিয়া রক্তপুষ্প, অক্ষত, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যদ্বারা ... । করিবে এবং দেবীকে মানসে চিন্তা করিবে। দেবীর আকার ... —দে । ত্রিনয়নবিশিষ্টা, অর্দ্ধচন্দ্রধারিণী ; নবোদিতসূর্য্যকিরণের ... সমুজ্জ্বল তাঁহার দেহ, সিন্দূরের ন্যায় অরুণবর্ণ শরীর, দক্ষিণ হস্তে ... এবং বামহস্তে জপমালা। এইরূপ চিন্তা করিয়া মন্ত্র জপ করিলে এই মন্ত্রপ্রভাবে রম্ভা ও উর্ব্বশী আকৃষ্ট হইয়া সাধকের নিকট আগমন ক ... ন। ... দ্যার আর কথা কি ॥ ৩ ॥

ভূর্জপত্রে নাম . . ধৃ ক ... কুমালক্তবারিণা। কুঙ্কুমাগুরুকস্তূরী-রোচনামিলিতং শ ... অনামারক্তমিশ্রেণ কমলাক্ষীমমুং লিখেৎ। ওঁ ... ম ... সাক্ষি অমুকীমাকর্ষয় ওঁ ফট্। ইমং মন্ত্রং জপেদাদৌ সহস্রৈ ... কং ততঃ পুনঃ। ভূর্জপত্রং সমাদায় গুলিকাং কারয়েত্ততঃ। ... তেনৈব সাধ্যপাদোত্থমৃত্তিকাপঙ্কবেষ্টিতাং। শোষিতাং তে ... জসা ভানোর্বেষ্টয়েৎ কটুকৈঃ পুনঃ। প্রতিমাং স্ত্রীনিভাং কৃ ... । ক্ষিপেত্তস্যাস্তথোদরে। গুলিকাং পাতয়েৎ পাত্রে প্রতিমাং স ... রূপিণীং। তাদৃশাভিমুখোভূত্বা নির্জ্জনে নিশি সাধকঃ। ... তন্তদ্‌গতচিত্তশ্চ তাবজ্জপং জপেন্মনুং। যাবদায়াতি স ... স্ত্রা ম ... লসবিগ্রহা ॥ ৪ ॥

কুঙ্কুম ... রু, কস্তূরী, গোরোচনা ও স্বীয় অনামাঙ্গু ... র রক্ত এই সকল ... লতা ... র সহিত একত্র মিশ্রিত করিয়া ভূর্জ্জপত্রে ওঁ হ্রীঁ ক ... ইত্যাদি মন্ত্র ... রীমন্ত্র লিখিয়া উক্ত মন্ত্র এক সহস্র জপ করি ... রে ... ভূর্জপত্র আনিয়া গুলিকা করিবে। এই গুলিকাকে ... । স্ত্রীর ... দমৃত্তিকাপঙ্কদ্বারা বেষ্টন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করি ... ম ... রিচ, পিপ্পলী ও শুণ্ঠীচূর্ণদ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিবে। ... অঙ্গ ... রুকাদ্বারা অভিলষিতা স্ত্রীর প্রতিমূর্ত্তি করিয়া তাহার বক্ষ ... ধ্য ঐ ... নক্ষেপ করিবে। তৎপরে এই প্রতিমা কোন পাত্রে ... স্থাপ ... রাত্রিকালে সাধক প্রতিমাভিমুখী হইয়া নির্জ্জনস্থানে ... মন ... করিতে থাকিবে। যাবৎকাল সেই স্ত্রী আগমন না ... জপ করিতে থাকিবে। এইপ্রকার আরাধনা করি ... স্ত্রী কামাতুরা হইয়া সাধকের নিকট ... মন করিবা ...

অথান্যং কথয়াম্যত্র নৃপাকর্ষণহেতবে। দেবস্যাপি নরস্যাপি মোহিনীমন্ত্রজাপতঃ ॥ ৫ ॥

অনন্তর আকর্ষণসিদ্ধ্যর্থ অন্যপ্রকার বিধান কথিত হইতেছে। এই ... বলে দেব, রাজা ও মনুষ্য সকলকেই মোহিত করিতে পারা যায় ॥ ৫ ॥

অথ মন্ত্রং মহেশানি তারমাদৌ ততস্ত্রপাং। পঞ্চশায়কবীজঞ্চ দত্ত্বা তু ভুবনেশ্বরীং। মোহিনীতি চ নামান্তে ফট্‌কারং পুনরালিখেৎ। স্বাহান্তং মন্ত্রমুদ্ধৃত্য মধ্যবীজেন কারয়েৎ। ষড়ঙ্গং দীর্ঘযুক্তেন চক্রেঽষ্টদলকে যজেৎ। প্রথমং সাধ্যনামানি লেখ্যানি চ কজোদরে। মাহিষাশ্বেন রক্তেন পূর্ব্বমন্ত্রেণ সংযুতং। মোহিনীং পদ্মকিঞ্জল্কে জৃম্ভিণীং স্তম্ভিনীং তথা। বশঙ্করীং কুলেশীঞ্চ ততো বৈ বিশ্ববাসিনীং। আকর্ষিণীং ততঃ ক্লিন্নামর্চ্চয়েদষ্টপত্রকে। পঞ্চপুষ্পাদিধূপাদ্যৈর্ভক্তিযুক্তেন চেতসা। লক্ষজাপেন সর্ব্বেষাং শীঘ্রমাকর্ষণং ভবেৎ ॥ ৬ ॥

ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ মোহিনি অমুকং ফট্ স্বাহা। এই মন্ত্রে কার্য্য করিবে। হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া অষ্টদল-চক্রে পূজা করিবে। প্রথমে পদ্মমধ্যে মহিষ অথবা অশ্বরক্তদ্বারা অভিলষিত ব্যক্তির নাম সংযুক্ত করিয়া পূর্ব্বোক্তমন্ত্র লিখিবে। তৎপরে পদ্মকেশরে ও অষ্টপত্রে গন্ধ, পুষ্প ও ধূপদীপাদিদ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক মোহিনী, জৃম্ভিণী, স্তম্ভিনী, বশঙ্করী, কুলেশী, বিশ্ববাসিনী, আকর্ষিণী ও ক্লিন্না এই অষ্টদেবতার পূজা করিতে হইবে। এইরূপ পূজা করিয়া পূর্ব্বো ... মন্ত্র লক্ষ জপ করিবে। ইহাতে আকর্ষণ হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

ক্লীঁ কালিকায়ৈ বিদ্মহে আকর্ষিণ্যৈ ধীমহি তন্নঃ কালিকা প্রচোদয়াৎ। ওঁ আকর্ষিণি বজ্রকপালধারিণি হুঁ ফট্ স্ব ... অমুকীমাকর্ষয়। প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য উগ্রসেনি ততঃ প ... ং। নিতম্বিনি বহ্নিজায়া বিদ্যা পরমদুর্লভা ॥ ৭ ॥

ক্লীঁ কালিকায়ৈ বিদ্মহে আকর্ষিণ্যৈ ধীমহি তন্নঃ কালী প্রচোদয়াৎ। ওঁ আকর্ষিণি বজ্রকপালধারিণি হুঁ ফট্ স্বাহা অমুকীমাকর্ষয় স্বাহা। উগ্রসেনি নিতম্বিনি স্বাহা। এই সকল মন্ত্র অতি দুর্লভ এবং এ ... সকল মন্ত্রেই আকর্ষণকার্য্য করিবে ॥ ৭ ॥

সিন্দূরপুত্তলীং কৃত্বা তস্যা নাম হৃদি বিলিখ্য পণ ... তাম্বূলং সমানীয় শরাবদ্বয়ে নৈবেদ্যং দত্ত্বা অষ্টোত্তরশতং ... তুলস্যা মূলং মন্ত্রং পঠিত্বা পুত্তল্যা হৃদি নামস্থানে তাড়িতে সতি সা সমায়াতি ॥ ৮ ॥

সিন্দূরদ্বারা পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার হৃদয়ে নাম লিখিবে। তৎপরে একমূল্যে তাম্বূল ক্রয় করিয়া আনিয়া শরাবদ্বয়মধ্যে ঐ তাম্বূলের সহিত নৈবেদ্য প্রদান করিবে। অনন্তর একখণ্ড তুল ... আনিয়া তাহাতে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র অষ্টোত্তরশত জপ করিয়া ... ই দ্বারা ঐ পুত্তলিকার হৃদয়ে নামস্থানে ত ... করিবে। ইহাতে ... লষিতা স্ত্রী আকৃষ্টা হইয়া আগমন ক ...

অথ বিদ্বেষণং।

অথ বিদ্বেষণং বক্ষ্যে মিথোবিদ্বেষণং রিপোঃ। করণী ... মহেশানি যদুক্তং মালিনীমতে। অন্যোন্যযুদ্ধসংরম্ভে রোষি ... সমরেষু তৌ ॥ ১ ॥

অনন্তর বিদ্বেষণবিধি কথিত হইতেছে, এই বিদ্বেষণকার্য্য ... শত্রুদিগের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ হইয়া থাকে। ইহাতেই উভয়ে ... পরস্পরের প্রতি রোষ বৃদ্ধি হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া থাকে ॥ ১ ॥

তদীয়নখরোদ্ভূতানধূলিমাদায় সাধকঃ।
ধূলিনা তেন বিদ্বেষস্তাড়নাদভিজায়তে ॥ ২ ॥

দুই ব্যক্তির নখোত্থিত ধূলী আনিয়া সেই ধূলিদ্বারা ঐ দুই ব্যক্তিকে তাড়না করিবে। এইরূপ তাড়না করিলে সেই দুই জনের বিদ্বেষ হয় ॥২॥

পরস্পরং রিপোর্ব্বৈরং মিত্রেণ সহ নিশ্চিতং।
মহিষাশ্বপুরীষাভ্যাং গোমূত্রেণ সহালিখেৎ ॥ ৩ ॥

মহিষ ও অশ্বের বিষ্ঠা গোমূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা যে দুই ব্যক্তির নাম লিখিবে সেই দুই ব্যক্তির পরস্পর বিদ্বেষ জন্মিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

যয়োর্নাম তয়োঃ শীঘ্রং বিদ্বেষশ্চ পরস্পরং।
রক্তেন মাহিষাশ্বেন শ্মশানবস্ত্রকে লিখেৎ ॥৪॥

শ্মশানবস্ত্রে মহিষরক্ত ও অশ্বরক্তদ্বারা যে দুই ব্যক্তির নাম লিখিবে, তৎক্ষণাৎ সেই দুই জনের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

যস্য নাম ভবেত্তস্য কাকপক্ষেণ লেখিতং। বেষ্টয়েদ্দ্বিজ-চাণ্ডালকেশৈরেকতরৈস্ততঃ। গর্ত্তে আমশরাবস্থে পিতৃকানন-মধ্যতঃ ॥ ৫ ॥

কপক্ষে নাম লিখিয়া চণ্ডাল কিম্বা ব্রাহ্মণের কেশদ্বারা বেষ্টন ...। তৎপরে ঐ নাম কাঁচা শরার মধ্যে স্থাপন করিয়া শ্মশানে ... করিয়া রাখিবে। যে যে ব্যক্তির নামে এইরূপ কার্য্য করা যায়, তাহাদের পরস্পর বিদ্বেষ হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

ষট্‌কোণচক্রমধ্যে তু রিপোর্নামসমন্বিতং। মন্ত্ররাজং প্রবক্ষ্যামি মহাভৈরবসংজ্ঞকং। ওঁ নমো মহাভৈরবায় রুদ্ররূপায় শ্মশানবাসিনে অমুকামুকয়োর্ব্বিদ্বেষং কুরু কুরু স্ফুরু স্ফুরু হুঁ ফট্ ফট্। এতন্মন্ত্রং লিখেত্তত্র বিদ্বেষোজায়তে ধ্রুবং ॥ ৬ ॥

ষট্‌কোণচক্রমধ্যে শত্রুর নামের সহিত ওঁ নমো মহাভৈরবায় ইত্যাদি মন্ত্র লিখিবে। এইরূপ করিলে মন্ত্রমধ্যে যে যে ব্যক্তির নাম ... থাকিবে, সেই সেই ব্যক্তির পরস্পর বিদ্বেষ জন্মিবে ॥ ৬ ॥

অন্যযোগমহং বক্ষ্যে দুর্লভং বসুধাতলে।
... জাতেন শত্রূণাং বিদ্বেষং কুরুতে ধ্রুবং ॥ ৭ ॥

... বিষয়ে অন্য যোগ কথিত হইতেছে, এই যোগ পৃথিবীতে ... এই প্রণালীতে ... করিলে শত্রুবর্গের পরস্পর বিদ্বেষ ... ॥ ৭ ॥

ওঁ নমো ভগবতি শ্মশানকালিকে অমুকং বিদ্বেষয় বিদ্বেষয় হন হন পচ পচ মথ মথ হুঁ ফট্ স্বাহা। অমুনা মন্ত্ররাজেন ... য়েৎ প্রযতঃ সুধীঃ। বহ্নিকুণ্ডে নিম্বপত্রৈঃ কটুতৈলাদ্বিতৈ-... । প্রজ্বাল্য খাদিরৈর্ব্বহ্নিং শ্মশানস্থং ততঃ পুনঃ। ম... যুক্তং তিলযবাক্ষতান্বিতং। ভাবয়েৎ কালিকাং দেবী-... মিঃ ... প্রভাং। ব্যোমনীলাং মহোজ্জ্বলাং সুরাসুর-... বিমর্দ্দি... ত্রিলোচনাং মহারাবাং সর্ব্বাভরণভূষিতাং। ... নকর্তৃ... চন্দ্রসূর্য্যোপরি স্থিতাং। শবজালগতাং ঘোর প্রেতভৈরববে... বসতীং পিতৃকান্তারে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা-য়িকাং। লৌহস্রু... সংযুক্তং পূর্ব্বোক্তং দ্রব্যসঞ্চয়ং। হোময়ে-দ্বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্ব্বলি... ছাগো... রকৈঃ। পূজয়িত্বা মহেশানীং ভক্তিযুক্তেন চেতসা। ... দায় ধারয়েদতিযত্নতঃ। ভস্মনা ... ত্রেন যং হন্যাদ্বিদ্বেষং ত... যাং। বহ্নিঃ শীতলতাং যাতি পতেদ্ভূমৌ যদা রবিঃ। য... ... ন্তি পাথোধিশ্চন্দ্রমাঃ পততে যদি। তদা মিথ্যা ভবেদেষ ... রাজঃ সুদুর্ল... ঃ। মহাযোগো-হয়মুদ্দিষ্টঃ শম্ভুনা ত্রিপুরামহে... ... পত্যাং প্রযত্নেন যদীচ্ছে-চ্চিরজীবিতং ॥ ৮ ॥

সাধক সংযত হইয়া ওঁ নমো ভগব... ইত্যাদি মন্ত্রে হোম করিবে। ... কুণ্ডমধ্যে খদিরকাষ্ঠদ্বারা শ্মশানবহ্নি ... ন করি... য়া কটু-তৈলযুক্ত নিম্ব পত্রদ্বারা হোম করিবে। তিল ও যব নিম্বপত্রের স... হিত মিশ্রিত করিয়া হোম করিতে হইবে। এইপ্রকার দশসহস্র হোম করি... যা কালিকা দেবীকে চিন্তা করিবে। দেবীর আকার এইরূপ—দেবী ইন্দ্রনীল... প্রভা-বিশিষ্টা, আকাশের ন্যায় নীলবর্ণা, অতি তেজস্বিনী এব ... সুরাসুরগণের বিমর্দ্দনকারিণী। ইঁহার ত্রিনয়ন, শব্দ অতি গভীর ... সর্ব্বপ্রকার আভরণে বিভূষিতা। হস্তে নরমুণ্ড ও কর্ত্তৃকা, ইনি চন্দ্র ... সূর্য্যোপরি অবস্থিতা আছেন। শবসমূহে পরিবৃতা ও প্রেতভৈরব... স্থিতা। ইনি শ্মশানে বাস করেন ও সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি... দান করিয়া ... ন। ... প্রকার রূপ চিন্তা করিয়া লৌহস্রুবদ্বারা পূর্ব্বোক্ত দ্র... দায় একত্র করিয়া হোম করিবে। তৎপরে বিবিধ পু... ও ছাগবলি ... উপহার দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিয়া যত্নপূর্ব্বক হজ্জীয় ... সেই ভস্মদ্বারা যাহাকে তাড়না করিবে, সেই ব্যক্তির সহিত ... হইয়া থাকে। যদি অগ্নি শীতল হয়, যদি সূর্য্য ভূমিতে ... যদি বারিধি শুষ্ক হয়, যদি চন্দ্রমা পতিত হয়, তাহা ... যোগ মিথ্যা হইতে পারে না। ইহা ... তি দুর্ল... এই যোগ পূর্ব্বকালে মহাদেব বলিয়াছিলেন, ইহ... ... স্থাপন করিয়া রাখিবে। প্রকাশ করিলে জীবন নষ্ট ... ॥ ৮ ॥

শ্মশানসম্ভবং বস্ত্রমানীয় লেখয়েদং ... মহাযোগা-দ্বিবাভ্যামুষ্কধীদৃশং। ষট্‌কোণং ... ণাং নাম-টঙ্কিতং। পূর্ব্বদ্রব্যেণ বিদ্বে... কঃ। ... বিদ্বেষিণি অমুকামুকয়োঃ পর... কুরু ...

চক্রবাহ্যে লিখেদেনং মন্ত্রং পূর্ব্বোক্তবস্তুভিঃ। পরস্পরং ভবেদ্দ্বেষং কথিতং কুব্জিকামতে। পূর্ব্বং ঘুঘু টিকে যুগ্মং ততোমর্কটিকেযুগং। পশ্চাত্তু বিলিখেদঘোরে বিদ্বেষোদ্বেগকারিণি। অথ ঘোরাঘোরয়োঃ স্যাদমুকামুকয়োস্ততঃ। বিদ্বেষয়যুগং হুঁ ফট্ বিদ্যাঘুঘু টিকেরিতা ॥ ৯ ॥

ইতি ষট্‌কর্ম্মদীপিকায়াং শান্তিকল্পে বিদ্বেষঃ সপ্তমোপদেশঃ ॥

শ্মশানস্থিতবস্ত্র আনয়ন করিয়া তাহাতে হরিতাল ও মনঃশিলা একত্র মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা ষট্‌কোণচক্র লিখিবে। চক্রমধ্যে শত্রুর নাম এবং চক্রবাহ্যে ওঁ হ্রীঁ বিদ্বেষিণি ইত্যাদি মন্ত্র লিখিবে। এইরূপ করিলে চক্রমধ্যে যে দুই ব্যক্তির নাম লিখিত থাকিবে, তাহাদের পরস্পর বিদ্বেষ জন্মিয়া থাকে। ওঁ ঘুঘু টিকে ঘুঘু টিকে মর্কটিকে মর্কটিকে অঘোরে বিদ্বেষোদ্বেগকারিণি ঘোরাঘোরয়োঃ অমুকামুকয়োঃ বিদ্বেষয় বিদ্বেষয় হুঁ ফট্। এই মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ কার্য্য করিলে পূর্ব্ববৎ ফল হইবে ॥

অথোচ্চাটনম্।

উচ্চাটনবিধিং বক্ষ্যে যথোক্তং শ্রীমত্তোত্তরে নিম্বপত্রে লিখেন্নাম মহিষাশ্বপুরীষকৈঃ। কাকপক্ষস্য লেখন্যা লেখনীয়মনন্তরং। ওঁ নমঃ কাকতুণ্ডি ধবলমুখি দেবি অমুকমুচ্চাটয় উচ্চাটয় হুঁ ফট্। এতন্মন্ত্রং মহাদেবি লিখিত্বা পূর্ব্ববস্তুভিঃ। নিম্ববৃক্ষস্থিতং সর্ব্বং কাকালয়ং হুনেদথ। শ্মশানবহ্নিমানীয় ধুস্তূরকাষ্ঠদীপিতং। বহ্নিং কৃত্বা মহাতৈলৈরথবা কটুবস্তুভিঃ। পূর্ব্বোক্তমনুনা তস্য পত্রং রাজীকটূপ্লুতং। সংপূজ্য ধবলমুখীং পঞ্চোপচারপূজয়া। তদ্ভস্ম প্রক্ষিপেচ্ছত্রোর্ম্মন্দিরোপরি মন্ত্রবিৎ। ধ্যানযুক্তেন চিত্তেন শত্রূচ্চাটকরং ভবেৎ। ধূম্রবর্ণাং মহাদেবীং ত্রিনেত্রাং শশিশেখরাং। জটাজূটসমাযুক্তাং ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিচ্ছদাং। কৃশাঙ্গীমস্থিমালাঞ্চ কর্ত্তৃকাঞ্চ তথাম্বুজং। কোটরাক্ষীং ভীমদংষ্ট্রাং পাতালসদৃশোদরীং। এবং বিধাঞ্চ তাং ধ্যাত্বা কুর্য্যাদুচ্চাটনং রিপোঃ। এবং যোগবিধিঃ খ্যাতো বীরতন্ত্রে মহেশ্বরি। সঙ্গোপ্যোহয়ং প্রযত্নেন ন প্রকাশ্যঃ কদাচন ॥ ১ ॥

অনন্তর শ্রীমত্তত্ত্বরতন্ত্রোক্ত উচ্চাটনবিধি কথিত হইতেছে। নিম্বপত্রে মহিষবিষ্ঠা, অশ্ববিষ্ঠা ও কাকপক্ষনির্ম্মিত লেখনীদ্বারা শত্রুর নাম সংযুক্ত করিয়া ওঁ নমঃ কাকতুণ্ডি ইত্যাদি মন্ত্র লিখিবে এবং নিম্ববৃক্ষস্থিত কাকপক্ষীর বাসার সমুদায় কাষ্ঠ আনিয়া তদ্দ্বারা হোম করিবে। অনন্তর শ্মশানাগ্নি আনয়নপূর্ব্বক ধুস্তূরকাষ্ঠদ্বারা প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে মহাতৈল ও কটুবস্তুর সহিত নিম্বপত্রদ্বারা পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে হোম করিতে হইবে। তৎপরে ধবলমুখীকে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া ঐ যজ্ঞীয় ভস্ম আনয়নপূর্ব্বক সেই ভস্ম শত্রুর গৃহোপরি নিক্ষেপ করিবে। একাগ্রচিত্তে ধবলমুখীকে চিন্তা করিয়া ভস্ম নিক্ষেপ করিলে শত্রুর উচ্চাটন হইয়া থাকে। দেবীর আকার এইরূপ—দেবী ধূম্রবর্ণা, ত্রিনেত্রা, তাহার কপালে অর্দ্ধচন্দ্র, মস্তকে জটাভার এবং ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান; অঙ্গ অতি কৃশ, গলে অস্থিমালা, হস্তে কর্ত্তৃকা ও পদ্ম; চক্ষুর্দ্বয় কোটরমধ্যে, দন্ত অতি ভয়ঙ্কর এবং পাতালসদৃশ উদর। এই প্রকারে ধ্যান করিয়া শত্রুর উচ্চাটন করিবে। এই যোগ বীরতন্ত্রে উক্ত আছে। ইহা সর্ব্বদা গোপন করিয়া রাখিবে, কদাচ প্রকাশ করিবে না ॥ ১ ॥

প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য নমো ভগবতে পদং। রুদ্রায় দীর্ঘকবচং তথা দংষ্ট্রাকরালয়। অমুকঞ্চ ততঃ প্রোচ্য সপুত্রবান্ধবৈঃ সহ। হনযুগ্মং দহযুগ্মং পচযুগ্মং সমুচ্চরেৎ। শীঘ্রমুচ্চাটয়দ্বন্দ্বং হুঁ ফট্ স্বাহা চ ঠদ্বয়ং। ততোবৈ পঞ্চবর্ণানাং পঞ্চমং বিন্দুসংযুতং। বীজপঞ্চকমেতদ্ধি জ্ঞাতব্যং তন্ত্রকোবিদৈঃ। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় হুঁ দংষ্ট্রাকরালায় অমুকং সপুত্রবান্ধবৈঃ সহ হন হন দহ দহ পচ পচ শীঘ্রমুচ্চাটয় উচ্চাটয় হুঁ ফট্ স্বাহা ঙং ঞং ণং নং মং। উদ্যন্মার্ত্তণ্ডকোটিপ্রতিমতনুরুচিং সোমসূর্য্যাগ্নিনেত্রং বিদ্যুজ্জ্বালাকলাপোজ্জ্বলবিপুলজটাজূটবদ্ধেন্দুখণ্ডং। ঘণ্টাটঙ্কাভয়েষ্টান্দধতং নিজভুজৈর্ব্বিভ্রতং ভীষণাঙ্গং শ্রীমৎকালাগ্নিরুদ্রং প্রণতভয়হরং সাট্টহাসং ভজামি ॥ এবং ধ্যাত্বা প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্য্যাৎ। আং হ্রীঁ ক্রোঁ কালাগ্নিরুদ্রস্য প্রাণা ইহ প্রাণা ইত্যাদি ॥ শ্মশানভস্ম চাদায় তেনৈবোচ্চাটনং মতং। কাকোলূকস্য পক্ষাংস্তু হুনেদষ্টোত্তরং শতং। যন্নাম্না মন্ত্রযোগেন তস্য চোচ্চাটনং ভবেৎ ॥ ২ ॥

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ইত্যাদি মন্ত্রে কালাগ্নিরুদ্রের পূজা করিবে। প্রথমে ধ্যান করিয়া পূজা করিতে হইবে। দেবের আকার এইরূপ—উদয়শীল কোটিসূর্য্যের কিরণসদৃশসমুজ্জ্বলদেহকান্তি। চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি ইহার নেত্রত্রয়। মস্তকে বিদ্যুৎশিখাসমূহের ন্যায় উজ্জ্বল জটাভার এবং কপালে চন্দ্রখণ্ড নিবদ্ধ আছে। ইনি চারিহস্তদ্বারা ঘণ্টা, টঙ্ক (অস্ত্রবিশেষ), অভয় ও বরমুদ্রা ধারণ করিয়াছেন। শরীর অতি ভয়ঙ্কর এবং অতি উচ্চহাস্য। এই প্রকার রূপবিশিষ্ট কালাগ্নিরুদ্রদেব প্রণত ব্যক্তির ভয় হরণ করেন। এই প্রকার ধ্যান করিয়া আং হ্রীঁ ক্রোঁ ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিবে; এবং কাকপক্ষদ্বারা অষ্টোত্তর হোম করিবে। এইরূপ কার্য্য করিলে মন্ত্রমধ্যে যাহার নামের উল্লেখ থাকিবে, সেই ব্যক্তির উচ্চাটন হইবে ॥ ২ ॥

অথ মারণং।

তন্ত্ররাজে—অভিচারস্য বিষয়ানাকর্ণয় বদামি তে। সক্রূরে ক্রূরবর্গস্থে চন্দ্রে বলিনি শোধনে। বিষ্টিযোগে চ কর্ত্তব্যোঽভিচারোঽপ্যরিনৈধনে ॥ ১ ॥

অনন্তর তন্ত্ররাজোক্ত মারণপ্রক্রিয়া বর্ণিত হইতেছে। যখন বলবান্ চন্দ্র ক্রূরগ্রহের সহিত ক্রূরগ্রহের ক্ষেত্রে অবস্থিতি করিবে, এবম্ভূত সময়ে যদি বিষ্টিযোগ হয়, তবে সেই কালে মারণাদি অভিচারকার্য্য করিবে ॥ ১ ॥

পাপিষ্ঠান্নাস্তিকাংশ্চৈব দেবব্রাহ্মণনিন্দকান্। অজ্ঞাংশ্চ ঘাতকান্ সর্ব্বান্ ক্লেশকর্ম্মসু সংস্থিতান্। ক্ষেত্রবৃত্তিধনস্ত্রীণাং আহর্ত্তারং কুলান্তকম্। নিন্দকং সময়ানাঞ্চ পিশুনং রাজ-ঘাতকম্। বিষাগ্নিক্রূরশাস্ত্রাদ্যৈর্হিংসকং প্রাণিনাং মুদা। যোজয়েন্মারণে কর্ম্মণ্যেতান্ন পাতকী ভবেৎ ॥ ২ ॥

পাপিষ্ঠ, নাস্তিক, দেবব্রাহ্মণনিন্দক, অজ্ঞ, ঘাতক, কুৎসিতকর্ম্মরত, ক্ষেত্রবৃত্তিস্ত্রীধনাপহারী, কুলান্তকারী, সময়নিন্দক, খল, রাজদ্রোহী, বিষাগ্নিশস্ত্রাদিদ্বারা প্রাণিগণের প্রাণনাশক, এইরূপ দোষান্বিত ব্যক্তিকে মারণকর্ম্মে নিযুক্ত করিলে মারক পাপভোগী হয় না ॥ ২ ॥

দশাস্থিতিঞ্চ সংবীক্ষ্য কুর্য্যান্মারণমাত্মবান্। অনবেক্ষ্য কৃতং কর্ম্ম আত্মানং হন্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ৩ ॥

দশাস্থিতি বিবেচনা করিয়া মারণকার্য্য করিবে। যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত যোগাদি বিবেচনা না করিয়া মারণকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সেই ব্যক্তি আপনি মৃত্যুমুখে পতিত হয় ॥ ৩ ॥

ব্রাহ্মণং ধার্ম্মিকং ভূপং বনিতামিষ্টিকং নরম্। বদান্যং সদয়ং নিত্যমভিচারে ন যোজয়েৎ। যোজয়েদ্‌যদি বৈরেণ প্রত্যাসত্য নিহন্তি তম্ ॥ ৪ ॥

ব্রাহ্মণ, ধার্ম্মিক, রাজা, স্ত্রী, যজ্ঞশীল, দাতা, দয়াবান্ এই সকল ব্যক্তির প্রতি কোন অভিচারকর্ম্ম করিবে না। যদি শত্রুতাবশতঃ কেহ ঐরূপ মনুষ্যের প্রতি অভিচার করে, তবে তাহাতে বিপরীত ফল হয়, অর্থাৎ যে ব্যক্তি অভিচার করে, তাহারই বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

ইদানীং স্থূলহোমন্তু কথ্যামারিমর্দ্দনম্। তত্তৎকর্ম্মোদিতে কুণ্ডে কুর্য্যাদ্ধোমমুদীরিতম্। বিধানাৎ দ্বেষনিধনরোগবিগ্রহ-চাটনে ॥ ৫ ॥

এইক্ষণ অভিচারকার্য্যের হোমবিধান কথিত হইতেছে। এই হোমে শত্রু বিনাশ হয়। অভিচারকার্য্যে তত্তৎ কর্ম্মোক্তকুণ্ডনির্ম্মাণ করিয়া বিদ্বেষোচ্চাটনাদি বিধানক্রমে হোম করিবে ॥ ৫ ॥

আয়ুর্দ্দায়ং রিপোর্জ্ঞাত্বা লগ্নোক্তর্ক্ষাণি বীক্ষ্য চ। তদাত্মক-গ্রহাণাঞ্চ স্থিতিমষ্টমবর্গকম্। ত্রয়াণামানুকুল্যেন কুর্য্যাত্তদাভি-চারকম্। অন্যথা ক্রূরকর্ম্মাণি কুর্ব্বাণং নাশয়ন্তি হি। তান্যেব কর্ম্মাণি তত্তস্য চ প্রাতিকূল্যতম্ ॥ ৬ ॥

শত্রুর আয়ুর্দ্দায় জানিয়া মারণকার্য্য করিবে। শত্রুর জন্মলগ্ন, জন্মনক্ষত্র ও জন্মলগ্নাধিপতি গ্রহ, এই তিনের অনুকূলে অভিচারকার্য্য করিবে। এই সকল বিবেচনা না করিয়া কার্য্য করিলে, সেই অভিচার কার্য্যকারককে বিনাশ করে ॥ ৬ ॥

কুর্য্যাত্তদ্দেবতাভক্তিমাস্তিক্যং বর্দ্ধনাদ্‌গুরোঃ। তৎপার্শ্ব-বর্ত্তিমন্ত্রজ্ঞো নালোচ্য রিপুনিগ্রহং। বিদধ্যাদন্যথা শক্ত্যা ন ফলং চাত্মনাশনং ॥ ৭ ॥

দেবতার প্রতি ভক্তি করিয়া গুরুর আজ্ঞানুসারে গুরুদেবের পার্শ্ব-বর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিবে। অভিচারকার্য্যে শত্রুর জন্য শোক করিবে না। ইহার অন্যথা করিলে কার্য্যের ফল হয় না, প্রত্যুত আত্মবিনাশ হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

রিপোরষ্টমলগ্নে চ ক্রূরে স্বষ্টমরাশিগে। স্থানে কুর্য্যাদনি-ষ্টানি তদ্বিনাশায় সাধনং ॥ ৮ ॥

রিপুর জন্মলগ্ন হইতে অষ্টমলগ্নে এবং অষ্টমরাশিতে ক্রূরগ্রহের অব-স্থিতিকালে মারণকার্য্য করিবে ॥ ৮ ॥

প্রাচ্যো মেষবৃষৌ বহ্নৌ মিথুনং দক্ষিণে তথা। কুলীরসিংহ-মিথুনং নৈঋত্যাং কন্যকা স্থিতা। তুলাকীটৌ পশ্চিমস্থৌ ধনুর্ব্বায়ৌ তু সংস্থিতঃ। নক্রকুম্ভাবুত্তরতো মীনমীশে চ সংস্থিতঃ। এবং রাশিক্রমং জ্ঞাত্বা কুর্য্যাৎ কর্ম্ম বিশেষতঃ। কালে তু পঞ্চ পঞ্চ স্যুর্ঘটিকাক্রমযোগতঃ ॥ ৯ ॥

মেষ ও বৃষ পূর্ব্বদিক্, মিথুন অগ্নিকোণ, কর্কট ও সিংহ দক্ষিণদিক, কন্যা নৈঋতকোণ, তুলা ও বৃশ্চিক পশ্চিমদিক্, ধনুঃ বায়ুকোণ, মকর ও কুম্ভ উত্তরদিক, মীন ঈশানকোণ, এই প্রকারে রাশিক্রম জানিয়া কর্ম্ম করিবে। দিবসের মধ্যে পাঁচ পাঁচ দণ্ড করিয়া এক এক রাশি হয়। যখন যে দিকে কার্য্য করিবে, তখন সেই দিকের রাশি জানিয়া কার্য্য করিতে হইবে ॥ ৯ ॥

চৈত্রাদিকেষু মাসেষু দ্বাদশেষ্বপি ভাস্করঃ। মেশাদিরাশিং যো যাতি তথা চৈত্রহমণ্ডলৈঃ। অশুভাত্মকহোমন্তু কুর্য্যাত্রাশ্যে সমীরিতে ॥ ১০ ॥

চৈত্রাদি দ্বাদশমাসে সূর্য্য দ্বাদশরাশি ভোগ করিয়া থাকেন। এইরূপে অন্যান্য গ্রহগণও দ্বাদশরাশি ভোগ করে। মারণাদি অশুভকার্য্যে তৃতীয় ও পঞ্চমস্থানে অশুভগ্রহ থাকিতে কার্য্য করিবে ॥ ১০ ॥

তন্ত্রান্তরে—বিদ্বেষণাভিচারে চ ত্রিকোণং কুণ্ডমিষ্যতে। দ্বিমেখলে কোণমুখং হস্তমাত্রন্তু সর্ব্বতঃ। মানহীনাদিকং দোষং নাস্তি কুণ্ডেঽভিচারকে ॥ ১১ ॥

তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, বিদ্বেষণকার্য্যে ত্রিকোণকুণ্ড করিয়া হোম করিবে। কুণ্ডের বহির্ভাগে মেখলা থাকিবে। ঐ মেখলার মুখ কোণ-মুখে করিতে হইবে। ঐ কুণ্ড একহস্ত পরিমিত হওয়া আবশ্যক, কিন্তু অভিচারকার্য্যে কুণ্ডমানের কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক্য হইলেও দোষ হয় না ॥ ১১ ॥

দক্ষিণাস্যোঽভিচারস্তু গদং বহ্নিমুখোন্বিয়াৎ। উচ্চাটনং বায়ুমুখো বিদ্বেষো রাক্ষসে মুখঃ। বিদধ্যাৎ পশ্চিমায়াস্তু ক্রূরাণ্যন্যানি কুৎস্নশঃ ॥ ১২ ॥

দক্ষিণমুখে অভিচারকর্ম্ম করিবে। শত্রুর পীড়া উৎপাদন করিতে হইলে অগ্নিকোণাভিমুখী হইয়া কার্য্য করিবে। উচ্চাটনকার্য্যে বায়ু-কোণাভিমুখী ও বিদ্বেষণকার্য্যে নৈঋতকোণাভিমুখী হইয়া কার্য্যসাধন বিধেয়। অন্যান্য অভিচারকার্য্যে পশ্চিমমুখে কার্য্য করা কর্ত্তব্য ॥ ১২ ॥

স্বদেশে গ্রামগেহাদৌ তানি কর্ম্মাণি তদ্দিশি। বিদধ্যাদপি বিধ্যুক্তমন্যথানর্থমাবহেৎ ॥ ১৩ ॥

অভিচারকার্য্য করিতে হইলে শত্রুর দেশে, শত্রুর গ্রামে ও শত্রুর গৃহে তত্তৎকর্ম্মোক্তদিক্‌ নিয়মানুসারে তত্তৎকর্ম্মোক্তবিধি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিবে। অন্যথা কর্ম্ম নিষ্ফল হয় ॥ ১৩ ॥

কুণ্ডাদিকরণাশক্তৌ স্থণ্ডিলে হোমমাচরেৎ। গোময়ৈঃ পরিমৃষ্টে চ সুসমে ভূতলে সমে। বালুকাহস্তবিস্তারে চতুর ঙ্গুলমুচ্ছ্রিতে। মধ্যে বিদধ্যাদ্ধোমন্তু প্রোক্তমেবমশেষতঃ ॥১৪॥

কুণ্ডাদিকরণে অশক্ত হইলে স্থণ্ডিল করিয়া তাহাতে হোম করিবে। স্থণ্ডিলের নিয়ম এই সমভূমিতে গোময়দ্বারা স্থান মার্জ্জন করিয়া একহস্ত বিস্তৃত ভূভাগ চতুরঙ্গুল উচ্ছ্রিত করিয়া বালুকাদ্বারা পূরণ করিবে। এইপ্রকারে স্থণ্ডিল প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে হোম করিবে ॥ ১৪ ॥

ব্যাঘাতযোগে হর্ষাখ্যে বিষযোগে চ মৃত্যুকে। নাশযোগে দীনজে চ মৃত্যৌ ক্রকচযোগকে। চণ্ডীশচণ্ডায়ুধকে মহাকালে চ কালকে ॥ ১৫ ॥

ব্যাঘাতযোগ, হর্ষযোগ, বিষযোগ, মৃত্যুযোগ, নাশযোগ ও ক্রকচযোগ এই সকল যোগে অভিচারকার্য্য করিবে ॥ ১৫ ॥

বৃক্ষমূলে কণ্টকাখ্যে স্থূলে পঞ্চর্ক্ষকে পুনঃ। কুর্য্যাৎ প্রয়োগং প্রত্যর্থী ভঙ্গায় নিধনায় চ। নিগ্রহায় নিরীক্ষ্যৈনং কুর্য্যাৎ সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৬ ॥

কণ্টকবৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া পঞ্চগ্রহ বলবান্ থাকিতে শত্রুর নিধনার্থ কার্য্য করিবে ॥ ১৬ ॥

বশ্যাকর্ষণবিদ্বেষস্তম্ভোচ্চাটনমারণে। বিদধ্যাৎ পুত্তলীং সম্যক্ চতস্রঃ প্রোক্তযোগতঃ। পিষ্টেন সিক্‌থেন তথা চক্রিহস্তমৃদাপি চ। সাধ্যনক্ষত্রবৃক্ষেণাপ্যুক্তনক্ষত্রসংযুতঃ। আসনে পাদয়োঃ স্থানে কুণ্ডমধ্যে চ সাধকঃ। পিষ্টমুত্তরতঃ কৃত্বা স্থাপয়েৎ সিক্‌থমন্তরে। এবং সাধারণং কৃত্বা কুর্য্যাৎ কর্ম্ম সমীরিতং। সর্পশীর্ষস্রুচা হোমং কুর্য্যাদশুভকর্ম্মণি। বৈরিনাম্না স্রুচা কৃত্বা চরুং তস্তু হুয়াত্তদা। ত্রিকোণকুণ্ডে যমদিঙ্মুখো হুত্বার্দ্ধরাত্রকে ॥ ১৭ ॥

বশীকরণ, আকর্ষণ, বিদ্বেষণ, স্তম্ভন, উচ্চাটন ও মারণকার্য্যে চারিটী পুত্তলী নির্ম্মাণ করিয়া কার্য্য করিবে। মোম ও চক্রস্থিত মৃত্তিকা একত্র পেষণ করিয়া পুত্তলিকা করিয়া লইবে। তৎপরে কুণ্ডমধ্যে মোমদ্বারা আসন নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি ঐ পুত্তলিকা স্থাপন করিবে। এইপ্রকারে সাধারণ কর্ম্ম করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। মারণাদি অভিচারকার্য্যে সর্পমস্তকস্রুবদ্বারা হোম করিবে। সাধক দক্ষিণাভিমুখে উপবেশন করিয়া শত্রুর নামোচ্চারণপূর্ব্বক ত্রিকোণকুণ্ডে অর্দ্ধরাত্রিসময়ে হোম করিবে ॥ ১৭ ॥

শ্মশানে নির্জ্জনে দেশে বিদধ্যাদভিচারকং। যত্রাভিচারিহোমন্তু করোতি ভুবি সাধকঃ। তত্রাভিতো নৃপো রক্ষাং কারয়েদাত্ম-সিদ্ধয়ে। নচেদরাতিনৃপতিশ্চারৈর্জ্ঞাত্বা নিহন্যাদ্ ধ্রুবং ॥ ১৮ ॥

কোন নির্জ্জনপ্রদেশে শ্মশানস্থানে অভিচারকার্য্য করা কর্ত্তব্য। যে স্থানে বসিয়া অভিচার কার্য্য করিবে, তাহার চতুর্দ্দিক রাজা রক্ষা করিবেন, নচেৎ প্রতিপক্ষরাজা জানিতে পারিলে দূতদ্বারা সকল বিনাশ করিতে পারে ॥ ১৮ ॥

স্বরাষ্ট্রে তু ন কুর্ব্বীত ন কুর্ব্বীত স্বমণ্ডলে। যদি কুর্য্যাৎ প্রমাদেন মান্ত্রিকোঽজ্ঞানমোহিতঃ। তদ্রাজ্যং পীড়য়ন্ত্যেব শনৈঃ রিপুভৃত্যকাঃ ॥ ১৯ ॥

সাধক স্বদেশে ও স্বীয়মণ্ডলে অভিচারকার্য্য করিবে না। যদি কোন সাধক প্রমাদবশতঃ স্বদেশে উক্ত কার্য্য করেন, তাহাতে অনেক বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। শত্রুর ভৃত্যবর্গ সেই দেশকে নষ্ট করে ॥ ১৯ ॥

অক্ষদ্রুমসমিদ্ধেঽগ্নৌ তৎফলৈশ্চ করঞ্জকৈঃ।
হৈমীদলরসাক্তৈশ্চ হোমাচ্ছত্রূন্ বিনাশয়েৎ ॥ ২০ ॥

বহেড়াবৃক্ষের কাষ্ঠে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তাহাতে বহেড়াবৃক্ষের ফল ও করঞ্জাফল নাগকেশরফলের রসে অভিষিক্ত করিয়া হোম করিতে হইবে। এইরূপ কার্য্যে শত্রুবিনাশ হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

নক্তমালসমিদ্ধেঽগ্নৌ তৎসমিদ্ভিশ্চ তৎফলৈঃ।
বিতস্তিমাত্রৈস্তৈলাক্তৈর্হবনাদ্বৈরিণো মৃতিঃ ॥ ২১ ॥

করঞ্জবৃক্ষের কাষ্ঠে অগ্নি জ্বালিয়া সেই বৃক্ষের সমিধে কটুতৈল মিশ্রিত করিয়া হোম করিলে শত্রুর মারণ হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

অরুষ্করসমিদ্ধেঽগ্নৌ তদ্বীজৈস্তদ্‌ঘৃতাপ্লুতৈঃ।
হোমাদরাতেস্তীব্রেণ জ্বরেণ স্যান্মৃতির্ধ্রুবং ॥ ২২ ॥

বহেড়াবৃক্ষের কাষ্ঠের অগ্নিতে ঐ বৃক্ষের ফল ঘৃতযুক্ত করিয়া হোম করিবে। ইহাতে শত্রুব্যক্তি জ্বরাভিভূত হইয়া মরিয়া যায় ॥ ২২ ॥

সৌবীরাক্তৈস্তু কার্পাসবীজৈর্হোমাত্তু মণ্ডলাৎ।
অরাতীনামথান্যোঽন্যং কলহান্নিধনং ভবেৎ ॥ ২৩ ॥

কার্পাসবীজ ও কাঞ্জী একত্রে মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা হোম করিলে শত্রুগণ পরস্পর কলহ করিয়া বিনাশ পায় ॥ ২৩ ॥

সর্ষপাজ্যপ্লুতৈঃ শুণ্ঠীমাগধীমরিচৈর্হুতাৎ।
বৈরিকর্ম্মর্ক্ষকাগ্নৌ মণ্ডলান্তু মৃতির্ভবেৎ ॥ ২৪ ॥

সর্ষপ, শুণ্ঠী, পিপ্পলী ও মরিচ এই সকল দ্রব্য একত্রে ঘৃতমিশ্রিত করিয়া হোম করিলে জ্বর-রোগে শত্রুর মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

অথ লবণমন্ত্রস্য বিধানমভিধীয়তে। ঋগাদ্যা কথিতা পূর্ব্বং লবণাম্ভসি পূর্ব্বিকা। লবণাদির্দ্বিতীয়ান্যা দহাদ্যা পরিকীর্ত্তিতা। সংদহান্তা চতুর্থী স্যাৎ যান্তে পূর্ণা তু পঞ্চমী। লবণমন্ত্রা ঋগ্বেদপ্রসিদ্ধাস্তদভিধীয়তে। লবণাম্ভসি তীক্ষ্ণোঽস্যুগ্রোঽসি দ্রবয়ং ভব। লবণস্য পৃথিবী মাতা লবণস্য বরুণঃ পিতা ॥ লবণে দহ্যমানে তু কুতো নিদ্রা কুতো রতিঃ। লবণং পচতি পাচয়তি লবণং ছিনত্তি ভিনত্তি ॥ অমুকস্য দহ গাত্রাণি দহ মাংসং দহ ত্বচং দহ ত্বগস্থিলোমানি অস্থিভ্যো মজ্জিকাং

দহ। যদি বসতি যোজনশতে নদীনাঞ্চ শতান্তরে। নগরে লৌহপ্রাকারে কৃষ্ণসর্পাকৃতির্গলে। সংদগ্ধা নয়নে শীঘ্রং লবণস্থ চ চেতসা। তত্রৈব চ সমায়াতি লবণং ছিন্দতি ভিন্দতি॥ যাতে রাত্রির্ম্মহারাত্রিঃ সা তে রাত্রির্ম্মহানিশা। যা রাত্রিঃ শল্যবিদ্ধস্থ শূলাগ্রারোপিতস্থ চ। অঙ্গিরামুনিরাখ্যাতশ্ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতং। অগ্নিরাত্রিঃ পুনর্দুর্গা ভদ্রকালী চ দেবতা। চিটিমন্ত্রাক্ষরৈঃ কুর্য্যাৎ ষড়ঙ্গানি সমাহিতঃ। পঞ্চভির্হৃদয়ং প্রোক্তং ত্রিভির্ব্বর্ণৈঃ শিরঃ স্মৃতং। পঞ্চবর্ণৈঃ শিখা প্রোক্তা কবচং করণাক্ষরৈঃ। পঞ্চভির্নেত্রমুদ্দিষ্টং যুগলেনাস্ত্রমীরিতং। তারং চিটিদ্বয়ং পশ্চাচ্চাণ্ডালি তদনন্তরং। মহাপদাখ্যাং তাং ত্রায়াদমুকং মে ততঃ পরং। বশমানয় ঠদ্বন্দ্বং চিটিমন্ত্র উদাহৃতঃ। চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরাণ্ডা সর্ব্বকামফলপ্রদঃ। ওঁ চিটি চিটি হৃদয়ায় নমঃ। চাণ্ডালি শিরসে স্বাহা। মহাচাণ্ডালি শিখায়ৈ বষট্। অমুকং মে কবচায় হুঁ। বশমানয় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ স্বাহা অস্ত্রায় ফট্। ইতি ষড়ঙ্গং বিন্যস্য ধ্যায়েৎ। নবকুঙ্কুমসন্নিভং ত্রিনেত্রং রুচিরাকল্পশতং ভজামি। বহ্নিং ধ্রুবশক্তিবরাভয়ানি দোর্ভির্দ্দধতং রক্তসরোরুহে নিষণ্ণং। কালাম্বুবাহদ্যুতিমিন্দুবক্ত্রাং তালাবলীশোভিতপয়োধরাঢ্যাং। কপালপাশাঙ্কুশনাগসহস্তাং নীলাম্বরাঢ্যাং যুবতীং নমামি॥ কালাম্বুদাভামরিশঙ্খশূলখড়্গাঢ্যহস্তাং বরুণেন্দুচূড়াং। ভীমাং ত্রিনেত্রাং জিতশত্রুবর্গাং দুর্গাং স্মরেদ্দুর্গতিভঙ্গদক্ষাং॥ টঙ্কং কপালং ডমরুং ত্রিশূলং সংবিভ্রতী চন্দ্রকলাবতংসাং। পিঙ্গোর্দ্ধকেশী শিতভীমদংষ্ট্রা ভূয়াদ্বিভূত্যৈ মম ভদ্রকালী॥ ঋক্ পঞ্চকং যজ্ঞেৎ সম্যগ্‌যুতং তদ্দশাংশতঃ। হবিষা ঘৃতসিক্তেন জুহুয়াদর্চ্চিতেঽনলে। এবং কৃতে পুরশ্চর্য্যাপ্রয়োগে কুশলো ভবেৎ। আদ্যৌ যামবতী ধ্যেয়া বশ্যাকর্ষণকর্ম্মণোঃ। স্মরেদ্দুর্গাং ভদ্রকালীং মন্ত্রী মারণ-কর্ম্মণি। জানুপ্রমাণে সলিলে স্থিত্বা নিশি জপেন্মনুং। অনেন বাঞ্ছিতঃ সাধ্যঃ কিঙ্করো জায়তে ক্ষণাৎ॥ ২৫॥

অনন্তর লবণমন্ত্র কথিত হইতেছে। ঋগ্বেদোক্ত লবণমন্ত্রে হোম করিলে শত্রুর নিদ্রা ও সুখ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই লবণমন্ত্রে যে প্রকার কার্য্য করিতে হইবে, তাহা মূলে লিখিত আছে। এই লবণমন্ত্রের অঙ্গিরাঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, দুর্গা ও ভদ্রকালী দেবতা। এই প্রক্রিয়াতে ওঁ চিটি চিটি হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। ধ্যান মূলে লিখিত আছে। তদনুসারে ধ্যান করিয়া পঞ্চলবণমন্ত্রে পূজা করিবে, তৎপরে দশসহস্র জপ করিয়া জপের দশাংশ হোম করিতে হইবে। এইরূপ করিলেই পুরশ্চরণ হয়। বশ্য, আকর্ষণ ও মারণকার্য্যে দুর্গা ও ভদ্রকালীর ধ্যান করিবে। জানুমাত্র জলে থাকিয়া রাত্রিকালে আরাধনা করিলে অভিলাষ পূর্ণ হয়॥ ২৫॥

নাভিমাত্রোদকে স্থিত্বা জপেন্মন্ত্রমিমং সুধীঃ।
অষ্টোত্তরসহস্রং যস্তস্য সাধ্যো বশো ভবেৎ॥ ২৬॥

নাভিমাত্র জলে থাকিয়া মন্ত্র জপ করিবে। মন্ত্রমধ্যে যাহার নাম উল্লেখ করিয়া অষ্টোত্তরসহস্র জপ করা যায় সেই ব্যক্তি বশীভূত হয়॥ ২৬॥

ঋক্‌পঞ্চকং জপেন্মন্ত্রী কণ্ঠমাত্রাম্ভসি স্থিতঃ।
সপ্তভির্দ্দিবসৈর্ভূপান্ বশয়েদ্বিধিনামুনা॥ ২৭॥

জলমধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন করিয়া পঞ্চলবণমন্ত্র জপ করিবে। সপ্তদশদিবস এইপ্রকার জপ করিলে রাজাকে বশীভূত করিতে পারিবে॥ ২৭॥

বিলিখ্য তালপত্রে তং সাধ্যনাম্না বিদর্ভিতং। নিক্ষিপ্য ক্ষীর-সংমিশ্রে জলে তৎ ক্বাথয়েন্নিশি। বশ্যো ভবতি সাধ্যোঽসৌ নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ২৮॥

তালপত্রে অভিলষিত ব্যক্তির নামের সহিত মন্ত্র লিখিয়া জলমিশ্রিত দুগ্ধে নিক্ষেপ করিয়া রাত্রিতে পাক করিবে। এইরূপ করিলে সেই ব্যক্তি বশীভূত হইয়া থাকে॥ ২৮॥

তালপত্রে লিখিত্বৈনং ভদ্রকালী গৃহে খনেৎ।
বশ্যায় সর্ব্বজন্তূনাং প্রয়োগোঽয়মুদাহৃতঃ॥ ২৯॥

তালপত্রে অভিলষিত ব্যক্তির নামযুক্ত মন্ত্র লিখিয়া ভদ্রকালীর গৃহে প্রোথিত করিয়া রাখিবে। এই প্রক্রিয়াতে সর্ব্বজন্তু বশীভূত হয়॥ ২৯॥

তাম্রপাত্রে সমালিখ্য মন্ত্রং সাধ্যবিদর্ভিতং।
তাপয়েৎ খাদিরে বহ্নৌ মাসাদ্বশ্যো ভবেন্নরঃ॥ ৩০॥

তাম্রপত্রে অভিলষিত ব্যক্তির নামের সহিত মন্ত্র লিখিয়া খদিরাঙ্গারের অগ্নিতে ঐ তাম্রপাত্র তাপিত করিবে, এইরূপ করিলে সেই ব্যক্তি বশীভূত হইয়া থাকে॥ ৩০॥

ত্রিকোণং কুণ্ডমাসাদ্য সম্যক্ শাস্ত্রোক্তলক্ষণং। তস্মিন্ হোমং প্রকুর্ব্বীত সংস্কৃতে হব্যবাহনে। প্রক্ষাল্য গব্যদুগ্ধেন সংশোধ্য লবণং সুধীঃ। সুচূর্ণিতং প্রজুহুয়াৎ সপ্তাহাদ্বশয়েজ্জনান্॥ ৩১॥

ত্রিকোণকুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া হোমবিধি অনুসারে সংস্কৃত অগ্নিতে হোম করিবে। গব্যদুগ্ধদ্বারা লবণ প্রক্ষালন করিয়া সেই লবণ-চূর্ণদ্বারা হোম করিবে। এইরূপ দ্বাদশাহ হোম করিলে সকল জনকে বশীভূত করিতে পারে॥ ৩১॥

দধিমধ্বাজ্যসংসিক্তৈঃ সৈন্ধবৈর্জুহুয়াত্তথা।
বশয়েদখিলান্ দেবান্ চিরাৎ কিমুত পার্থিবান্॥ ৩২॥

প্রথমে পূজাদি করিয়া পূর্ব্বোক্তপ্রকারে হোমবিধি অবলম্বনপূর্ব্বক দধি, মধু ও ঘৃতসংযুক্তসৈন্ধবদ্বারা হোম করিলে দেবগণও বশীভূত হইয়া থাকেন রাজাদিগের আর কথা কি॥ ৩২॥

বিশুদ্ধং লবণপ্রস্থং বিভক্তং পঞ্চধা পৃথক্। একৈকয়া প্রজুহুয়াৎ পঞ্চপঞ্চাহমাদরাৎ। যস্য নাম স বশ্যঃ স্যাদনেন বিধিনাচিরাৎ॥ ৩৩॥